জীবন-জীবিকায় প্রাধান্য দিয়ে সুদৃঢ়

আগামীর পথে বাংলাদেশ

জাতীয় বাজেট বক্তৃতা ২০২১-২০২২

আ হ ম মুস্তফা কামাল এফসিএ, এমপি

মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮
০৩ জুন ২০২১

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় শ্রদ্ধাঞ্জলি	
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি	১-২
দ্বিতীয় অধ্যায় মুজিব জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী	
মুজিব জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উৎযাপন; অর্থনীতির এলাকায় বাংলাদেশের অবস্থান	৩-১৫
তৃতীয় অধ্যায় উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ভবিষ্যৎ পথ পরিক্রমা	
বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন; উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ পরবর্তী চ্যালেঞ্জ; উত্তরণ পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলায় গৃহীত কৌশল	১৬-২২
চতুর্থ অধ্যায় কোভিড-১৯ পরিস্থিতি ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রম	
বাংলাদেশে কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাব; অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রমে গৃহীত প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন; কোভিড-১৯ মোকাবেলায় উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তা	২৩-২৮
পঞ্চম অধ্যায় প্রেক্ষিত ও প্রেক্ষাপট: বিশ্ব অর্থনীতি ও বাংলাদেশের অবস্থান	
কোভিড-১৯ মহামারির প্রেক্ষাপটে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রক্ষেপন; বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক অবস্থান এবং ভাবমূর্তি	২৯-৩১

বিষয়	পৃষ্ঠা
ষষ্ঠ অধ্যায় সম্পূরক বাজেট	
চলতি ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট; সংশোধিত রাজস্ব আয় ও সংশোধিত ব্যয়; বাজেট ঘাটতি ও উহার অর্থায়ন	৩২-৩৩
সপ্তম অধ্যায় আগামী ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেট কাঠামো	
আগামী ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেট কাঠামো; রাজস্ব আহরণ; সামগ্রিক ব্যয় কাঠামো	৩৪-৩৭
অষ্টম অধ্যায় খাতভিত্তিক নীতি-কৌশল, কর্মপরিকল্পনা ও সম্পদ সঞ্চালন	
মধ্যমেয়াদি নীতি-কৌশল: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও বাংলাদেশের অগ্রাধিকারসমূহ; কর্মপরিকল্পনা ও সম্পদ সঞ্চালন: স্বাস্থ্য ও কোভিড-১৯ মহামারির মোকাবেলা; শিক্ষা: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা, কারিগরী ও মাদ্রাসা শিক্ষা; কৃষি খাত: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, খাদ্য নিরাপত্তা; কর্মসংস্থান সৃষ্টি; দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি; স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন; শিল্পায়ন ও বাণিজ্য; ভৌত অবকাঠামো: বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, যোগাযোগ অবকাঠামো; ডিজিটাল বাংলাদেশ; নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশুকল্যাণ; জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা ও পরিবেশ সংরক্ষণ; ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও ধর্ম; পরিকল্পিত নগরায়ন ও আবাসন	৩৮-১০৭
নবম অধ্যায় সুশাসন ও সংস্কার	
অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তর ত্বরান্বিতকরণ; বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়ন; ভূমি ব্যবস্থাপনার অটোমেশন; ই-জুডিসিয়ারি বাস্তবায়ন; দুর্নীতি দমন; আর্থিক খাতে সংস্কার; সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা; উন্নত জনসেবা	১০৮-১১৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
দশম অধ্যায় রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম	
রাজস্ব আয়ে অগ্রগতি; রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইজেশন; কাস্টমস মডার্ণাইজেশন; তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার	১২০-১২৩
একাদশ অধ্যায় আয়কর, মূল্য সংযোজন কর এবং আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক	
প্রত্যক্ষ কর: আয়কর, করমুক্ত আয়সীমা ও করহার; মূল্য সংযোজন কর; আমদানি-রপ্তানি শুল্ককর: কৃষিখাত, স্বাস্থ্যখাত, শিল্পখাত, আইসিটি খাত, অটোমোবাইল খাত; কাস্টমস্ আইনের সংশোধন; কাস্টমস আইনের প্রথম তফসিলে সংশোধন	১২৪-১৫২
দ্বাদশ অধ্যায় বাজেটে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেটে জাতিকে দেয়া কিছু মৌলিক প্রতিশ্রুতি ও তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি	১৫৩-১৫৬
উপসংহার	
উপসংহার	১৫৭-১৫৮
পরিশিষ্ট-ক	
সারণি-১: কোভিড-১৯ এর ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় সরকার কর্তৃক ঘোষিত ২৩টি প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা	১৬১
সারণি-২: আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির চিত্র	১৬৩
সারণি-৩: এক দশকের অর্জন	১৬৩
সারণি-৪: ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ	১৬৪
সারণি-৫: ২০২১-২০২২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত আয় ও ব্যয় প্রাক্কলন	১৬৫
সারণি-৬: ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বরাদ্দ	১৬৬

বিষয়			পৃষ্ঠা
সারণি-৭: সমগ্র বাজেটের খাতওয়ারি বরাদ্দ			১৬৭
সারণি-৮: মন্ত্রণালয়/বিভাগওয়ারি বাজেট বরাদ্দ			১৬৯
পরিশিষ্ট-খ (আমদানি-রপ্তানি শুল্ক সংক্রান্ত সারণিসমূহের তালিকা)			
সারণি-১	কৃষিখাত		১৭৩
সারণি-২	স্বাস্থ্যখাত		১৭৫
সারণি-৩	শিল্পখাত		১৭৬
সারণি-৪	ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণ		১৮৩
	i.	শুল্ক-করের হ্রাস/বৃদ্ধি সংক্রান্ত	
		ক) যে সকল পণ্যের আমদানি শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে	১৮৩
		খ) যে সকল পণ্যের আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়েছে	১৮৪
		গ) যে সকল পণ্যে স্পেসিফিক ডিউটি হ্রাস/ বৃদ্ধি করা হয়েছে	১৮৪
		ঘ) যে সকল পণ্যে রেগুলেটরি ডিউটি (Regulatory Duty) আরোপ অথবা হ্রাস/ বৃদ্ধি করা হয়েছে	১৮৫
		ঙ) যে সকল পণ্যের সম্পূরক শুল্ক আরোপ/ হ্রাস/ বৃদ্ধি/ প্রত্যাহার করা হয়েছে	১৮৫
	ii.	যে সকল H.S. Code এর বর্ণনায় পরিবর্তন, সংশোধন, বিভাজন, একীভূতকরণ এবং নতুন H.S. Code সৃজন করা হয়েছে	
		ক) যে সকল H.S. Code এর বর্ণনা পরিবর্তন/ সংশোধন করা হয়েছে	১৮৬
		খ) যে সকল H.S.Code বিভাজন (Split) করা হয়েছে	১৮৭
		গ) যে সকল H.S.Code একীভূত (Merge) করা হয়েছে	১৮৯

বিষয়			পৃষ্ঠা
		ঘ) যে সকল H.S. Code নতুন সৃষ্টি করা হয়েছে	১৯০
		ঙ) Heading ৮৭.০৪ এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী	১৯০
		(চ) Heading ৮৭.১১ এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী	১৯১
		(ছ) যে সকল H.S. Code বিলুপ্ত করা হয়েছে	১৯২

বাংলাদেশের জাতীয় বাজেট ২০২১-২০২২

প্রথম অধ্যায়: শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিস্‌মিল্লাহির-রহমানির রহিম

তাবারাকাল্লাজি বিয়াদিহিল মুল্‌ক ওয়াহুয়া আলা কুল্লি সাইয়্যিন ক্বাদির।

মাননীয় স্পিকার

০১। আপনার সানুগ্রহ অনুমতিক্রমে আমি আ হ ম মুস্তফা কামাল, অর্থমন্ত্রী ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট এবং ২০২১-২০২২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট এই মহান সংসদে উপস্থাপন করছি।

মাননীয় স্পিকার

০২। যে নামের ওপর দুলছে বাঙালির বিজয়ের পতাকা, দুলতে থাকবে অবিরাম; যার নামের প্রতিটি অক্ষরই আমাদের স্বাধীনতা, দুর্মর ভেঙ্গে ফেলা শত শৃঙ্খল; বক্তব্যের শুরুতে আমি গভীর ভক্তি ও বিনম্র শ্রদ্ধায় তাঁকে স্মরণ করছি যিনি গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় হিজল তমালের ছায়ায় চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন, বাঙালির মানসলোকে স্বাধীনতার বাসনা সঞ্চারক, বাঙ্গালীর বরপুত্র, সোনার বাংলার স্বপ্নচারী, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, মৃত্যুঞ্জয়ী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-কে।

০৩। আমি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি শহীদ বঙ্গমাতাসহ জাতির জন্য কলঙ্কময় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালরাত্রির সকল শহীদদেরকে। স্মরণ করছি বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য সহকর্মী কেন্দ্রীয় জেলখানায় শহীদ জাতীয় চার নেতাকে। গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধার সাথে আরো স্মরণ করছি, আমাদের স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশের জন্য যাঁরা জীবন দিয়েছেন, যাঁদের চরম ত্যাগের

বিনিময়ে আমরা আজ স্বাধীন, সেই সকল নিঃশঙ্ক বীরসন্তানদের। আমি স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ত্রিশ লাখ বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সম্ভ্রম হারানো ২ লাখ মা বোনকে। আমি স্মরণ করছি, কোভিড-১৯ মহামারির কারণে আমরা যাদেরকে অকালে হারিয়েছি। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন-এর কাছে আমি সকলের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুজিব জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে অর্থনীতির এলাকায় বাংলাদেশের অবস্থান

মাননীয় স্পিকার

০৪। ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ বুধবার সন্ধ্যা ৮ ঘটিকা। দিকে দিকে শোনা যাচ্ছিল আজানের ধ্বনি, মধুমতি নদীর ঢেউ, পাখির কলকাকলি আর বসন্তের গান। ঠিক তখনই গোপালগঞ্জের গ্রাম টুঙ্গিপাড়ায় বাবা শেখ লুৎফুর রহমান ও মা শেখ সায়েরা বেগমের কোলজুড়ে আর্তমানবতার মুক্তির দূত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন বাংলার সহস্র বর্ষের সাধনার নাম শেখ মুজিবুর রহমান। পরিচিত হয়েছিলেন সকলের প্রিয় খোকা হিসেবে। জাতির শাণিত শিরায় অকুতোভয় সাহস ছড়িয়ে কোটি কোটি মানুষের ইচ্ছার অনিন্দ্য কুসুম ফুটিয়ে তুলেছিলেন তিনি। বাঙালি জাতি তাঁরই আহ্বানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল যুদ্ধ জয়ের রক্তাক্ত অধ্যায়ে, সৃষ্টি করেছিল ইতিহাস। বাংলার মানুষ তাই ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ তারিখে তাঁকে ভূষিত করেন বঙ্গবন্ধু উপাধিতে। ছাত্র অধিকার আন্দোলন, সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকারের সংগ্রাম, ভাষা আন্দোলন, ছয় দফা আন্দোলন, গণ অভ্যুত্থান, সাধারণ নির্বাচন এবং সর্বশেষ স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বের কারণে ৪ হাজার ৬ শত ৮২ দিন কারাবাসসহ অবর্ণনীয় জুলুম-নির্যাতন সহ্য করে দুঃসময়, হতাশার সব বাধার দেওয়াল ভেঙে দীর্ঘ পরাজিত, শোষিত, বঞ্চিত বাঙ্গালী জাতিকে উপহার দেন একটি ঠিকানা-লাল সবুজ পতাকা খচিত একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ- বাংলাদেশ- যার নামকরণ তিনি নিজেই করেছিলেন। জাতিকে এ দূর্লভ উপহার দানের মাধ্যমে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব থেকে পরিণত হয়েছেন আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবে।

মাননীয় স্পিকার

০৫। সাধিত সেই ধন্য পুরুষের জন্মশতবর্ষে বাঙালি জাতি নতুন উদ্দীপনায়

তারই নির্দেশিত পথে অর্থনৈতিক মুক্তির রথে এগিয়ে চলেছে। জাতি পালন করছে তার পিতার জন্মশতবর্ষ, মুজিববর্ষ। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ অবিনাসূত্রে গাঁথা। এ বছরই বাংলাদেশ পার করল তার স্বাধীনতার গৌরবময় পঞ্চাশ বছর। দেশে-বিদেশে পালিত হচ্ছে আমাদের গৌরবময় স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। বছরটা যেন মহাকালের দুই মহান ধারার সংগমস্থল—কালের মোহনা। এই মোহনায় বাঙালির আরেক সম্ভার যুক্ত হয়েছে জাতির জীবনের অন্যতম একটি অর্জন স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ। একসাথে তিনটি বিশেষ ঘটনার যোগসূত্রের এ বছরটি, আগামী দিনগুলোতে বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে স্বর্ণাক্ষরে লেখা একটি বছর হিসেবে বিবেচিত হবে।

মাননীয় স্পিকার

০৬। বঙ্গবন্ধু শুধু একটি নাম নয়, বঙ্গবন্ধু হলেন একটি জাগ্রত ইতিহাস। একটি স্বাধীন জাতিসত্তার অপরিমেয় অহংকার, বর্ণিল ঐশ্বর্য। বাংলাদেশের অস্তিত্বস্পর্শী অমর নাম। ন্যায্য, সত্য, কল্যাণ এবং আত্মমুক্তির পক্ষে সোচ্চার উদার হৃদয় মহান মানুষ। কোনো প্রকার সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি এবং সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প তাকে স্পর্শ করেনি কখনো। বাঙালিত্ব ছিল তার অহংকার। জীবনের প্রতিটি ধাপেই বাঙালির সার্বিক মুক্তির জয়গান গেয়েছেন। যে বাংলার স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, যে বাংলার জন্য তিনি যৌবনের অধিকাংশ সময় কারাগারে কাটিয়েছেন, ফাঁসির মঞ্চে গেয়েছেন বাঙালির জয়গান, সেই বাংলা ও বাঙালির জন্য তার ভালোবাসা ছিল অপরিসীম। সমুদ্র বা মহাসমুদ্রের গভীরতা পরিমাপ করা সম্ভব; কিন্তু বাংলা ও বাঙালির জন্য বঙ্গবন্ধুর হৃদয়ের যে দরদ, যে ভালাবাসা, তার গভীরতা অপরিমেয়। বঙ্গবন্ধুর ভাষায়, "আমার সবচেয়ে বড় শক্তি আমি আমার দেশের মানুষকে ভালবাসি, সবচেয়ে বড় দূর্বলতা আমি তাদেরকে খুব বেশি ভালবাসি।" তিনি আরও বলেছিলেন, "সাত কোটি বাঙ্গালীর ভালবাসার কাঙ্গাল আমি। আমি সব হারাতে পারি, কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের ভালবাসা হারাতে পারব না।"

মাননীয় স্পিকার

০৭। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে সারা দেশব্যাপী আমাদের যে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ছিল, অপ্রত্যাশিত অভিঘাত কোভিড-১৯ এর কারণে তা বছরব্যাপী সীমিত পরিসরে পালন করা হয়। পাশাপাশি, জাতীয় পর্যায়ে 'মুজিব চিরন্তন' মূল থিম নিয়ে ১৭ মার্চ থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত পরিসরে দশ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই উদযাপন শুধু আনুষ্ঠানিকতা-সর্বস্ব নয়, এই উদযাপনের লক্ষ্য জাতির জীবনে নতুন জীবনীশক্তি সঞ্চারিত করা; স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর প্রাক্কালে জাতিকে নতুন মন্ত্রে দীক্ষিত করে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বাস্তবায়নের পথে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

মাননীয় স্পিকার

০৮। আমি এখন আলোকপাত করছি বাংলাদেশ অর্থনীতির গোড়ার দিকের কিছু কথা এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর রক্তের উত্তরাধিকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে তলাবিহীন ঝুড়ি হতে বাংলাদেশের উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হওয়ার ইতিহাসের প্রতি। দীর্ঘ নয় মাসের নজীরবিহীন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশে ছিল না কোন অবকাঠামো ও সম্পদ। পুরো বাংলাদেশ ছিল একটি ধ্বংসস্তুপ-চারিদিকে ছিল শুধু হাহাকার। বাংলাদেশ ছিল দক্ষিণ এশিয়ার দরিদ্রতম দেশ, ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে দরিদ্র তো বটেই। শুধু দক্ষিণ এশিয়া নয়, বাংলাদেশ ছিল বিশ্বের দরিদ্রতম দশটি দেশের একটি। বাংলাদেশের ৮৮ শতাংশ মানুষ দরিদ্র ছিল এবং বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতাও ছিল শতকরা ৮৮ ভাগ। ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শূন্য থেকে শুরু করেন দেশ বিনির্মাণের কঠিনতম কাজ। বঙ্গবন্ধু বলেন, "স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলাম; আজ স্বাধীনতা পেয়েছি। সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছি; সোনার বাংলা দেখে আমি

মরতে চাই"। তিনি আরও বলেন, "এই বিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠনের জন্য সবারই এখন কঠোর পরিশ্রম করতে হবে"। দেশের ভবিষ্যত নিয়ে শংকা প্রকাশ করেছেন অনেকে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অস্টিন রবিনসন 'ইকোনমিক প্রসপেক্টাস অব বাংলাদেশ' গ্রন্থে বাংলাদেশের টিকে থাকা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির তুলনায় জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি বেশি থাকায় বাংলাদেশের ভবিষ্যতকে ম্যালথাসিয়ান স্ট্যাগনেশন এর সাথে তুলনা করেন যার পরিণতি দূর্ভিক্ষ ও মৃত্যু। তৎকালীন মার্কিন নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ির সাথে তুলনা করে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু দৃঢ়কণ্ঠে সকলকে জানিয়ে দেন, "বাংলাদেশ এসেছে বাংলাদেশ থাকবে"। অসীম সাহসী বঙ্গবন্ধু আর বাঙ্গালী জাতিকে কেউ দাবায়ে রাখতে পারেনি। বঙ্গবন্ধু সরকারের ৭১৯ কোটি টাকার প্রথম বাজেট উপস্থাপন করেন অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ। দেশের উন্নয়নকে মাথায় রেখে বাজেটের ৬৪ শতাংশ বরাদ্দ করা হয় উন্নয়ন বাজেটে। বঙ্গবন্ধুর সুদৃঢ় নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীনতার প্রথম অর্থবছরে অর্থাৎ ১৯৭২-১৯৭৩ সালেই ২.৫ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করে যার ফলে জিডিপির আকার হয় ৪ হাজার ৯৮৫ কোটি টাকা এবং মাথাপিছু জাতীয় আয় দাড়ায় ৯৪ মার্কিন ডলারে।

০৯। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের গুরুত্ব বিবেচনা করে বঙ্গবন্ধু প্রণয়ন করেন প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-১৯৭৮)। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দারিদ্র্য হ্রাসকে প্রাধিকার লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। তারপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় পুণর্গঠন ও উৎপাদন বৃদ্ধির উপর। প্রতিবছর গড়ে ৫.৫ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। নিত্য প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যাদি সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে রাখা, প্রতিবছর কমপক্ষে ২.৫ শতাংশ হারে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। প্রতিটি লক্ষ্য অর্জনের বিস্তারিত কৌশলও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পরিকল্পনা মোতাবেক এগোচ্ছিল দেশ। পরিকল্পনা প্রণয়নের ২য় বছরেই অর্থাৎ ১৯৭৪-১৯৭৫ সালে ৫.৫ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে দেশের ইতিহাসের সর্বোচ্চ ৯.৫৯ শতাংশ জিডিপি

প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল। যদি আমরা ১৯৭৫ এর ১৫ আগষ্টের কালো রাতে বঙ্গবন্ধুকে না হারাতাম আর একই ধারায় প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকত তাহলে আমাদের জিডিপির আকার ৩৫ বছরে ৩০০ বিলিয়ন এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ১.২ ট্রিলিয়ন ডলার অতিক্রম করে উন্নত দেশের জিডিপির সমান হতো। কিন্তু দূর্ভাগা সন্তান আমরা কিছু বিপথগামী স্বাধীনতার চেতনাবিরোধীর কারণে আমাদের জাতির পিতা সে সুযোগ পাননি।

মাননীয় স্পিকার

১০। ১৯৭৫ এর ১৫ আগষ্টের পর দেশ ও দেশের অর্থনীতি নিমজ্জিত হয় এক গভীর অন্ধকারে- থেমে যায় জাতির পিতার সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বিনির্মাণ। বঙ্গবন্ধুর অন্তর মন প্রথিত স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণের কান্ডারী তাঁর রক্তের উত্তরাধিকার বর্তমান প্রজন্মের কিংবদন্তি ও আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি এবং তাঁদের জীবনমানের উন্নয়নসহ সকলের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে ১৯৮১ সালের ১৭ মে ছয় বছরের নির্বাসন ভেঙে সকল বাঁধা বিপত্তি অতিক্রম করে মৃত্যুর ঝুঁকি মাথায় নিয়ে আলোকবর্তিকা হাতে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের প্রত্যয়ে দেশে ফেরেন জাতির পিতার রক্তের উত্তরাধিকার জননেত্রী শেখ হাসিনা। শুরু করেন গণতন্ত্র ও মানবাধিকার পুনরুদ্ধারের কাজ। দীর্ঘ ১৫ বছরের সংগ্রাম, জুলুম নির্যাতন সহ্য করার পর দেশের মানুষের ম্যান্ডেট নিয়ে সরকার গঠন করে দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের কাজে মনোনিবেশ করেন ১৯৯৬ সালে; উম্মুক্ত করেন সম্ভাবনার এক নতুন দিগন্ত। ১৯৯৬-২০০১ সময়ে গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয় ৫.৫ শতাংশ। গড় মূল্যস্ফীতি ছিল ৪.৪ শতাংশ। সর্বস্তরে স্বাধীনতার আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকায়ণ, কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করতঃ জাতির পিতা ও জেল হত্যা মামলার বিচার প্রবর্তনের মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার ও শান্তি সংরক্ষণ, পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদন, গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি, কৃষিতে অভূতপূর্ব উন্নয়ন, অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিল, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি লাভ,

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, ১৯৯৮ এর প্রলয়ংকরী বন্যা মোকাবেলা, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু উন্নয়ন, দারিদ্র্যের হার ৪৪.৩ শতাংশে নামিয়ে আনা, ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি, গৃহায়ণ তহবিলের আওতায় গৃহহীনদের জন্য ঘরের ব্যবস্থা, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতার ব্যবস্থাকরণ, সবার জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিতকল্পে নতুন স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়ন-দেশব্যাপী হাসপাতাল ব্যবস্থার উন্নয়ন ও কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন, গড় আয়ু ৬৩ বছরে উন্নীতকরণ, দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত বয়স্কভাতা চালুকরণ, দুঃস্থ মহিলা ভাতা চালুকরণ, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা, একটি বাড়ি একটি খামার কর্মসূচি চালুকরণ, কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, দীর্ঘদিনের অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা দূরীকরণ, শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে যুগোপযোগী ও আধুনিক শিক্ষা নীতি প্রণয়ন, প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তির ব্যবস্থাকরণ, মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তি প্রবর্তন, পাঁচ বছরে স্বাক্ষরতার হার ৪৪ থেকে ৬৫ শতাংশে উন্নীতকরণ, পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণসহ অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি শক্ত ভিত স্থাপন করেন। কিন্তু উন্নয়নের রথ আবার বাঁধাগ্রস্ত হয়।

মাননীয় স্পিকার

১১। দীর্ঘ ৮ বছরের স্থবিরতার পর ২০০৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠিত হওয়ার পর বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্যের চাকা আবার ঘুরতে শুরু করে- তাদেরকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। শুরু হয় শুধু সামনে এগিয়ে যাওয়ার পালা। ২০১৪ ও ২০১৮ সালের সংসদ নির্বাচনেও এদেশের মানুষ নিরঙ্কুশভাবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করে নিরবচ্ছিন্নভাবে দেশের উন্নয়নের সুযোগ করে দেয়। বর্তমান প্রজন্মের কিংবদন্তী আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে একের পর এক রচিত হয় সাফল্য আর উন্নয়নের মহাকাব্য যা রূপকথার গল্পগাঁথাকেও হার মানায়। আমি এখন আমাদের সরকারের গত ১২ বছরের অসাধারণ সাফল্যের মাধ্যমে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে জাতির অর্জন সম্পর্কে আলোকপাত করছি। বাংলাদেশ এখন উন্নয়ন অভিযাত্রার এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে। এক যুগ আগের বাংলাদেশ আর আজকের বাংলাদেশ এক নয়। আজকের

বাংলাদেশ বদলে যাওয়া এক বাংলাদেশ। বাংলাদেশের ইতিহাসে আমরা একটি স্বর্ণালী যুগ অতিক্রম করলাম, যা সারা বিশ্বে সমাদৃত। বঙ্গবন্ধুর পরে অর্থনীতি ও উন্নয়ন, সমাজনীতি, সংস্কৃতি, আইন-শৃঙ্খলা, পররাষ্ট্রনীতিসহ সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন। গত ১২ বছরে জিডিপির গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ৬.৬ শতাংশ যা ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮ ও ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৭ শতাংশের উপরে ছিল এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৮ শতাংশ অতিক্রম করে। মূল্যস্ফীতি ছিল সহনীয় পর্যায়ে। ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে আমাদের মাথাপিছু আয় ছিল ৫৪৩ মার্কিন ডলার যা বর্তমানে ২,২২৭ ডলারে উন্নীত হয়েছে। ওই সময়ে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪১.৫ শতাংশ। বর্তমানে দারিদ্র্যের হার কমে দাঁড়িয়েছে ২০.৫ শতাংশ। জিডিপির আকার ৪ লাখ ৮২ হাজার ৩৩৭ কোটি থেকে ২৮ লাখ কোটি টাকা হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল মাত্র ০.৭৪৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থাৎ এক বিলিয়ন ডলারের কম যা বর্তমানে ৪৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করেছে।

১২। ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে বাজেটের আকার ছিল ৬১ হাজার কোটি টাকা যা বর্তমান অর্থবছরে দশগুণের মত বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষের গড় আয়ু ২০০৫-২০০৬ বছরের ৫৯ বছর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯-২০২০ সালে দাঁড়িয়েছে ৭২.৬ বছর। শিশুমৃত্যু হার কমে প্রতি হাজারে ৮৪ থেকে ২৮ এবং মাতৃমৃত্যু হার প্রতি লক্ষে ৩৭০ থেকে ১৬৫ জনে দাঁড়িয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল ২ হাজার ৫০৫ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরে বরাদ্দ ৯৫ হাজার ৫৭৪ কোটি টাকা। দানাদার শস্যের উৎপাদন ২০০৫-২০০৬ বছরের ১ কোটি ৮০ লাখ মেট্রিক টন থকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৪ কোটি ৫৩ লাখ ৪৪ হাজার মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ৪ হাজার ৯০০ মেগাওয়াট থেকে ২৫ হাজার ২২৭ মেগাওয়াটে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যুৎ সুবিধাভোগী জনসংখ্যা ৪৭ থেকে ৯৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

১৩। বাংলাদেশে বিগত ১২ বছর ধরে যে গতিতে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয়েছে, তাতে দেশে উন্নয়নের একটা ধারাবাহিকতার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু ২০২০ সালের মার্চে কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারি আমাদের উপর আঘাত হানে, যা অদ্যাবধি দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর ঝুঁকি তৈরি এবং অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাকে বাঁধাগ্রস্ত করে চলেছে। ফলে, আমাদের এখন স্বাস্থ্যসেবার সক্ষমতা বাড়ানো ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় রোধের মাধ্যমে কোভিড-১৯ এর মোকাবেলা করে যেতে হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে জীবন ও জীবিকায় প্রাধান্য দিয়ে আমরা দেশের উন্নয়ন অব্যাহত রাখায় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

মাননীয় স্পিকার

১৪। এক সময়ের বিশ্বের দরিদ্রতম দশটি দেশের অন্যতম বাংলাদেশ আজ বিশ্বের ৪১তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। ব্রিটেনের অর্থনৈতিক গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর ইকোনমিক অ্যান্ড বিজনেস রিসার্চ (সিইবিআর) এর মতে, অর্থনৈতিক বিকাশ অব্যাহত থাকলে ২০৩৫ সাল নাগাদ বিশ্বের ২৫তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশে পরিণত হবে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের উন্নয়নের অপ্রতিরোধ্য গতি আজ বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করেছে। বাংলাদেশ আজ বিশ্বের কাছে এক বিস্ময়ের বিস্ময়। স্বাস্থ্য বিধি পরিপালন নিশ্চিত করতঃ ১৭ থেকে ২৬ মার্চ ২০২১ এ আয়োজিত মুজিব জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর জাতীয় অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন বিশ্বনেতারা।

১৫। অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম মোহামেদ সলিহ্, শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকসে, নেপালের প্রেসিডেন্ট বিদ্যা দেবী ভান্ডারী এবং ভুটানের প্রধানমন্ত্রী লোটে শেরিংসহ উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানগণ এবং দেশ-বিদেশের অতিথিগণ। এছাড়া জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন, চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো, কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী হুন সেন, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান, ভারতের কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী,

ওআইসি'র সেক্রেটারি জেনারেল ড. ইউসেফ আহমেদ আল-ওথাইমিন, জাপানের প্রধানমন্ত্রী ইউশিহিদে সুগা, পোপ ফ্রান্সিস, দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী চুং স্যু-কুয়েন, ব্রিটেনের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ, এবং জর্ডানের বাদশাহ আবদুল্লাহ আল হোসাইনসহ অনেকে শুভেচ্ছা বার্তা প্রেরণ ও ভিডিওবার্তা উপস্থাপন করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, "Bangladesh is an example of economic progress and a country of great hope and opportunity."

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, "বাংলাদেশ বিশ্বকে তার সামর্থ্য দেখিয়ে চলছে। এখন কেবল সামনে এগিয়ে যেতে হবে। আর দেরি করা যাবে না।"

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন বলেছেন, "Bangladesh is one of the fastest growing economies in the world and the UK and Bangladesh share the ambition to create an ever more prosperous and environmentally-sustainable future."

চীনের প্রেসিডেন্ট সি ঝিং পিং বলেছেন, "বঙ্গবন্ধু তার সমগ্র জীবন নিজের দেশ আর মানুষের জন্য উৎসর্গ করে গেছেন। তাই আজও বাংলাদেশের জনগণের কাছে তিনি এত প্রিয়। তার সোনার বাংলার স্বপ্ন এখনো বাংলাদেশের বিকাশে ১৬ কোটি মানুষকে উদ্দীপ্ত করে।"

বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক প্রাণশক্তি হিসেবে অভিহিত করেন শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকসে।

জাপানের প্রধানমন্ত্রী ইয়োশিহিদো সুগা বলেছেন, "দক্ষিণ এশিয়া ও ভারত উপমহাদেশের সংযোগস্থলে বাংলাদেশের অবস্থান হওয়ায় এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশটির উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণে এটি জাপানের ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর কাছে একটি আকর্ষণীয় স্থানে পরিণত হয়েছে।"

কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো বলেছেন, "But Bangladesh is much different today than when I first visited with my father in 1983. Over the past 50 years, your country has made incredible progress. You

have spurred economic growth, reduced poverty, increased access to education and health resources and built new opportunities for your people."

বাংলাদেশের মানুষ বিগত পাঁচ দশকে সামাজিক অগ্রগতিতে বড় ভূমিকা রেখেছেন। তাদের এ উন্নতির জন্য আমি তাদের অভিনন্দন জানাই। আরও অভিনন্দন জানাতে চাই বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হওয়ায়। -জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ভিত্তি গড়ে দিয়েছেন। তার সম্মোহনী নেতৃত্বের কথা কেউ ভুলে যাবে না। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ দেওয়া তার বক্তব্য বিশ্বের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে স্বীকৃত। স্বাধীনতার ৫০ বছরে বাংলাদেশে উন্নয়নের সড়কে অনেক এগিয়ে গেছে। - মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম মোহামেদ সলিহ

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিকাশ ও উন্নতি ঘটেছে এবং বাংলাদেশ দারিদ্র্যমুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের জীবনমানের পরিবর্তন দেখে মিত্ররাষ্ট্র হিসেবে নেপাল অত্যন্ত আনন্দিত। -নেপালের প্রেসিডেন্ট বিদ্যা দেবী ভান্ডারি

বিশ্ববাসীকে বলার মতো একটি সুন্দর গল্প বাংলাদেশকে দিয়ে গেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।, আমি বিশ্বাস করি, অন্যকে বলার মতো একটি গল্প প্রত্যেক মানুষ ও জাতির থাকা উচিত। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একজন অনুপ্রেরণাদায়ী নেত্রী। তিনি আমার কাছে মায়ের মতো। এই দেশের মানুষ সত্যিই ভাগ্যবান-তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নেতা হিসেবে পেয়েছে। -ভুটানের প্রধানমন্ত্রী লোটে শেরিং

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালনের সময়ে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীও পালন করছে। 'আমি নিশ্চিত যে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তার জন্য যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুই দেশের গঠনমূলক সহযোগিতা আরও বৃদ্ধি

পাবে।'- রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন

বঙ্গবন্ধুর বিচক্ষণ ও দূরদর্শী নেতৃত্বের মাধ্যমেই স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা এবং সমৃদ্ধির পথে যাত্রা শুরু হয়েছিল। সেই পথ অনুসরণ করে তার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অনন্য সাফল্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে; আর সেটি হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি প্রাপ্তিতে চূড়ান্ত যোগ্যতা অর্জন।- কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী হুন সেন

শতবর্ষ উৎসব এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় দুই দেশের জনগণের মধ্যে পুনর্মিত্রতা ও বন্ধুত্বের দূরদর্শী চিন্তাকে, যা পাকিস্তান ও বাংলাদেশের নেতারা সযত্নে লালন করেছিলেন। ভ্রাতৃপ্রতিম বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের বিদ্যমান বন্ধনকে আরও মজবুত করতে চাই। দুই দেশের জনগণের ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত হওয়ায় পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আমরা নতুন কিছু করতে চাই। -পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান

পঞ্চাশ বছর আগে সম্পূর্ণ ভাগ্যলিপি রচনা করেছিল বাংলাদেশের সাহসী মানুষ, যার মাধ্যমে পুরো উপমহাদেশের ইতিহাস ও মানচিত্র বদলে যায়। গত পাঁচ দশকে সামাজিক উন্নয়ন, জনগণের অংশগ্রহণ ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অর্জন রয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে অগ্রগতিও অভাবনীয়, যা বৈশ্বিক স্বীকৃতি পেয়েছে।- ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি সোনিয়া গান্ধী

নতুন স্বাধীন দেশ বাংলাদেশকে সোনার বাংলায় রূপান্তর করার স্বপ্ন দেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তার সেই স্বপ্নকে এখন বাস্তবে পরিণত করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন তার সুযোগ্য কন্যা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। যার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন বিশ্ব শান্তির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। -ওআইসি'র মহাসচিব ড. ইউসুফ আল ওথাইমিন

করোনাভাইরাস মহামারি মোকাবিলায় বাংলাদেশের সাফল্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে গভীরভাবে অভিভূত করেছে। গত পাঁচ দশকে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক দৃঢ় হয়েছে। বাংলাদেশ এই মুহূর্তে

বিশ্বের দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতির দেশ। গত পাঁচ দশকে বাংলাদেশের অগ্রগতি ও উন্নয়ন অভাবনীয়। আগামী দিনে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়া অটুট বন্ধনে অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে, এটাই প্রত্যাশা। -দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী চুং সি-কুন

আপনাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর এই বিশেষ দিন উপলক্ষে আমি বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আমার শুভেচ্ছা এবং আপনাকে অভিনন্দন জানাতে পেরে আনন্দিত। আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার সম্পর্কের ভিত্তি এখনও পঞ্চাশ বছর আগের মতো গুরুত্বপূর্ণ। একটি কঠিন বছর কাটিয়েছি আমরা। আশা করি আমরা বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্যগত চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে উঠতে পারব। ভবিষ্যতে আরও ভাল সময়ের প্রত্যাশায় আছি।-ব্রিটেনের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ

গত পাঁচ দশকে বাংলাদেশ সর্বক্ষেত্রে অসাধারণ অগ্রগতি অর্জন করেছে। যার মাধ্যমে দেশের জনগণের সহনশীলতা ও নেতৃত্বের প্রজ্ঞা প্রতিফলিত হয়েছে। আমি আত্মবিশ্বাসী, শান্তি বজায় রাখা, আরও উন্নয়ন এবং জনগণের সক্ষমতা কাজে লাগানোর মাধ্যমে ভবিষ্যতে আরও বেশি অগ্রগতি অর্জন করবে বাংলাদেশ।-জর্ডানের বাদশাহ আব্দুল্লাহ আল হোসাইন

মাননীয় স্পিকার

১৬। এছাড়া অংশগ্রহণকারী অন্যান্য সকল বিশ্বনেতাই বাংলাদেশের অগ্রগতির অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ভূয়সী প্রশংসা করেন। করোনা মহামারিতে পুরো পৃথিবী যখন লন্ডভন্ড, এমন দুর্বিষহ সময়ে বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে পাথেয় করে চলার কথা বলেছেন এই বিশ্বনেতারা। স্বাধীনতার ৫০ বছরে এসে বাংলাদেশের অর্জনের প্রশংসা করেছেন তাঁরা। অঙ্গীকার করেছেন, আশা ব্যক্ত করেছেন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অগ্রযাত্রার সারথি হওয়ার। গত অর্ধশতাব্দীতে বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর সাড়ে তিন বছরের শাসনামল এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১৭ বছরের দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার ২৭১ গুণ বেড়েছে আর আমাদের মাথাপিছু জাতীয় আয় বেড়েছে ৩০০ গুণ। বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ

অর্জন করেছে একটি সম্মানজনক স্থান। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা দেশবাসী বিনম্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি।

তৃতীয় অধ্যায়

উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ভবিষ্যৎ পথ পরিক্রমা

মাননীয় স্পিকার

বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশে তালিকাভুক্তি

১৭। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশগুলো আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন মানদন্ডে ক্রমশ পিছিয়ে থাকার প্রেক্ষাপটে এ সমস্ত দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জাতিসংঘ ১৯৭১ সালে মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ ও অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচকের ভিত্তিতে স্বল্পোন্নত দেশের ধারণা প্রবর্তন করে। ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করলেও পাকিস্তানের ২৪ বছরের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের যাঁতাকলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত নাজুক। পাকিস্তান উন্নয়নশীল দেশ হলেও বাংলাদেশ রয়ে যায় শ্রেনিকরণের বাইরে। এ অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়াতে বাংলাদেশকে সহযোগিতা করতে বঙ্গবন্ধু বিশ্বের সকল দেশের প্রতি আহবান জানান। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্ব-সভার সকল সুযোগ-সুবিধা ও সহযোগিতা লাভের জন্য জাতির পিতার হাত ধরে ১৯৭৫ সালে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ তালিকাভুক্ত হয়।

বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন

মাননীয় স্পিকার

১৮। জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট (সিডিপি) প্রতি তিন বছর অন্তর স্বল্পোন্নত দেশগুলোর ওপর পর্যালোচনা বৈঠকে বসে। এই বৈঠকে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর তিনটি সূচক, যথা: (ক) মাথাপিছু আয়-যা বিশ্ব ব্যাংকের এটলাস মেথড অনুযায়ী পূর্ববর্তী তিন বছরের গড় মাথাপিছু জাতীয় আয় হতে নির্ধারণ করা হয়; (খ) মানবসম্পদ সূচক-যা পুষ্টি, স্বাস্থ্য, মৃত্যুহার, স্কুলে ভর্তি ও শিক্ষার হারের সমন্বয়ে তৈরি হয়; (গ) অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ভঙ্গুরতা সূচক-যেখানে

অর্থনীতিতে কৃষি খাতের অবদান, রপ্তানি বহুমুখীকরণ, উপকূলীয় অঞ্চলের জনসংখ্যার অনুপাত, প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরিস্থিতি ইত্যাদি বিবেচনায় নেওয়া হয়। স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের চূড়ান্ত সুপারিশ লাভ করতে হলে সিডিপির পর পর দুটি ত্রি-বার্ষিক পর্যালোচনায় নির্দিষ্ট মান অর্জন করতে হয়। কোনো দেশ পর পর দুটি ত্রি-বার্ষিক পর্যালোচনায় তিনটি সূচকের যে কোনো দু'টিতে উত্তীর্ণ হলে অথবা জাতীয় মাথাপিছু আয় নির্ধারিত মানের দ্বিগুণ অর্জন করতে পারলে তাকে জাতিসংঘ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের যোগ্য হিসেবে ঘোষণা করে।

১৯। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১১ সালের ৯-১৩ মে তারিখে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশ শীর্ষক চতুর্থ সম্মেলনে যোগদান করে বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে উক্ত সম্মেলনে গৃহীত Istanbul Programmes on Actions (IPoA) এর সফল বাস্তবায়ন বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণকে ত্বরান্বিত করেছে।

২০। বাংলাদেশ ২০১৮ সালে মাথাপিছু আয় সূচকে ন্যূণতম ১,২৩০ মার্কিন ডলারের বিপরীতে ১,২৭৪ মার্কিন ডলার, মানব সম্পদ সূচকে ন্যূণতম ৬৬ এর বিপরীতে ৭৩.২ এবং অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ভঙ্গুরতা সূচকে সর্বোচ্চ ৩২ এর বিপরীতে ২৫.২ অর্জন করে প্রথম দেশ হিসেবে তিনটি সূচকেই স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করে।

২১। ইউএন-সিডিপি'র ২০২১ সালের পর্যালোচনায় এলডিসি থেকে উত্তরণের যোগ্যতা হিসেবে মাথাপিছু আয়ের মানদন্ড ১,২২২ মার্কিন ডলার বা তার বেশি। কিন্তু গত তিন বছরে বাংলাদেশের গড় মাথাপিছু আয় দাঁড়িয়েছে ১,৮২৭ মার্কিন ডলার। মানবসম্পদ সূচকে যোগ্যতা নিরুপণের জন্য স্কোর ধরা হয় ৬৬ বা তার বেশি। বাংলাদেশের স্কোর সেখানে ৭৫.৩। অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচকে যোগ্য হওয়ার নির্ধারিত স্কোর ছিল ৩২ বা তার কম। বাংলাদেশের স্কোর দাঁড়িয়েছে ২৭.২। এর পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরণের সকল সূচকে উত্তীর্ণ হয়ে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ইউএন-সিডিপি'র ত্রি-বার্ষিক পর্যালোচনা সভায়

বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের চূড়ান্ত সুপারিশ লাভ করেছে। বাংলাদেশ ২০১৮ এবং ২০২১ সালের পর্যালোচনায় তিনটি সূচকেই উত্তীর্ণ হয়ে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করেছে এবং ২০২৬ সালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা হতে বের হয়ে সগৌরবে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে শামিল হবে।

উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্য নতুন দুয়ার উন্মোচন

মাননীয় স্পিকার

২২। বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ বা এলডিসি হতে উত্তরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি-যা সরকারের সঠিক পদক্ষেপ, নীতি ও কৌশলের ফলে সম্ভব হয়েছে। উত্তরণের পর গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ ও সম্ভাবনা তৈরি হবে:

- উত্তরণের ফলে সরকার ও জনগণের আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধের বিকাশ ঘটবে। ফলে জনগণ অনুপ্রাণিত হবে-যা উন্নয়নের উচ্চতর স্তরে পৌঁছতে সহায়তা করবে।
- উত্তরণের পর বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে-যা বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (এফডিআই) আনতে ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।
- উত্তরণ পরবর্তী দেশের ক্রেডিট রেটিং বৃদ্ধি পাবে। ফলে সভরেন বন্ড ইস্যু করে স্বল্প সুদে বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ সংগ্রহ করা যাবে। উৎপাদশীলতা এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে যা রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।
- বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি হবে-যার ফলে দেশে অবকাঠামোর ব্যাপক উন্নয়ন ঘটবে, কর্মসংস্থান তৈরি হবে এবং মানুষের জীবনমানের উন্নতি হবে।
- স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে প্রাপ্ত সুবিধাদির অবর্তমানে রপ্তানি বহুমুখীকরণের এক ধরনের বাধ্যবাধকতা তৈরি হবে-ফলে নতুন রপ্তানি পণ্য ও বাজারের সৃষ্টি হবে।

- পণ্য সরবরাহ চেইন সুসংহত হবে এবং উচ্চ মূল্যমান ও উচ্চ মূল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদনে উৎসাহ এবং বাধ্যবাধকতা তৈরি হবে।
- দক্ষ জনশক্তির ব্যাপক চাহিদা বৃদ্ধির ফলে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব উপযোগী শ্রমশক্তি তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হবে।
- গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন-উন্নয়ন ও বাণিজ্য সহযোগী, বেসরকারি খাত, সুশীল সমাজসহ সকলকে নিয়ে একটি অভিন্ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব হবে।

উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ পরবর্তী চ্যালেঞ্জ

মাননীয় স্পিকার

২৩। বাংলাদেশ বর্তমানে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে যে সকল আন্তর্জাতিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে, স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের পর সেগুলি অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে না বা হ্রাস পাবে। তন্মধ্যে রয়েছে,

- ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, শুল্ক-মুক্ত ও কোটা-মুক্ত বাজার সুবিধা; WTO'র বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট মেধাসত্ব (TRIPS) চুক্তির আওতায় ঔষধ শিল্পে পেটেন্ট প্রটেকশন প্রদান থেকে অব্যাহতির সুবিধা; এবং রপ্তানি পণ্যে/শিল্পে ভর্তুকি প্রদানের সুবিধা হ্রাস পাবে।
- সহজ শর্তের বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান সহায়তা হ্রাস পাবে। যদিও ২০১৫ সাল থেকে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংকের শ্রেণিবিভাজনে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার পর থেকে নমণীয় ঋণের সাথে শর্তযুক্ত অনমণীয় ঋণ গ্রহণ করে আসছে।

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলায় গৃহীত কৌশল

মাননীয় স্পিকার

২৪। আমাদের জন্য সুখবর হলো আমরা স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের এ সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য ন্যূণতম ৫টি বছর সময় পাবো।

ইউএন-সিডিপি'র সুপারিশ অনুযায়ী বাংলাদেশের উত্তরণ ২০২৬ সালে কার্যকর হবে। অর্থাৎ, ২০২৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের জন্য প্রযোজ্য এ সকল সুবিধা ভোগ করতে পারবে। তবে, বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে বাংলাদেশ উত্তরণের পর আরও তিন বছর অর্থাৎ ২০২৯ সাল পর্যন্ত শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত বাজার সুবিধা ভোগ করতে পারবে। এ সময়কালের মধ্যেই বাংলাদেশে ব্যবসায়ীরা আন্তর্জাতিক বাজারে তাঁদের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা আরো অনেক বাড়াতে সফল হবে বলে আশা করা যায়। আমাদের সরকার ব্যবসায়ীদের জন্য সকল নীতি-সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে এবং প্রয়োজনভেদে নতুন আঙ্গিকে সহায়তা প্রদান করবে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কৌশল আমরা ইতোমধ্যে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমন্বিত করেছি এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ হতে একটি বিস্তারিত কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজও চলমান আছে। স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের ফলে বাংলাদেশ যে সকল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে তা মোকাবেলায় সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আমি তুলে ধরছি:

- আমাদের সরকারের অনুরোধে ইউএন-সিডিপি উত্তরণের প্রস্তুতিকাল কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারির প্রেক্ষাপটে তিন বছরের পরিবর্তে পাঁচ বছর নির্ধারণের সুপারিশ করেছে। এ সময়কালে, অর্থাৎ, ২০২৬ সাল পর্যন্ত সকল আন্তর্জাতিক সুযোগ-সুবিধা অব্যাহত থাকবে।
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)-এর এলডিসি গ্রুপ স্বল্পোন্নত দেশ সংক্রান্ত সকল বাণিজ্য সুবিধা যাতে উত্তরণের পর আরও ১২ বছর পর্যন্ত বহাল থাকে, সে সম্পর্কে একটি প্রস্তাবনা পেশ করেছে। বাংলাদেশ এ প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং এ প্রস্তাব যাতে গৃহীত হয় সে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।
- উত্তরণের পর ইইউ দেশগুলোতে GSP+ সুবিধা নেয়ার জন্য সরকার ইতোমধ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে ভুটানের সাথে অগ্রাধিকার বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন এবং আরও ১১টি দেশের সাথে অনুরূপ চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের সার্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের পণ্য অন্যান্য দেশের পণ্যের সাথে আরো বেশি প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে সক্ষম হবে। তাছাড়া, এফডিআই বাড়ানোর জন্য সরকার ব্যবসা সহজীকরণ সূচক উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যার সুফল পাওয়া যাচ্ছে।
- সরকার ইতোমধ্যে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধনের জন্য হাই-টেক পার্ক স্থাপন এবং পদ্মা সেতুসহ বিভিন্ন মেগাপ্রকল্প বাস্তবায়নে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, যা নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।
- উত্তরণের পরেও যাতে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সুযোগ-সুবিধাদি অব্যাহত রাখা যায়, সে বিষয়ে উন্নয়ন সহযোগী বাণিজ্যিক অংশীদার ও সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে আলাপ আলোচনা অব্যাহত রাখা হবে।
- উত্তরণ পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলা করার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে; মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশ ও বিদেশের বাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হবে।
- উত্তরণের ফলে সৃষ্ট সুযোগগুলিকে কাজে লাগানো এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কী কী করা যেতে পারে সে সম্পর্কে খাতভিত্তিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার কাজ শুরু করা হয়েছে।
- সর্বোপরি, উত্তরণ পরবর্তী সময়ের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য আসন্ন প্রস্তুতিকালে সরকার সকল অংশীজন, বেসরকারি খাত, উন্নয়ন ও বাণিজ্য সহযোগী, সুশীল সমাজ-এর সাথে নিবিড়ভাবে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটি উত্তরণ কৌশল তৈরির কাজ হাতে নিয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

২৫। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালরাত্রিতে জাতির পিতার বিয়োগান্তক শাহাদতের মাধ্যমে দেশ পিছিয়ে গিয়েছিল অনেক। স্বল্পোন্নত দেশের তকমা ঝেড়ে ফেলে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হতে আমাদের তাই অনেক দিন লেগে গিয়েছে। প্রায় ৪৩ বছর পর বিগত ১২-১৬ মার্চ ২০১৮ তারিখ নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত ইউএন-সিডিপি'র ত্রি-বার্ষিক পর্যালোচনা সভায় বাংলাদেশ প্রথমবারের মত আনুষ্ঠানিকভাবে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের তিনটি সূচকের সকল মানদন্ড পূরণের স্বীকৃতি পায়। এটি সম্ভবপর হয়েছে বিগত এক যুগে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পরিচালিত সরকারের সফল কর্মকান্ডের ফলস্বরূপ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রায় সকল সূচকে অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জন করার ফলে। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে ইউএন-সিডিপি'র ত্রি-বার্ষিক পর্যালোচনা সভায় চূড়ান্তভাবে পাঁচ বছরের প্রস্তুতিকালসহ বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের সুপারিশ লাভ করেছে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে এটি জাতির সবচেয়ে বড় অর্জন ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।

চতুর্থ অধ্যায়
কোভিড-১৯ পরিস্থিতি ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রম

মাননীয় স্পিকার

২৬। আপনি জানেন যে, কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাস বিশ্বব্যাপী এক ভয়াবহ বিপর্যয়কর অবস্থা সৃষ্টি করেছে, যা হতে আমাদের দেশও মুক্ত নয়। ২৩ মে ২০২১ পর্যন্ত সারা বিশ্বে কোভিড-১৯ এ আক্রান্তের সংখ্যা ১৬ কোটি ৭০ লাখ এবং প্রাণহাণির সংখ্যা ৩৪ লক্ষ ছাড়িয়েছে। বাংলাদেশে আক্রান্তের সংখ্যা ৭ লাখ ৮০ হাজার এবং প্রাণহানির সংখ্যা ১২ হাজার ছাড়িয়েছে। স্বাধীনতার পর হতে বিগত পঞ্চাশ বছরে নানাবিধ চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে আমরা আজ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপে উন্নীত হয়েছি। জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকারের গত ১২ বছরের ধারাবাহিক উন্নয়নের ফলে আমরা দারিদ্র্য দূর করে ও স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা হতে বেরিয়ে এসে একটি উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথে যাত্রা করেছি। কিন্তু জাতীয় জীবনের এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে করোনাভাইরাসজনিত সংকট আমাদের অর্থনীতির প্রাণচাঞ্চল্য, দারিদ্র্য বিমোচন ও অন্যান্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতিকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

২৭। বাংলাদেশে এ ভাইরাসের প্রথম রোগী শনাক্ত হয় গত ২০২০ সালের ৮ মার্চ তারিখে। কিন্তু এর আগেই ভাইরাসটি চীন, ইউরোপ ও আমেরিকাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে ঐ বছরের জানুয়ারি মাস থেকেই আমাদের আমদানি-রপ্তানিসহ অর্থনীতির অন্যান্য সেক্টরে এর নেতিবাচক প্রভাব দেখা দিতে শুরু করে। এ প্রেক্ষাপটে, প্রাদূর্ভাব শুরুর সাথে সাথেই আমরা এ সংকট মোকাবিলায় দ্রুত উদ্যোগ নেই। আমাদের অর্থনীতিতে প্রথম আঘাতটি আসে ইউরোপ-আমেরিকায় আমাদের রপ্তানিমুখী পোষাকশিল্পের রপ্তানি আদেশ বাতিলের মাধ্যমে, যার ফলে এ খাতের প্রায় ৫০ লক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হুমকির মধ্যে পড়ে। আমরা কোন ধরনের কালক্ষেপণ না করে মার্চের ৩১ তারিখেই রপ্তানি খাতের শ্রমিকদের বেতন-ভাতা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান

টিকিয়ে রাখতে ৫ হাজার কোটি টাকার একটি জরুরি তহবিল চালু করি। ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে গিয়ে গত বছরের মার্চের শেষ সপ্তাহ হতে মে মাস পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ছুটির কারণে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে স্থবিরতা দেখা দেয়। এ থেকে উত্তরণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত বছরের ৫ এপ্রিল তারিখেই আরো ৬৭ হাজার ৭৫০ কোটি টাকার চারটি প্যাকেজ ঘোষণা করেন। গত এক বছরে আমরা ধীরে ধীরে এ প্যাকেজের আওতা বর্ধিত করেছি এবং নতুন নতুন সেক্টর ও নতুন নতুন ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে সহায়তার জন্য প্যাকেজের আওতা সম্প্রসারণ করেছি। এ পর্যন্ত আমরা ২৩টি প্যাকেজ চালু করেছি যার মোট আর্থিক মূল্য ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৪৪১ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র প্রায় ৪.২ শতাংশ।

২৮। অর্থনৈতিক এ সংকট মোকাবেলা করতে গিয়ে আমরা একটি বিস্তারিত কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিলাম, যার চারটি প্রধান কৌশলগত দিক রয়েছে। আমাদের প্রথম কৌশলটি ছিল সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে কর্মসৃজনকে প্রাধান্য দেয়া এবং বিলাসী ব্যয় নিরুৎসাহিত করা। গত এক দশকের সুশৃঙ্খল মুদ্রানীতি ও রাজস্ব নীতি বাস্তবায়নের ফলে আমাদের ঋণের স্থিতি-জিডিপি'র অনুপাত অত্যন্ত কম হওয়ায় প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের কারণে সরকারি ব্যয় বড় আকারে বাড়ালেও তা সামষ্টিক অর্থনীতির উপর কোন নেতিবাচক প্রভাব ফেলেনি। আমাদের দ্বিতীয় কৌশলটি ছিল ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্প সুদে কতিপয় ঋণ সুবিধা প্রবর্তন করা যাতে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পূনরুজ্জীবিত হয় এবং দেশে-বিদেশে উদ্যোক্তাদের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তৃতীয় কৌশলটি ছিল হতদরিদ্র, কর্মহীন হয়ে পড়া নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠী এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত জনগণকে সুরক্ষা দিতে সরকারের সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি করা। চতুর্থ সর্বশেষ কৌশলটি ছিল বাজারে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি করা।

২৯। এসকল কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে গিয়ে আমরা ব্যবসায়ী, অর্থনীতিবিদ, উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ, সাংবাদিক, গবেষক ইত্যাদি নানা শ্রেণি ও পেশার মানুষের সাথে নিয়মিত কথা বলেছি এবং তাদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করেছি। গত

বছরের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে আমরা কোভিড-১৯ মোকাবিলা এবং টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে নেয়া এই প্রণোদনা প্যাকেজ বিষয়ে তিন পর্বের একটি সিরিজ মতবিনিময় সভার আয়োজন করি। এসব সভায় উঠে আসা সুপারিশ ও পরামর্শ অনুসারে আমরা প্যাকেজগুলোতে প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করি।

মাননীয় স্পিকার

৩০। আমি গত বছরের বাজেট বক্তৃতায় সে সময় পর্যন্ত চালু করা বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছিলাম। আজকে আমি এ প্রণোদনা প্যাকেজগুলোর বাস্তবায়নের একটি সংক্ষিপ্ত হালচিত্র এ মহান সংসদে তুলে ধরছি:

- তৈরি পোষাকসহ রপ্তানিমুখী খাতের প্রায় ৫০ লক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান টিকিয়ে রাখতে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা বাবদ ৫ হাজার কোটি টাকার তহবিল আমরা সম্পূর্ণ ব্যবহার করেছি;
- ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবসায় টিকিয়ে রাখতে আমরা প্রথমে ৩০ হাজার কোটি টাকার স্বল্প সুদে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ঋণ সুবিধা প্রণয়ন করেছিলাম, যা পরে ৪০ হাজার কোটি টাকায় বর্ধিত করা হয়। এর মধ্য হতে গত এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত মোট ৩২ হাজার ৫৯১ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। একইভাবে কুটির শিল্পসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য দেয়া ২০ হাজার কোটি টাকার তহবিল হতে গত এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত ১৪ হাজার ৫৯৮ কোটি টাকার স্বল্প সুদের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ঋণ বিতরণ করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রবর্তিত এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের আকার ৩.৫ বিলিয়ন ডলার হতে ৫.৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা হয়েছে এবং গত এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত মোট ৯.০৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঋণ বিতরণ করা হয়েছে;
- করোনা রোগীদের সেবা প্রদানের কাজে সরাসরি নিয়োজিত ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সকলকে দুই মাসের বেতনের সমপরিমাণ বিশেষ সম্মানী দেয়া হচ্ছে। গত এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত আমরা মোট ১৯ হাজার ৫৭৯

জন স্বাস্থ্যকর্মীকে মোট ৪৯ কোটি টাকা সম্মানী প্রদান করেছি;

- রোগীদের সেবা প্রদানে সরাসরি নিয়োজিত ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীসহ এ সংক্রান্ত সরকার ঘোষিত নির্দেশনা বাস্তবায়নে মাঠ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী এবং প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত প্রজাতন্ত্রের অন্যান্য কর্মচারীদের মধ্যে দায়িত্ব পালনকালে ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করা ১৩২ জনের পরিবারকে মোট ৬০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করেছি;
- ভাইরাস প্রাদূর্ভাবের কারণে হঠাৎ কর্মহীন হয়ে পড়া দরিদ্র মানুষের জন্য আমরা খাবারের ব্যবস্থা করেছি। এ লক্ষ্যে আমরা মানবিক সহায়তা হিসেবে দেশব্যাপী মোট ৪ লক্ষ মেট্রিক টন চাল ও ১ লক্ষ মেট্রিক টন গম বিনামূল্যে বিতরণ করেছি। পাশাপাশি, নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর মাঝে আমরা মাত্র ১০ টাকা কেজি দরে চাল বিক্রয় করেছি;
- ভাইরাসজনিত কারণে কর্মহীনতা ও আয়ের সুযোগ হ্রাসের কবল থেকে দেশের অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা দিতে সারাদেশে নির্বাচিত ৩৫ লক্ষ উপকারভোগী পরিবারের প্রত্যেককে ২,৫০০ টাকা করে অনুদান প্রদান করেছি;
- দেশের অতি দরিদ্র ১১২টি উপজেলায় আমরা বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি, প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচি এবং বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কর্মসূচির আওতা শতভাগে উন্নীত করেছি;
- গৃহহীন মানুষের জন্য সারাদেশে ৮১ হাজার ৬৪৩ টি গৃহ নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছি, যার মধ্যে গত এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত মোট ৬৬ হাজার ৮৯৮টি গৃহ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে;
- কৃষকের ঋণ প্রাপ্তি সহজ করার লক্ষ্যে গঠন করা ৫ হাজার কোটি টাকার কৃষি পুনঃঅর্থায়ন স্কিমে গত এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত মোট ৩ হাজার ৯৩৬ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। নিম্ন আয়ের পেশাজীবী কৃষক/ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য গঠিত ৩ হাজার কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের গত এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত মোট ১ হাজার ৭৭২ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করা হয়েছে;

- বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিতরণকৃত ঋণের স্থগিতকৃত সুদের বিপরীতে ২ হাজার কোটি টাকার সরকারি সুদ ভতুর্কি প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। গত এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত মোট ১ হাজার ৩৯০ কোটি টাকা সুদ ভর্তুকি প্রদান করা হয়েছে।

৩১। এ পর্যায়ে আমি করোনাভাইরাসজনিত সংকট মোকাবিলায় সরকারের নেয়া আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নতুন প্যাকেজ নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই। ক্ষতিগ্রস্ত কুটির শিল্পসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে ঋণ প্রবাহের গতি প্রথম দিকে কিছুটা শ্লথ হওয়ার কারণে আমরা এ খাতে ঋণ প্রদান উৎসাহিত করতে ২ হাজার কোটি টাকার একটি ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম চালু করেছি। রপ্তানিমুখী তৈরি পোষাক, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকাশিল্পের দুঃস্থ শ্রমিকদের জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে আমরা ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকার একটি স্থায়ী সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম চালু করেছি। গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে আমরা আটটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মোট ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকার একটি ক্ষুদ্রঋণ ও পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম চালু করেছি। বয়স্ক ভাতা এবং বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা আমরা আরো ১৫০টি উপজেলায় শতভাগে উন্নীত করার উদ্যোগ নিয়েছি যা ২০২১-২২ অর্থবছর হতে বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছি। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের প্রভাব মোকাবিলায় ইতোপূর্বে নির্বাচিত ৩৫ লক্ষ দরিদ্র পরিবারের মাঝে ২য় পর্যায়ে আরো ২ হাজার ৫০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা পৌঁছে দিয়েছি। পাশাপাশি, ক্ষতিগ্রস্ত ৪ লক্ষ ৭ হাজার ৪০২ জন ডেইরি ও পোল্ট্রি এবং ৭৮ হাজার ৭৪ জন মৎস্য খামারিকে ৫৬৮ কোটি টাকা নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করছি। সাম্প্রতিক সময়ে ঝড়ো হাওয়া, তাপদাহ ও শিলাবৃষ্টিতে ফসলি জমি নষ্ট হওয়ায় অধিক ক্ষতিগ্রস্ত ৬টি জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত ৯৭ হাজার ৫০৫ জন কৃষককে জনপ্রতি ২,৫০০ টাকা করে মোট ২৪ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা প্রদান করেছি। এছাড়াও, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় নন-এমপিও সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১ লক্ষ ৬ হাজার ও স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার ৬১ হাজার শিক্ষক-কর্মচারীকে মোট ৭৫ কোটি টাকার নগদ সহায়তা প্রদান করছি।

৩২। আমাদের এসকল উদ্যোগের ফলে এ পর্যন্ত দেশে ৫ কোটি ৮১ লক্ষ ৯৫ হাজার ২১১ জন নাগরিক এবং ১ লক্ষ ৪ হাজার ৯৯৬টি প্রতিষ্ঠান সরাসরি উপকৃত হয়েছে (পরিশিষ্ট 'ক' সারণি ১)। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গৃহীত সময়োপযোগী পদক্ষেপের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্প্রতি কমনওয়েলথ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলায় সফল শীর্ষ নারী নেত্রীদের অন্যতম হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

মাননীয় স্পিকার

৩৩। এ প্রসঙ্গে আমি আমাদের উন্নয়ন সহযোগীদের বিষয়ে কিছু কথা বলতে চাই। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের প্রতি আন্তর্জাতিক মহলের আস্থার প্রতিফলন আমরা সংকটকালে নতুনভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি। আমাদের সকল দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগীদের আমরা এই সংকট মোকাবিলায় পাশে পেয়েছি। মহামারি নিয়ন্ত্রণে সরকারের নেয়া বিভিন্ন উদ্যোগ ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে নেয়া প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে আমরা ২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রায় ২.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাজেট সহায়তা ঋণ পেয়েছি। আগামী ২০২১-২০২২ অর্থবছরেও আরো প্রায় ২ বিলিয়ন ডলারের বাজেট সহায়তা পেতে যাচ্ছি। এর পাশাপাশি, করোনা টিকা ক্রয়ের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা হতে আরো ১.৫ বিলিয়ন ডলারের ভ্যাক্সিন সাপোর্ট পেতে যাচ্ছি। জাপান সরকার, দক্ষিণ কোরিয়া সরকার, Asain Infrastructure Investment Bank (AIIB) এবং OPEC Fund for International Develpment (OPEC Fund) এই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশকে বাজেট সহায়তা দিতে এগিয়ে এসেছে। আমাদের ঋণ-জিডিপি'র হার কম থাকায় ও সার্বিকভাবে ঋণ সক্ষমতা নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে কোন সংশয় না থাকায় এ বিপুল বৈদেশিক সহায়তা পাওয়া আমাদের জন্য অনেকটাই সহজ হয়েছে। বাংলাদেশের জনগণের পাশে থাকার জন্য আমি আপনার মাধ্যমে উন্নয়ন সহযোগীদের প্রতি সরকারের কৃতজ্ঞতা পৌঁছে দিচ্ছি।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রেক্ষিত ও প্রেক্ষাপট: বিশ্ব অর্থনীতি ও বাংলাদেশের অবস্থান

মাননীয় স্পিকার

৩৪। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটটিও প্রণয়ন করা হচ্ছে কোভিড-১৯ মহামারির কারণে বিশ্বব্যাপী চলমান একটি ক্রান্তিকালে। যখন বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ভাইরাসের দ্বিতীয় এবং কোথাও কোথাও চলছে তৃতীয় ঢেউ । বৈশ্বিক এ প্রাদুর্ভাবের ভরকেন্দ্র সাম্প্রতিক সময়ে এশিয়া মহাদেশ, বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার দিকে সরে আসছে। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়।

৩৫। তবে আশার কথা আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংক উভয়ই বাংলাদেশের জন্য জিডিপি প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস বাড়িয়েছে। আইএমএফ-এর পূর্বাভাস অনুযায়ী বৈশ্বিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে ২০২১ সালে ৬.০ শতাংশ ও ২০২২ সালে ৪.৪ শতাংশ। এর বিপরীতে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস হলো ২০২১ সালে ৫.০ শতাংশ এবং ২০২২ সালে ৭.৫ শতাংশ। বিশ্বব্যাংকের মতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বৈশ্বিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৪ শতাংশ ও বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৩.৬ শতাংশ এবং ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৫.১ শতাংশ হবে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর মতে বাংলাদেশ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৫.৫ থেকে ৬ শতাংশ এবং ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৭.২ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হবে।

৩৬। কোভিড-১৯ মহামারির প্রকোপ অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদক্ষ ও বিচক্ষণ নেতৃত্বের কারণে সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও উৎকর্ষ সাধন এবং প্রাজ্ঞ রাজস্ব নীতি ও সহায়ক মুদ্রানীতি অনুসরণের মাধ্যমে সরকার সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। গত অর্থবছরে বাংলাদেশ ৫.২ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে যা ছিল এশিয়ার মধ্যে সবার উপরে। ঐ সময়ে বাজেট ঘাটতিও ধারণযোগ্য পর্যায়ে ছিল যা জিডিপি'র ৫.৫ শতাংশ। সরকারি ঋণ/জিডিপি অনুপাত হয়েছে মাত্র

৩৫.৯৮ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে রাজস্ব আহরণে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১২.৮৭ শতাংশ। বর্তমান অর্থবছরের বিগত ১০ মাসে রপ্তানি খাতে ৮.৭৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। আমদানির ক্ষেত্রে জুলাই-মার্চ সময়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬.০৬ শতাংশ। প্রবাস আয়ের ক্ষেত্রে বিগত ৩১ মে ২০২১ পর্যন্ত ৪০.১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করেছে। চলতি হিসাবের ভারসাম্যে জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে ১.৫৫৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত রয়েছে। বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবাহে মার্চ ২০২১ তে ৮.৭৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যসহ সামগ্রীক মূল্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। মার্চ ২০২১ এ পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি ছিল ৫.৪৭ শতাংশ। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে দেশের মাথাপিছু জিডিপি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২,২২৭ মার্কিন ডলারে, যা প্রতিবেশী অনেক দেশের তুলনায় বেশী। সামষ্টিক অর্থনীতিতে সরকারের এ সাফল্য উন্নয়ন সহযোগীসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মহলেও সমাদৃত হয়েছে। আইএমএফ-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০২০ সালে সবচেয়ে বেশী জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করা শীর্ষ তিনদেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বিশ্বব্যাংকের মতে, "Bangladesh economy shows early signs of recovery amid uncertainties." ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল সম্প্রতি শিরোনাম করেছে, "Bangladesh is becoming South Asia's Economic Bull case." দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস লিখেছে "Bangladesh: From a 'basket case' to a robust economy." দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস এর ১০ মার্চ ২০২১ এর শিরোনাম "What can Biden's plan do for poverty? Look to Bangladesh."

৩৭। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতির এ ইতিবাচক চিত্র হতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত সময়োপযোগী ও কার্যকর অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকার কর্মসৃজন ও কর্মসুরক্ষা, অভ্যন্তরীণ চাহিদা সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সচল রাখা, কোভিড-১৯ প্রতিষেধক টিকা প্রদান কার্যক্রমের মাধ্যমে করোনা মহামারির চলমান দ্বিতীয় ঢেউ এর অর্থনৈতিক প্রভাবও সফলভাবে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে। সরকার বিশ্বাস করে "Every challenge creates lots of opportunities and windows for

moving forward." সে কারণে কোভিড-১৯ এর ফলে বিশ্ব অর্থনীতিতে সৃষ্ট ক্ষতের পাশাপাশি কিছু সুযোগও তৈরি হবে যা গ্রহণে সরকার সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে।

৩৮। আমাদের অর্থনীতির প্রাণশক্তি হচ্ছে আমাদের দেশের মানুষ। সংগত কারণেই কোভিড-১৯ এর প্রভাব বিবেচনায় এবারের বাজেটে প্রাধান্য পাবে দেশের মানুষের জীবন-জীবিকা। দেশের সকল মানুষের জীবন-মান উন্নয়নের মাধ্যমেই মূলত: অর্জিত হবে ২০৩০ (টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট), ২০৩১ (উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ), ২০৪১ (উন্নত দেশ) এবং ২১০০ (ব-দ্বীপ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন) এর কাঙ্খিত লক্ষ্যসমূহ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সম্পূরক বাজেট

মাননীয় স্পিকার

৩৯। এ পর্যায়ে আমি চলতি ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট ও ২০২১-২০২২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট কাঠামোর উপর আলোকপাত করব।

চলতি ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট

মাননীয় স্পিকার

৪০। চলতি ২০২০-২০২১ অর্থবছরে রাজস্ব খাতে নানাবিধ সংস্কার কার্যক্রম বিশেষ করে ভ্যাট আইন, ২০১২-এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন এবং দেশের অর্থনীতি করোনার প্রভাব হতে পুনরুদ্ধার হবে ধরে নিয়ে রাজস্ব আহরণ ও ব্যয়ের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু কোভিড-১৯ এর প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায়, বিশেষ করে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ-এর প্রভাবে রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের প্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জিত হবে না মর্মে প্রতীয়মান হচ্ছে। চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত আহরিত রাজস্বের পরিমাণ ছিল মূল বাজেটের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার ৪১.০ শতাংশ। একই সময়ে সরকারি ব্যয় হয় বার্ষিক বরাদ্দের ৩৩.৫ শতাংশ। বাজেট বাস্তবায়নের এই পরিস্থিতি বিবেচনায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেটে যে সংশোধন ও সমন্বয় করতে হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ **পরিশিষ্ট ক: সারণি ৪ -তে** বিস্তারিত দেখানো হয়েছে।

৪১। **সংশোধিত রাজস্ব আয়:** ২০২০-২০২১ অর্থবছরের মূল বাজেটে রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয় ৩ লক্ষ ৭৮ হাজার কোটি টাকা। অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ২৬ হাজার ৪৬৮ কোটি টাকা হ্রাস করে ৩ লক্ষ ৫১ হাজার ৫৩২ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

৪২। **সংশোধিত ব্যয়:** চলতি অর্থবছরের বাজেটে সর্বমোট সরকারি ব্যয়ের প্রাক্কলন করা হয় ৫ লক্ষ ৬৮ হাজার কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে এ ব্যয় ২৯ হাজার ১৭ কোটি টাকা হ্রাস করে ৫ লক্ষ ৩৮ হাজার ৯৮৩ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার ২ লক্ষ ৫ হাজার ১৪৫ কোটি টাকা হতে ৭ হাজার ৫০২ কোটি টাকা হ্রাস করে ১ লক্ষ ৯৭ হাজার ৬৪৩ কোটি টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, কোভিড-১৯ এর কারণে স্বাস্থ্য খাতে এবং বিভিন্ন প্রণোদনা বাস্তবায়নে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে কম গুরুত্বপূর্ণ খাতে ব্যয় সাশ্রয় করে পরিচালনসহ অন্যান্য ব্যয়ের প্রাক্কলন হ্রাস করা হয়েছে ২১ হাজার ৫১৫ কোটি টাকা।

৪৩। **সংশোধিত বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়ন:** চলতি অর্থবছরের বাজেটে ঘাটতি প্রাক্কলন করা হয়েছিল ১ লক্ষ ৯০ হাজার কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে ঘাটতি নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লক্ষ ৮৭ হাজার ৪৫১ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৬.১ শতাংশ। মূল বাজেটে ঘাটতির বিপরীতে বৈদেশিক উৎস হতে অর্থায়নের প্রাক্কলন ছিল ৮০ হাজার ১৭ কোটি টাকা, যা সংশোধিত বাজেটে হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৭২ হাজার ৩৯৯ কোটি টাকায়। অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে অর্থায়নের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৭৯ হাজার ৭৪৯ কোটি টাকা।

সপ্তম অধ্যায়

আগামী ২০২১–২০২২ অর্থবছরের বাজেট কাঠামো

মাননীয় স্পিকার

৪৪। কোভিড-১৯-এর দীর্ঘতর প্রভাব এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এর দ্বিতীয় ঢেউ-এর প্রভাবে বৈশ্বিক অর্থনীতি ব্যাপক ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। কোভিড-১৯ এর প্রভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে সৃষ্ট ক্ষতি হতে পুনরুদ্ধারের কৌশল বিবেচনায় নিয়ে এবং বিশেষভাবে স্বাস্থ্য খাতে উদ্ভূত প্রয়োজন মেটানো এবং ভ্যাকসিন প্রয়োগের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছে। কোভিড-১৯ এর প্রভাব মোকাবেলায় প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের ব্যবস্থা প্রস্তাবিত বাজেটে রাখা হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

৪৫। এবার আমি আগামী ২০২১-২০২২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত আয় ও ব্যয়ের একটি চিত্র তুলে ধরছি যা **পরিশিষ্ট 'ক': সারণি ৫** এ বিস্তারিত দেয়া আছে।

৪৬। বিগত অর্থবছরের বাজেট উপস্থাপনকালে আমি কর রাজস্ব ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বেশকিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলেছিলাম। এ বছরে এ সকল সংস্কারমূলক পদক্ষেপ বাস্তবায়ন আমরা শুরু করেছি। কিন্তু অর্থবছরব্যাপি কোভিড-১৯ এর প্রভাবে আমরা সেগুলো সফলভাবে শেষ করতে পারিনি। আমরা গৃহীত সকল সংস্কারমূলক কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে আগামী অর্থবছরে অব্যাহত রাখতে চাই।

৪৭। জুলাই, ২০১৯ হতে আমরা নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন করছি। এ বাস্তবায়ন সফল করতে আগামী ২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রয়োজনীয় জনবল বৃদ্ধি, সরঞ্জাম সংগ্রহ এবং দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়ে কার্যক্রম চলমান থাকবে। রাজস্ব আদায়ের সিংহভাগ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। তাই আগামী

অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ এবং একই সাথে Business প্রসেস অটোমেশন-এর কাজকে প্রাধান্য দেয়া হবে।

৪৮। আমাদের জনসংখ্যার একটা বড় অংশ কর প্রদানে সমর্থ হলেও কর প্রদানকারীর সংখ্যা বর্তমানে মাত্র ২৫.৪৩ লক্ষ। ফলে কর ফাঁকি রোধে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণসহ তাদেরকে কর জালের (Tax-net) আওতায় আনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আগামী বাজেটে থাকবে। তাছাড়া, আমাদের রাজস্ব জিডিপি'র অনুপাত সম-অর্থনীতির অন্যান্য দেশের তুলনায় কম। ফলে রাজস্ব জিডিপি অনুপাত বর্তমানের যৌক্তিক পর্যায়ে বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

মাননীয় স্পিকার

৪৯। প্রস্তাবিত কাস্টমস আইন, ২০২০ মহান জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হলে আগামী অর্থবছরে এই আইন কার্যকর করা হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

৫০। উপরে বর্ণিত বাস্তবতা এবং আমাদের সকল পরিকল্পিত ও সংস্কারমূলক কর ব্যবস্থাপনার হাত ধরে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট রাজস্ব আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ৩ লক্ষ ৮৯ হাজার কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ১১.৩ শতাংশ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উৎস হতে ৩ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকা সংগ্রহ করা হবে। এনবিআর বহির্ভূত সূত্র হতে কর রাজস্ব প্রাক্কলন করা হয়েছে ১৬ হাজার কোটি টাকা। এছাড়া, কর-বহির্ভূত খাত থেকে রাজস্ব আহরিত হবে আরো ৪৩ হাজার কোটি টাকা।

মাননীয় স্পিকার

৫১। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাজেটের আকার বা মোট ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ৬ লক্ষ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ১৭.৫ শতাংশ। পরিচালনসহ অন্যান্য খাতে মোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৩ লক্ষ ৭৮ হাজার ৩৫৭ কোটি টাকা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ ধরা হয়েছে ২ লক্ষ ২৫ হাজার ৩২৪ কোটি টাকা।

৫২। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ দেয়ার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য, কৃষি ও কর্মসৃজনকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। আগামী অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বরাদ্দ **পরিশিষ্ট 'ক' এর সারণি ৬** এ তুলে ধরা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মানবসম্পদ (শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য) খাতে ২৯.৪ শতাংশ, সার্বিক কৃষি খাতে (কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান, পানিসম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য) ২১.৭ শতাংশ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ১২.১ শতাংশ, যোগাযোগ অবকাঠামো খাতে (সড়ক, রেল, সেতু এবং যোগাযোগ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য) ২৬.৪ শতাংশ এবং অন্যান্য খাতে ১০.৪ শতাংশ বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫৩। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি দাঁড়াবে ২ লক্ষ ১৪ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৬.২ শতাংশ। এখানে উল্লেখ্য, এই হার গত বাজেটে ছিল ৬.১ শতাংশ। ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক উৎস হতে ১ লক্ষ ১ হাজার ২২৮ কোটি টাকা এবং অভ্যন্তরীণ উৎস হতে ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৪৫২ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হবে। অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সংগৃহীত হবে ৭৬ হাজার ৪৫২ কোটি টাকা এবং সঞ্চয়পত্র ও অন্যান্য ব্যাংক-বহির্ভূত খাত হতে আসবে ৩৭ হাজার ১ কোটি টাকা।

মাননীয় স্পিকার

৫৪। সামগ্রিক ব্যয় কাঠামো: প্রস্তাবিত বাজেটের সামগ্রিক ব্যয় কাঠামো (উন্নয়ন ও পরিচালন ব্যয়) এখন তুলে ধরব। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সম্পাদিত কাজের শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী কাজগুলিকে ৩টি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়, যথা: সামাজিক অবকাঠামো, ভৌত অবকাঠামো ও সাধারণ সেবা খাত।

৫৫। প্রস্তাবিত বাজেটে সামাজিক অবকাঠামো খাতে বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে ১ লক্ষ ৭০ হাজার ৫১০ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ২৮.২৫ শতাংশ; এর মধ্যে মানবসম্পদ খাতে (শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাত) বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে ১ লক্ষ ৫৫ হাজার ৮৪৭ কোটি টাকা। ভৌত অবকাঠামো খাতে

প্রস্তাব করা হয়েছে ১ লক্ষ ৭৯ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা বা ২৯.৭৬ শতাংশ; যার মধ্যে সার্বিক কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাতে ৭৪ হাজার ১০২ কোটি; যোগাযোগ অবকাঠামো খাতে ৬৯ হাজার ৪৭৪ কোটি এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ২৭ হাজার ৪৮৪ কোটি টাকা। সাধারণ সেবা খাতে প্রস্তাব করা হয়েছে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার ১৫০ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ২৪.০৪ শতাংশ। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP), বিভিন্ন শিল্পে আর্থিক সহায়তা, ভর্তুকি, রাষ্ট্রায়ত্ত, বাণিজ্যিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের জন্য ব্যয় বাবদ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে ৩৪ হাজার ৬৪৮ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৫.৭৪ শতাংশ; সুদ পরিশোধ বাবদ প্রস্তাব করা হয়েছে ৬৮ হাজার ৫৮৯ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ১১.৩৬ শতাংশ; নিট ঋণদান (Net lending) ও অন্যান্য ব্যয় খাতে প্রস্তাব করা হয়েছে ৫ হাজার ১০৩ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ০.৮৫ শতাংশ। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য **পরিশিষ্ট 'ক' এর সারণি ৭** এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব **পরিশিষ্ট 'ক' এর সারণি ৮** এ উপস্থাপন করা হলো।

অষ্টম অধ্যায়

খাতভিত্তিক নীতি-কৌশল, কর্মপরিকল্পনা ও সম্পদ সঞ্চালন

মাননীয় স্পিকার

৫৬। এখন আমি আগামী অর্থবছরসহ মধ্যমেয়াদে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ নীতি-কৌশল, কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট বরাদ্দের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনার মাধ্যমে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতে চাই। করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ ও দীর্ঘায়িত প্রভাব মোকাবেলা, আমাদের নির্বাচনী ইশতেহার, ২০১৮-এ বর্ণিত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) বাস্তবায়ন এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যসমূহ অর্জনের প্রয়াস চালানো হবে এ বাজেটের মাধ্যমে। আমরা ইতোমধ্যে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন শুরু করেছি। সুতরাং আগামী বাজেটে এর বাস্তবায়ন বিশেষভাবে গুরুত্ব পাবে। তাছাড়া, করোনা ভাইরাসের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব মোকাবেলায় জীবন ও জীবিকাকে প্রাধান্য দিয়ে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করার বিষয়টি এ বাজেটে সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করার চেষ্টা করেছি।

মধ্যমেয়াদি নীতি-কৌশল

৫৭। বিগত এক দশকে বাংলাদেশের ক্রমাগত উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন কোভিড-১৯-এর প্রভাবে সাময়িক বাধাগ্রস্ত হয়েছে। গত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে রেকর্ড ৮.১৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলেও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে করোনা ভাইরাসের কারণে তা হ্রাস পেয়ে ৫.২ শতাংশে দাঁড়ায়। তবে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কোভিড-১৯-এর প্রভাব হতে অর্থনীতির পুনরুদ্ধার হবে ধরে নিয়ে চলতি অর্থবছরের বাজেটে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৮.২০ শতাংশ। কিন্তু এ মহামারির প্রভাব দীর্ঘতর হওয়া এবং বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ এবং পুনরায় লকডাউন ঘোষণার

কারণে অর্থনেতিক কর্মকান্ডে শ্লথ অবস্থা বিরাজমান এবং রপ্তানি ও আমদানির ক্ষেত্রে কাঙ্খিত গতি ফিরে পায়নি। তবে প্রবাস আয়ে কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধি অর্জিত হওয়া এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে সরকার ঘোষিত বৃহৎ প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের বিষয়গুলো বিবেচনা করে চলতি অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন সংশোধন করে ৬.১ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি কোভিড-১৯ পরবর্তী উত্তরণের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আগামী ২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ৭.২ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সময়ে মূল্যস্ফীতি ৫.৩ শতাংশ হবে মর্মে আশা করছি।

৫৮। মধ্যমেয়াদে আমাদের প্রবৃদ্ধির প্রধান উৎস হলো শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ চাহিদা। অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধিতে ভোগ ও বিনিয়োগ এবং বহিঃস্থ চাহিদা বৃদ্ধিতে রপ্তানি হবে আমাদের মনোযোগের ক্ষেত্র। প্রবাস আয়ের প্রবৃদ্ধি মধ্যমেয়াদেও অব্যাহত থাকবে। সরকারি বিনিয়োগের মাধ্যমে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমাদের লক্ষ্য। অন্যদিকে সরবরাহের দিক থেকে শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর মাধ্যমে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহ প্রতিষ্ঠার কাজ দ্রুতগতিতে বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জিত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

৫৯। আগামী বাজেট অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দ্বিতীয় বছর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'রূপকল্প ২০৪১'-এর আলোকে প্রণীত ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনার (২০২১-২০৪১) প্রথম ধাপ বাস্তবায়িত হবে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে একদিকে যেমন রূপকল্প ২০৪১ এর ভিত রচিত হবে অন্যদিকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের লক্ষ্যসমূহ এবং বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সহায়ক হবে। তাছাড়া, কোভিড-১৯ এর চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলার মাধ্যমে উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, আয় বৃদ্ধি ও কর্মসৃজন এবং দারিদ্র্য হ্রাসের কৌশল বাস্তবায়নের উপরও এ পরিকল্পনায় বিশেষভাবে গুরুত্ব

প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে শ্রমঘন ও রপ্তানিমুখী শিল্পের উন্নয়ন, কৃষির বহুমুখীকরণ, সেবাখাতের উন্নয়ন, ৪র্থ শিল্প বিপ্লবকে ধারণ করার জন্য আইসিটি ভিত্তিক উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং বিদেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির বিষয়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নের পথ নির্দেশনা রয়েছে। এই পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের মূল ভিত্তি হলো বেসরকারি খাতের দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করা এবং সে লক্ষ্যে সরকার বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ তৈরিতে ভূমিকা পালন করবে। পাশাপাশি সরকারি বিনিয়োগ বিশেষ করে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বৃদ্ধির বিষয়ে বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে স্বাস্থ্য খাতের অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং বেসরকারি বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য অবকাঠামোগত বাধা দূরীকরণের উপর। এছাড়া, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন, সরকারি প্রতিষ্ঠানে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি এজেন্ডাকেও প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

৬০। বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাস এর প্রাদুর্ভাব সঠিকভাবে মোকাবেলা এবং জীবন ও জীবিকাকে প্রাধান্য দিয়ে এর অর্থনৈতিক প্রভাব দৃঢ়তার সাথে কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে আমরা বিগত বছরের ন্যায় চলতি বছরেও বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে গতানুগতিক ব্যবস্থা হতে কিছুটা সরে এসেছি। এ প্রসংগে আমি উল্লেখ করতে চাই যে, আগামী বাজেটে সরকারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে কাঠামোগত পরিবর্তন আনা হয়েছে। আগামী বাজেটে কোভিড-১৯ এর প্রভাব মোকাবেলায় স্বাস্থ্য খাতকে সর্বাপেক্ষা অগ্রাধিকার প্রদান করে এ খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। আমাদের দ্বিতীয় অগ্রাধিকার খাত হলো কোভিড-১৯ মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজসমূহের বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখা। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি হচ্ছে আমাদের তৃতীয় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার খাত। এ লক্ষ্যে আমরা অধিক খাদ্য উৎপাদনকল্পে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ,

সেচ ও বীজে প্রণোদনা, কৃষি পুনর্বাসন, সারের উপর ভর্তুকি প্রদান, ইত্যাদি কার্যক্রম অব্যাহত রাখবো। আমাদের চতুর্থ অগ্রাধিকার খাত হচ্ছে শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নসহ সার্বিক মানবসম্পদ উন্নয়ন। পল্লী উন্নয়ন ও কর্মসৃজনকে আমরা পঞ্চম অগ্রাধিকার প্রদান করেছি। সে লক্ষ্যে আমরা কোভিড-১৯ এর প্রভাবে সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ব্যাহত হওয়ায় শিল্প উৎপাদন, সিএমএসএমই, সেবা খাত ও গ্রামীণ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মহীনতা এবং কর্মহীন হয়ে দেশে ফেরত আসা প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়নের উপর আমরা বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছি। এছাড়া সামাজিক নিরাপত্তার আওতা সম্প্রসারণ করাসহ গৃহহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহনির্মাণ এবং নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে বিনামূল্যে/স্বল্পমূল্যে খাদ্য বিতরণের উপরও আমরা অগ্রাধিকার প্রদান করেছি।

মাননীয় স্পিকার

৬১। আমাদের সরকারের অন্যতম মৌলিক অঙ্গীকার হলো টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মাধ্যমে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন। বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য বেসরকারি বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার, ব্যবসা বান্ধব কর ব্যবস্থাপনা, আর্থিক খাতের সংস্কার, সরকারি বিনিয়োগ, তথা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বা এডিপি'র আকার বৃদ্ধি ইত্যাদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়ে থাকে। তাছাড়া, অবকাঠামো খাতের মেগা প্রকল্পসমূহ, যেমন: পদ্মা সেতু, পদ্মা সেতুর রেলসংযোগ, দোহাজারী হতে কক্সবাজার পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা সমুদ্র বন্দর এবং মহেশখালীর মাতারবাড়ীতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ঢাকা মেট্রোরেল, ইত্যাদিসহ অবকাঠামো খাতের সকল জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ যথাসময়ে বাস্তবায়ন সম্পন্ন করার মাধ্যমে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার প্রচেষ্টা চালানো আমাদের অন্যতম লক্ষ্য হবে। শুধুমাত্র প্রবৃদ্ধি অর্জনই নয়, পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচন ও অসমতা হ্রাস করে জনগণের জীবনমানে গুণগত পরিবর্তন আনাই আমাদের লক্ষ্য। এ জন্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান,

ক্ষুদ্রঋণ ও দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কৌশল অধিকতর গুরত্ব পাবে। প্রতি বছরের মত এবারও বাজেট বক্তৃতার সাথে আমাদের মধ্যমেয়াদি নীতি কৌশল সম্বলিত 'মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি-বিবৃতি' পেশ করা হয়েছে।

৬২। পরবর্তী অংশে খাতভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরছি।

কর্মপরিকল্পনা ও সম্পদ সঞ্চালন

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

মাননীয় স্পিকার

কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবেলা ও জনজীবন সুরক্ষা

৬৩। আপনি জানেন যে, ২০২০ সালের প্রথমার্ধ হতে কোভিড-১৯ মহামারির প্রকোপে সংকটাপন্ন সময় পার করছে গোটা বিশ্ব। বর্তমানে এ মহামারির দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঢেউ বিশ্বব্যাপী জনজীবন সুরক্ষাকে আরো কঠিনতর ও সংকটময় করে তুলেছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। দেশে মার্চ ২০২০ হতে শুরু হওয়া কোভিড-১৯ মহামারির সংক্রমণ চলতি বছরের শুরুতে কিছুটা কমে এলেও মার্চ ২০২১ এর দ্বিতীয় সপ্তাহ হতে দ্বিতীয় ঢেউ শুরু হয়েছে, যা এখনো চলমান রয়েছে। জনস্বাস্থ্য ও জনজীবনের উপর এ মহামারির প্রভাব বিবেচনায় আমরা প্রথম ঢেউ এর সময়ে কোভিড মোকাবেলার প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলাম। ৬৬ দিনের দেশব্যাপী সাধারণ ছুটি ঘোষণা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় সংক্রমণ হ্রাস ও আক্রান্তদের চিকিৎসার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে সে সময়ে সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়েছিল।

৬৪। এ মহামারির চলমান দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময়ে সংক্রমণের হার অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী পুনরায় দেশজুড়ে ৫ এপ্রিল হতে ৩০ মে ২০২১ পর্যন্ত লকডাউন বলবৎ করা হয়। জনস্বাস্থ্য ও জনজীবন সুরক্ষার লক্ষ্যে এসময় মানুষের চলাচল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, এবং গণপরিবহণ, রেল পরিবহণ ও অভ্যন্তরীণ পথে বিমান চলাচল বন্ধ রাখা হয়। তবে সাধারণ মানুষের জীবিকা বজায় রাখার মাধ্যমে অর্থনীতিকে সচল রাখার জন্য

কঠোর স্বাস্থ্যবিধি মানার শর্তে কলকারখানা চালু রাখা এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শপিংমল, মার্কেট ও অফিস খোলা রাখা হয়। এ সকল পদক্ষেপের কারণে দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময়েও করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভবপর হয়েছে। আমরা এ সংকটকালে জনস্বাস্থ্য ও জনজীবন সুরক্ষার জন্য কৌশল অবলম্বন অব্যাহত রাখবো এবং পাশাপাশি মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ খাতের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাগ্রে গুরুত্ব দেবো।

৬৫। করোনা মহামারির এ ক্রান্তিকালে সরকার স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে সকল নাগরিকের জন্য সুলভে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা আরো জোরদার করেছে। ফলে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার যে লক্ষ্য সরকারের রয়েছে তার অর্জন সহজতর হবে। বিগত বছরের মার্চ-এ দেশে কোভিড-১৯ প্রথম শনাক্ত হওয়ার সাথে সাথেই এ ভাইরাস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে National Preparedness and Response Plan প্রস্তুত করা হয়। পরবর্তীতে তার কিছুটা সংশোধন করে Bangladesh Preparedness and Response Plan তৈরিকরত: সে পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বিগত অর্থবছরে কোভিড-১৯ এর প্রথম ঢেউয়ের সময় জেলা-উপজেলা পর্যায়ে চালুকৃত বিশেষায়িত আইসোলেশন ইউনিট, রাজধানীতে স্থাপিত ১৪টি এবং অন্যান্য জেলা শহরে স্থাপিত ৬৭টি কোভিড-১৯ ডেডিকেটেড হাসপাতালে বর্তমান দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময়েও চিকিৎসা সেবা অব্যাহত রাখা হয়েছে। পাশাপাশি, বিগত অর্থবছরে প্রতিষ্ঠিত ৫৫টি ল্যাবরেটরীর কার্যক্রম ও উন্নততর সেবা প্রদান প্রতিষ্ঠানে রুপান্তরিত সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানসমূহ কোভিড-১৯ এর সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। নতুন ৯টি কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছে। ফলে, দেশব্যাপী সর্বমোট ৮৯টি কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতাল কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কোভিড-১৯ এর দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময়ে আক্রান্তদের দ্রুত চিকিৎসার জন্য ঢাকা নর্থ সিটি কর্পোরেশন স্পেশালাইজড হাসপাতাল ও আইসোলেশন সেন্টার চালু করা হয়েছে। এ হাসপাতালে ২০০টি আইসিইউ বেড, ২৫০টি হাই ডিপেনডেন্সি ইউনিট (এইচডিইউ) বেড, ৫৬ শয্যার জরুরি ওয়ার্ড ও ৩৯৫টি সাধারণ বেড রয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

৬৬। দেশের সকল পয়েন্ট অব এন্ট্রি, যথা বিমান, স্থল ও নৌবন্দর দিয়ে আগত যাত্রীদের স্ক্রিনিং কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এপর্যন্ত দেশের ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ২টি সমুদ্রবন্দর, ২টি রেলস্টেশন এবং ২৩টি স্থলবন্দর দিয়ে প্রায় ২২.২২ লক্ষ আন্তর্জাতিক যাত্রীকে স্ক্রীনিং করা হয়েছে। সরকারিভাবে ঢাকায় ৭২টি ও ঢাকার বাইরে ৪৯টিসহ মোট ১২১টি পরীক্ষাগারে কোভিড-১৯ এর স্যাম্পল পরীক্ষা করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত আরটিপিসিআর ভিত্তিতে ৫৮.১৯ লক্ষ জনসহ সর্বমোট ৫৯.৪৮ লক্ষ জনের টেস্ট সম্পন্ন হয়েছে। দেশের সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স (৪২৩টি) এর প্রতিটিতে ৫টি করে আইসোলেশন বেড প্রস্তুত করা হয়েছে। যে সকল জেলায় মেডিকেল কলেজ নেই, সেখানে জেলা সদর হাসপাতালগুলোতে ১০-২০টি আইসোলেশন বেড প্রস্তুত রয়েছে। ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চলের কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত রোগীরাও যথাযথ চিকিৎসা পাচ্ছে। দায়িত্ব পালনকালীন ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুজনিত কারণে ক্ষতিপূরণ ও চিকিৎসায় নিয়োজিত ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের সম্মানী বাবদ চলতি বছরে বরাদ্দকৃত ৮৫০ কোটি টাকা প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ঢাকায় দুটি প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন সেন্টার চালু রাখা হয়েছে। এছাড়াও, সারা দেশে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় মোট ৬২৯টি কোয়ারেন্টাইন সেন্টার প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ১০টি কোভিড-১৯ সম্পর্কিত জাতীয় গাইডলাইন, ২৮টি অন্যান্য নির্দেশিকা, ৪টি এসওপি এবং ১৩টি গণসচেতনতামূলক উপকরণ তৈরি করা হয়েছে। রিয়েল টাইম হসপিটাল ড্যাশবোর্ড স্থাপনের ফলে দেশের কোভিড হাসপাতালসমূহের সাধারণ ও আইসিইউ বেডের সব তথ্য যে কোনো মুহূর্তেই পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া কোভিড-১৯ মহামারিকালে যুক্ত হয়েছে অনলাইন ভেরিফায়েড টেস্ট রিপোর্ট সিস্টেম।

৬৭। কোভিড-১৯ এর প্রথম ঢেউয়ের সময় গৃহীত কার্যক্রমসমুহ অব্যাহত রাখার ফলে ও সে সময়ের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বর্তমান দ্বিতীয় ঢেউ রোধে আমরা দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পেরেছি এবং সংক্রমণ ও মৃত্যুহারের উর্ধ্বগতি ঠেকাতে সক্ষম হয়েছি।

মাননীয় স্পিকার

কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনেশন কৌশল, ব্যবস্থাপনা ও পদক্ষেপ

৬৮। কোভিড ১৯ মহামারি হতে জনজীবনের সুরক্ষার জন্য সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই) এর আওতায় National Deployment and Vaccination Plan প্রণয়ন করা হয়েছে। ভারতের সেরাম ইন্সটিটিউট হতে Oxford-AstraZeneca'র ৩ কোটি ডোজ Covishield ভ্যাকসিন ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার Covax facility হতে দেশের জনসংখ্যার শতকরা ২০ ভাগ, তথা ৩ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষের জন্য ৬ কোটি ৮০ লাখ ডোজ ভ্যাকসিন পাওয়া যাবে, তন্মধ্যে ১.০৬ লক্ষ ডোজ টিকা ইতোমধ্যে পাওয়া গেছে। চীন ও রাশিয়ার সরকার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Pfizer Co. ও ফ্রান্স/ বেলজিয়ামভিত্তিক Sanofi/GSK এর নিকট হতে ভেকসিন ক্রয়ের পরিকল্পনা রয়েছে। চীন হতে Sinopharm ও রাশিয়া হতে Sputnik-V ভ্যাকসিন ক্রয় ও প্রয়োজনে বাংলাদেশেই তা উৎপাদনের লক্ষ্যে আলোচনা বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ইতোমধ্যে Oxford-AstraZeneca'র ৭০ লাখ ডোজ Covishield ভ্যাকসিন দেশে এসে পৌঁছেছে এবং ভারত ও চীন সরকার যথাক্রমে ৩২ লাখ ডোজ ও ৫ লাখ ডোজ এবং Pfizer-এর ১ লাখ ৬২০ ডোজ বাংলাদেশকে উপহার হিসেবে প্রদান করেছে। বিশ্বব্যাংক হতে কোভিড-ভ্যাকসিন ক্রয়ের জন্য ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও লজিস্টিক সাপোর্ট এর জন্য ১৪.৮৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যবহৃত হচ্ছে। ভ্যাকসিন ক্রয়ের জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক হতে ৯৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পাওয়ার লক্ষ্যে ঋণচুক্তি চুড়ান্ত পর্যায় রয়েছে। পাশাপাশি, ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক এবং এআইআইবি হতে ভ্যাকসিন ক্রয়ের জন্য সহায়তা পাওয়া যেতে পারে।

৬৯। মোট ৮০ শতাংশ মানুষকে টিকা দেয়ার আওতায় আনার জন্য ভাগ ভাগ করে পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগণকে টিকা দেয়া হবে এবং প্রতিমাসে ২৫ লাখ করে টিকা দেয়া হবে। ইপিআই ও সিডিসি (কম্যুনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল) এর সমন্বয়ে এ ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রম মাঠ

পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রথম ডোজ দেয়া শুরু হয় ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ও দ্বিতীয় ডোজ শুরু হয় ৮ এপ্রিল। সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে surokkha.gov.bd ওয়েব পোর্টাল এর মাধ্যমে জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বরের সাহায্যে ভ্যাকসিন প্রাপ্তির জন্য রেজিস্ট্রেশন, ভ্যাকসিন সনদ ও ভ্যাকসিন কার্ড প্রদান করা হচ্ছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা'র সায়েন্টিফিক অ্যাডভাইজারি গ্রুপ অব এক্সপার্ট (SAGE) ও NITAG বাংলাদেশ এর সুপারিশ অনুসরণে এবং দেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রদানের জন্য ৪০ বছর বা তদুর্ধ্ব জনগোষ্ঠীকে প্রাধিকার দেয়া হচ্ছে, যা মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ। হাসপাতাল ভিত্তিক মোট ১,০০৫টি ভ্যাকসিনেশন সেন্টারে করোনার Covishield ভ্যাকসিন প্রদান করা হচ্ছে। ৩১ মে ২০২১ পর্যন্ত দেশে ৫৮,২২,১৫৭ জন ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে ৩৬,১০,৬৩৫ জন পুরুষ এবং ২২,১১,৫২২ জন নারী। এদের মধ্যে ৪১,৭৩,৯৩০ জন।

৭০। 'করোনা ভ্যাকসিন ও লজিস্টিক কোল্ড চেইন ব্যবস্থাপনা' দেশে বিদ্যমান ইপিআই ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কোল্ড চেইন ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। নিয়মিত ভ্যাকসিন প্রদান কর্মসূচি নিরবচ্ছিন্ন রাখতে সিনিয়র স্টাফ নার্স, উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসারগণকে ভ্যাকসিনেটর হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ভ্যাকসিন সেফটি, নিয়ন্ত্রণ ও এইএফআই ইত্যাদি বিষয়ে ঔষধ প্রশাসনের অধীনে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে, যার অধীনে Pharmacovigilance ও Adverse Events Following Immunization SOP/Protocol প্রস্তুত করা হয়েছে। ভ্যাকসিন পরবর্তী বিরূপ প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার জন্যও বিভিন্ন কমিটি গঠিত হয়েছে। এছাড়া, কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন সহায়িকা প্রণয়ন এবং ভ্যাকসিন বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

৭১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছেন, সরকার দেশের সকল নাগরিককে বিনামূল্যে ভ্যাকসিন প্রদান নিশ্চিত করবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডোজ ভ্যাকসিন সংগ্রহের জন্য যত টাকাই লাগুক না কেন, সরকার তা প্রদান করবে। সে লক্ষ্যে এ বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

মহামারি মোকাবেলায় জরুরী কার্যক্রম বাস্তবায়ন

৭২। কোভিড-১৯ মোকাবিলায় স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে কিছু প্রকল্পের বাস্তবায়ন চলতি অর্থবছরে শুরু হয়েছে এবং আগামী অর্থবছরেও তার বাস্তবায়ন অব্যাহত থাকবে। বিশ্বব্যাংক হতে ৬০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক হতে ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও এশিয়ান ইন্ফ্রাস্ট্রাক্চার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (এআইআইবি) হতে ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়নে প্রকল্পের বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। বিশ্বব্যাংক ও এআইআইবি এর অর্থায়নে COVID-19 Emergency Response and Pandemic Preparedness প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ প্রকল্প হতে টিকা ক্রয়, অক্সিজেন লাইন স্থাপন, আইসিইউ/সিসিইউ স্থাপন ও অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবেলায় বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ, চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নতকরণ এবং জরুরী প্রস্তুতি শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় COVID-19 Response Emergency Assistance প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর মাধ্যমে আইসিইউ বেড, ভেন্টিলেটর ও পিসিআর মেশিন ক্রয় এবং ১৯টি প্রতিষ্ঠানে আধুনিক মাইক্রোবায়েলজি পরীক্ষাগার সম্প্রসারণসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কোভিড-১৯ মোকাবেলায় নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরসহ বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণাগার সুবিধা বৃদ্ধিকরণ, স্বাস্থ্যখাতে কর্মরত চিকিৎসক, নার্স, টেকনোলজিস্টসহ সংশ্লিষ্ট সকল স্বাস্থ্যকর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধিসহ কেইস ব্যবস্থাপনার জন্য জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় জনবল ও পরামর্শক চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ দেয়ার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

৭৩। বিগত বাজেটে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের আওতায় বিশেষ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য আমরা বিপুল বরাদ্দ রেখেছিলাম। এছাড়া, যে কোন জরুরি চাহিদা মেটানোর জন্য ১০ হাজার কোটি টাকার থোক বরাদ্দ

রেখেছিলাম। তবে প্রথম প্রাদুর্ভাবের পর বছর ঘুরে এলেও বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারির ভয়াবহ প্রকোপ এখনো বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই আমি বিগত বাজেটের ন্যায় এবারও অঙ্গীকার করছি এ মহামারি মোকাবেলায় যা করণীয় তার সবকিছুই সরকার করে যাবে। সে কারণে আগামী অর্থবছরেও কোভিড-১৯ মোকাবেলায় জরুরি চাহিদা মেটানোর জন্য পুনরায় ১০ হাজার কোটি টাকার থোক বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

সকল নাগরিকের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ

৭৪। বাংলাদেশের সকল নাগরিকের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য সরকারের সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা রয়েছে। জনসাধারণকে সুলভে মানসম্মত স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ (এইচএনপি) সেবা প্রদানের মাধ্যমে একটি সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছি। এইচএনপি খাতের উন্নয়নে আমরা ইতোমধ্যে প্রশংসনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছি। মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ মাতৃ মৃত্যু অনুপাত, নবজাতকের মৃত্যু হার, অনুর্ধ্ব-৫ বছর বয়সী শিশু মৃত্যু হার, অপুষ্টি, খর্বতা, কম-ওজন ইত্যাদি হ্রাসে ক্রমাগত উন্নতি হচ্ছে। সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এমডিজি লক্ষ্য অর্জনে অসাধারণ সফলতা দেখিয়েছে। এর ভিত্তিতে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (এসডিজি) অর্জনে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (৪র্থ এইচপিএনএসপি) এর মোট ২৯টি অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় ২০১৭-২০২২ মেয়াদে সেক্টর ওয়াইড কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত কর্মসূচির আওতায় মাধ্যমে মা ও শিশুর জন্য পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সেবা, সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নতুন রোগ নিয়ন্ত্রণ, উন্নত ও দক্ষ ঔষধ খাত এবং চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ প্রদানসহ দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন করা হচ্ছে।

৭৫। দ্রুততম সময়ে স্বাস্থ্য সেবা জনগণের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্যে ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মী নিয়োগ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপনের কার্যক্রম অব্যাহত

রয়েছে। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সেবা নিশ্চিত করতে চলতি অর্থবছরেও সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে ৩৮তম বিসিএস এর মাধ্যমে নতুন ২১৩ জন ডাক্তার নিয়োগ দেয়া হয়েছে, যারা কোভিড-১৯ সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানে বিভিন্ন হাসপাতালে যুক্ত হয়েছেন। দ্রুত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য ৫০ শয্যা উন্নীত স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহে ১০টি করে জুনিয়র কনসালনেন্ট (বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক) এর পদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। উপজেলা কমপ্লেক্সসমূহে আধুনিক যন্ত্রপাতি, যেমন ইসিজি মেশিন, নেবুলাইজার মেশিন, অটোক্লেভ, আল্ট্রাসনোগ্রাম মেশিন, ব্লাড কালেকশন মনিটর ইত্যাদি স্থাপন করা হবে।

মাতৃস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও পরিবার কল্যাণ

৭৬। দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা উন্নত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। জাতীয় পুষ্টিসেবা (এনএনএস) এর আওতায় দেশের সকল উপজেলায় পুষ্টিসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ৯৬টি উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ২৪ ঘন্টা জরুরি প্রসূতি সেবা কার্যক্রম শুরু করা, গরীব, দুঃস্থ ও গর্ভবতী মায়েদের জন্য ৫৩টি উপজেলায় চলমান মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার কর্মসূচি আরো ২০টি উপজেলায় সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ এবং ১৩২টি উপজেলায় জরুরি প্রসূতি সেবা কার্যক্রম জোরদারকরণ করা হয়েছে। সারাদেশে ১৪,৮৯০টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে ১৪,৩৮৪টি নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে, যার মধ্যে ১৩,৮৮১টি ক্লিনিকে সেবা কার্যক্রম চালু রয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবাপ্রার্থীদের ৮০ শতাংশই নারী ও শিশু। সারা দেশে প্রায় ৪,০০০ কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রসূতি সেবা দেয়া হচ্ছে।

স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি (এসএসকে)

৭৭। ২০৩০ সালের মধ্যে দেশে সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার ‘স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়নের কৌশলপত্র: ২০১২-২০৩২’ প্রণয়ন করেছে। এই কৌশলপত্রের আলোকে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারীদের চিকিৎসা সেবার অর্থায়ন কৌশলের অংশ হিসাবে ‘স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি (এসএসকে)’ প্রণয়ন করা

হয়েছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর হাসপাতালভিত্তিক সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে নিজ পকেট থেকে ব্যয় (Out of Pocket) হ্রাসপূর্বক আর্থিক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ এবং তাদেরকে আর্থিক বিপর্যয় (Catastrophic Health Expenditure) থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এসএসকে'র পাইলট কার্যক্রম শুরু হয়। জানুয়ারি ২০১৭- জুন ২০২৩ মেয়াদে পরিচালিত এ কর্মসূচির আওতায় কার্ডধারী প্রতিটি পরিবার হাসপাতালে আন্তঃবিভাগীয় সেবা গ্রহণকালে ৭৮টি রোগের জন্য রোগ-নির্ণয় ও ঔষধসহ যাবতীয় চিকিৎসা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেয়া হয়। এই কর্মসূচির আওতায় ৩০ এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত ৮১,৬১৯টি তালিকাভুক্ত পরিবারের মোট ২০,৯৩১ জন সদস্য সেবা গ্রহণ করেছেন। ক্রমান্বয়ে কর্মসূচিটি সারাদেশে সম্প্রসারণ করা হবে।

বিশেষায়িত স্বাস্থ্য সেবা

৭৮। মরণব্যাধি ক্যান্সার এর চিকিৎসা সুবিধা বাংলাদেশে এখনও অপ্রতুল। ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা সুবিধা সহজলভ্য করার জন্য বিভাগীয় শহরে সরকারী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ ক্যান্সার চিকিৎসা ইউনিট স্থাপনে প্রকল্প বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। এছাড়া, অটিজম ও নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার বিষয়ে ন্যাশনাল স্ট্রাটেজিক প্ল্যান ২০১৬-২০২১ অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। অটিজম এবং নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে শিক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। একইসাথে অটিজম এবং নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার সংক্রান্ত রোগীদের ৩৩টি হাসপাতালে শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপনপূর্বক সমন্বিত চিকিৎসা (চাইল্ড ফিজিসিয়ান, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট ও ডেভেলপমেন্টাল থেরাপিস্ট সমন্বয়ে) প্রদান করা হচ্ছে।

মাননীয় স্পিকার

স্বাস্থ্য শিক্ষা খাতের উন্নয়ন

৭৯। স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়নের জন্য সরকার বিবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করায় স্বাস্থ্য শিক্ষায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে

প্রতিটি বিভাগে একটি করে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। রাজশাহী, চট্রগ্রাম ও সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরুর পর বর্তমানে শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা স্থাপনের কার্যক্রম চলছে। আমাদের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ অনুসারে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ এবং সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও সকল জেলা সদর হাসপাতালে নেফ্রোলজি ইউনিট ও কিডনি ডায়ালাইসিস সেন্টার স্থাপন এর বাস্তবায়ন চলছে। এছাড়া, শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ এবং নার্সিং ইনস্টিটিউট, কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন, শেখ লুৎফর রহমান ডেন্টাল কলেজ, গোপালগঞ্জ স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

৮০। স্বাস্থ্য খাতের অর্জনসমূহকে টেকসই করার ও ভবিষ্যতে মহামারির অভিঘাত হতে পরিত্রাণ পাওয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর জন্য প্রয়োজন মান সম্পন্ন স্বাস্থ্য-শিক্ষা, প্রযুক্তি নির্ভর, গবেষণা ভিত্তিক স্বাস্থ্য-শিক্ষার সম্প্রসারণ। চলতি অর্থবছরে স্বাস্থ্য-শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতের গবেষণার উন্নয়নে 'সমন্বিত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান গবেষণা ও উন্নয়ন তহবিল' গঠন করা হয়েছে। এ তহবিলের জন্য চলতি অর্থবছরের ন্যায় আগামী অর্থবছরেও ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হবে ও তহবিলটি কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিজ্ঞানের নতুন ধারা এবং কলাকৌশল উদ্ভাবনের জন্য ফেলোশিপ এবং অনুদান প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণার কাজে এ তহবিল হতেও অর্থ বরাদ্দ করা হবে।

পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা

৮১। পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা প্রদান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ১০টি জেলা কার্যালয় ও ১৪৫টি পরিবার পরিকল্পনা স্টোরসহ উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে সেবা সম্প্রসারণের জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে নতুন ৮৯টি ১০ শয্যা বিশিষ্ট এমসিডাব্লিউসি নির্মাণ করা হয়েছে। Web-Logistic Management Information System এর

মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। একইসাথে চিকিৎসা সেবায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর জন্য ই-হেলথ কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে। নিরাপদ মাতৃত্বসেবা নিশ্চিত করার জন্য ২,৮৫৪টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্রে ২৪/৭ ঘন্টা নিরাপদ প্রসবসেবা চালু করা হয়েছে। নবজাতক ও শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য গৃহীত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে 'ন্যাশনাল নিউবোর্ণ হেল্থ প্রোগ্রাম (এনএনএইচপি)'। এছাড়া, ১৯২টি ফ্যাসিলিটিতে ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার (KMC) সেবা প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৮২। কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানেও সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে। কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক সুষ্ঠু বিকাশের জন্য ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রসমূহে মোট ৬০৩টি Adolescent Friendly Health Corner খোলা হয়েছে, যার মাধ্যমে তাদের সেবা ও তথ্য প্রদান করা হয়। চলতি সেক্টর প্রোগ্রামে ২০২২ সালের মধ্যে ৯৭৯টি কৈশোরবান্ধব কর্ণার খোলা হবে। কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য সেবার জন্য Adolescent website (www.adoinfobd.com) শীর্ষক কৈশোরবান্ধব ওয়েবসাইট প্রস্তুত করা হয়েছে।

৮৩। কোভিড ১৯ মোকাবেলায় গৃহীত কার্যক্রমসমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় নিয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতে আগামী ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জন্য ৩২ হাজার ৭৩১ কোটি টাকা প্রস্তাব করছি যা গত ২০২০-২০২১ এ ২৯ হাজার ২৪৫ কোটি টাকা ছিল।

শিক্ষা

মাননীয় স্পিকার

৮৪। আপনি অবগত আছেন যে, মার্চ ২০২০ এর প্রথম সপ্তাহে দেশব্যাপী শুরু হওয়া কোভিড-১৯ মহামারির প্রথম ঢেউয়ের সংক্রমণ রোধে আমরা যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলাম, তন্মধ্যে অন্যতম ছিল- সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সংক্রমণ রোধ নিশ্চিত করতে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারণ ছুটি ঘোষণা। তবে

সংক্রমণ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাওয়ার প্রেক্ষিতে আমরা চলতি বছরের ৩১ মার্চ হতে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কার্যক্রম পুনরায় চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কিন্তু মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ হতে 'কোভিড-১৯' এর দ্বিতীয় ঢেউ শুরু হওয়ায় তা স্থগিত করতে হয়েছে। তবে করোনা মহামারির প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকেই শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত রাখতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শিক্ষার্থীদের পাঠক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষায় 'আমার ঘরে আমার স্কুল' শিরোনামে বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পাঠদান কার্যক্রম চালু করাসহ অনলাইন ও বাংলাদেশ বেতার ও কমিউনিটি রেডিও এর মাধ্যমে পাঠদান কার্যক্রম চালু রাখা হয়েছে। এতে প্রায় চার কোটি শিক্ষার্থীকে দীর্ঘ এক বছরেরও বেশী সময় ধরে শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাখা, পাঠ চর্চা ও পাঠে মনোযোগী রাখা সম্ভবপর হয়েছে। এ সংকটকালে আমরা জীবনরক্ষার কৌশল অবলম্বনের পাশাপাশি শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে এনে পাঠদান কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষার দিকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেবো।

৮৫। কোভিড-১৯ অভিঘাতের এ ক্রান্তিকাল কাটিয়ে উঠে শিক্ষার উন্নয়নকে আরো বেগবান করার লক্ষ্যে গত অর্থবছরে ঘোষিত অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বিজ্ঞানমুখী শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি বর্ধিত চাহিদার প্রেক্ষিতে আমরা আমাদের চলমান কার্যক্রম যেমন মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রদান, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ ইত্যাদির পরিধি বাড়াবো। পাশাপাশি, প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ও দক্ষ বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা প্রসারে কার্যক্রম বাস্তবায়নে নজর দেবো আমরা। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অর্জনের ধারাবাহিকতায় অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শিক্ষা খাতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রাধান্য দিব ও গুরুত্ব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বরাদ্দও রাখছি। পাশাপাশি ব্যয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধির ও তা পরিবীক্ষণের দিকেও আমরা গুরুত্ব দেবো।

৮৬। কোভিড-১৯ মহামারিকালীন পাঠদান কার্যক্রম চালু রাখার লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অনলাইনে ২৯,০৯,৮৪৪টি ক্লাসের আয়োজন করা হয়েছে। মোট ২০,৪৯৯টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৫,৬৭৬টি এবং

৪,২৩৮টি কলেজের মধ্যে ৭০০টি কলেজে অনলাইন ক্লাস চালু করা হয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনলাইনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে ক্লাস রেকর্ডিং করে কিশোর বাতায়ন, শিক্ষক বাতায়ন এবং ইউটিউব ভিডিও আপলোড করে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও অনলাইনে ক্লাস পরিচালিত হচ্ছে। সরকারি ৪২টি এবং বেসরকারি ৯২টি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইন ক্লাস শুরু করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অনলাইনে ৪,৯৭,২০০টি ক্লাসের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত অনলাইন ক্লাসে ২,৭৬,৯১,৪০৭ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে।

৮৭। কোভিড-১৯ মহামারির সময়ে পরীক্ষা নেয়া সম্ভবপর না হওয়ায় পূর্ববর্তী জে.এস.সি. ও এস.এস.সি. পরীক্ষার ফলাফল বিবেচনায় নিয়ে এইচ.এস.সি. পরীক্ষা-২০২০ এর ফলাফল প্রদান করা হয়েছে। ২০২০ সালের এস.এস.সি. পাসকৃত শিক্ষার্থীদের ভর্তি কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করা হয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অনলাইনে পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের অনলাইন ক্লাস নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল শিক্ষার্থীদের স্মার্টফোন ক্রয়ের জন্য ৪১,৫০১ জন শিক্ষার্থীকে সফট লোন প্রদান করা হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা

৮৮। বর্তমান সরকারের বিগত ১২ বছরে সরকারের গৃহীত যুগোপযোগী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে প্রাথমিক শিক্ষায় বিভিন্ন সূচকে সাফল্য অর্জিত হয়েছে, এবং পাশাপাশি মানব সম্পদ উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করার ও প্রায়োগিক শিক্ষার প্রসারে বহুমুখী উদ্যোগ চলমান রেখেছি আমরা। যেমন, প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ, বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় বিদ্যালয় ও পিটিআই স্থাপনসহ অন্যান্য অবকাঠামো স্থাপন কার্যক্রম

বাস্তবায়নাধীন আছে। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১,৫০০ বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ১,৪৯৫টি নতুন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। ২১,৫৫৬টি বিদ্যালয়ে ৮০,৬৩৮টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারিকালীন ও চলতি বছরের জানুয়ারী মাসের ১ তারিখ হতে স্বাস্থ্য বিধি মেনে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে। ৪+ বয়সী শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করে ২ বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা 'স্কুল মিল পলিসি ২০১৯' এর আলোকে 'স্কুল মিল প্রকল্প', '৬৪ জেলায় মৌলিক স্বাক্ষরতা প্রকল্প,' 'সাপোর্ট টু কোয়ালিটি এনহান্সমেন্ট ইন প্রাইমারি এডুকেশন প্রকল্প', 'কোভিড-১৯ স্কুল সেক্টর রেসপন্স প্রকল্প' বাস্তবায়ন করবো, এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ৫০৯টি আইসিটি ল্যাব স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন আগামী অর্থবছরেও অব্যাহত রাখবো।

৮৯। কোভিড-১৯ মহামারি পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের পাঠ চর্চা ও পাঠে মনোযোগী রাখার লক্ষ্যে সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাধমে 'ঘরে বসে শিখি' প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ সম্প্রচার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এতে প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীকে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত রাখা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে কোভিড মহামারির মাঝেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে উপকারভোগী শিক্ষার্থীর মায়েদের/অভিভাবকদের মোবাইল একাউন্টে উপবৃত্তির অর্থ পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। এ সংকটকালে এ উপবৃত্তির অর্থে দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত পরিবারসমূহ কিছুটা হলেও সহায়তা পেয়েছে। এছাড়া, কার্যক্রমটি সার্বজনীন করার ফলে বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মাঝে ধনী-গরীবের বিভেদ দুরীভূত করা যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের স্কুলে গমণের আনন্দ আরও জোড়ালোকরণের প্রয়াসে প্রতি শিক্ষার্থীকে বছরের শুরুতে কিট এ্যালাউন্স (ড্রেস, জুতা ও ব্যাগ) বাবদ প্রাথমিকভাবে ১,০০০ টাকা এবং উপবৃত্তির মাসিক হার ১০০ টাকার পরিবর্তে ১৫০ টাকা করে প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করেন। এজন্য বর্তমান অর্থবছরে ৩,৭১২ কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছি আমরা, যার মধ্যে ১,২০০ কোটি টাকা কিট এ্যালাউন্স

বাবদ এবং অবশিষ্ট টাকা উপবৃত্তি বাবদ ব্যয় হচ্ছে। উপবৃত্তি কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে চলমান রাখার লক্ষ্যে ৩০ জুন ২০২১ এ সমাপ্য এ কার্যক্রম আগামী অর্থবছর হতে রাজস্ব বাজেটে পরিচালনা করা হবে।

৯০। কোভিড ১৯ এর সংক্রমণকালেও সরকার দেশের দারিদ্র্যপ্রবণ ১০৪ উপজেলায় পরিচালিত 'দারিদ্র্য পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি' এর কার্যক্রম চলমান রেখেছে। গত ২০২০ সালের মার্চ মাস হতে কোভিড-১৯ মহামারি এর কারণে দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ থাকা সত্বেও যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক নিরাপদ দুরত্ব বজায় রেখে প্রকল্পের বিভিন্ন ধরণের প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও মিনারেল সমৃদ্ধ উচ্চ পুষ্টিমানসম্পন্ন বিস্কুট প্রত্যেকটি শিশুর বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। ফলে শিশুদের পুষ্টি চাহিদা পূরণ হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল উপজেলা/থানার সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চালু করার লক্ষ্যে জাতীয় স্কুল মিল নীতিমালা অনুযায়ী জুলাই/২১ থেকে জুন/২৬ মেয়াদে 'প্রাইমারি স্কুল মিল প্রকল্প' শীর্ষক নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন করবো।

৯১। শিক্ষাকে যুগোপযোগী করা ও শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনা ১ লক্ষ ৫ হাজার শিক্ষকের চাকরি সরকারিকরণ, ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষক পর্যায়ের ১ লক্ষ ৯৭ হাজার ৮৬৪ জন শিক্ষক নিয়োগ, প্রধান শিক্ষকপদ ২য় শ্রেণির মর্যাদায় উন্নীতকরণ এবং সহকারী শিক্ষকদের বেতন দুই ধাপ উন্নীতকরণসহ ৭৯,৩৩২ জন প্রধান শিক্ষককে লিডারশীপ প্রশিক্ষণ প্রদান, সকল শিক্ষককে বিষয়ভিত্তিক ও আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই, উপবৃত্তি প্রদান অব্যাহত রাখার পাশাপাশি 'স্কুল মিল পলিসি ২০১৯' বাস্তবায়নের ফলে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন নিশ্চিত হয়েছে। যেমন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীদের ভর্তির হার বৃদ্ধি, ঝরে পড়ার হার বহুলাংশে হ্রাস এবং নিয়মিত উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

নিরক্ষর ব্যক্তিদের মোটিভেশনাল ও সেনসিটাইজেশন কার্যক্রম

৯২। আমাদের দেশে শিক্ষার বাইরে আছে এমন নিরক্ষর ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাদের জন্য মোটিভেশনাল এবং সেনসিটাইজেশন কার্যক্রম গ্রহণের প্রচেষ্টা নেয়া হবে। এই কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হবে- উক্ত ব্যক্তিবর্গকে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিষয়াদি, যেমন স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক তথ্য, স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলা, কোয়ালিটি অফ লাইফ, যথোপযুক্ত শিক্ষার গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে সেনসিটাইজ করা এবং তাদেরকে অনুপ্রাণিত করা যাতে তারা তাদের সন্তানদের এসকল বিষয়ে সম্যকভাবে সেনসিটাইজ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এ লক্ষ্যে উপানুষ্ঠাণিক শিক্ষা ব্যুরো-কে শক্তিশালীকরণের উদ্যোগ নেয়া হবে এবং তাদের মাধ্যমে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

৯৩। আগামী ২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষায় ২৬ হাজার ৩১১ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি, যা বর্তমান ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ছিল ২৪ হাজার ৯৩৭ কোটি টাকা।

মাননীয় স্পিকার

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা

৯৪। সরকার টেকসই ও মানসম্মত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার সম্প্রসারণে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে আসছে। ইতোমধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার হার ও জেন্ডার সমতায় অর্জিত সাফল্য ধরে রাখার লক্ষ্যে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি সাধারণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন, ছাত্র ও শিক্ষকদের বৃত্তি-উপবৃত্তিসহ আর্থিক সহায়তা প্রদান, মেধার বিকাশে নানারূপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন, সহায়ক নীতিমালা ও পরিবেশ তৈরি, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নে। বেসরকারি এমপিওভূক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের আর্থিক সুবিধা প্রদান, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, ই-বুকের প্রচলন, উপজেলা আই.সি.টি. ট্রেনিং ও রিসোর্স সেন্টার স্থাপন অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া, মাধ্যমিক ও উচ্চ

মাধ্যমিক পর্যায়ের ১,৬১০টি বেসরকারি কলেজ ও ৬,২৫০টি বেসরকারি স্কুলের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ৩টি প্রকল্প চলমান রয়েছে এবং ৩,০০০ বেসরকারি স্কুলে নতুন ভবন নির্মাণাধীন রয়েছে। কিশোর-কিশোরীদের জেন্ডার সংবেদনশীল বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য 'জেনারেশন ব্রেকথ্রু প্রকল্প' এর ২য় পর্যায় এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্য কমিয়ে আনার অংশ হিসেবে হাওর এলাকায় নির্ধারিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প এর বাস্তবায়ন চলতি অর্থবছরে শুরু করা হয়েছে, যা আগামী অর্থবছরেও অব্যাহত থাকবে।

৯৫। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা বিশেষত চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে বিবেচনায় রেখে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষা কার্যক্রমে আইসিটি এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে আই.সি.টি. বিষয়ে ৮০,৮০০ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৫০,০০০ শিক্ষক এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ২.১০ লক্ষ শিক্ষককে এবং আই.সি.টি. বিষয়ে ২.৭৫ লক্ষ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। উদ্ভাবনী প্রচেষ্টা দ্বারা ইতোমধ্যে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রনয়ণ করে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অন-লাইনে এমপিও কার্যক্রম সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করা হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ১২৫টি উপজেলায় 'উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। নির্ধারিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন, আরো ১৬০টি উপজেলায় আইসিটি ট্রেনিং ও রিসোর্স সেন্টার স্থাপন এবং সমন্বিত শিক্ষা তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রণয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। সরকারি কলেজসমূহে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণে প্রকল্প ও সারা দেশে ৩২৩টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রমের বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। এতে কলেজ পর্যায়ে অতিরিক্ত প্রায় ২.০০ লক্ষ ও মাধ্যমিক পর্যায়ে অতিরিক্ত ৩.২৯ লক্ষ শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৯৬। উচ্চ শিক্ষার উন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে উচ্চশিক্ষার প্রসার ঘটছে। সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে এখন দেশে প্রায় দেড়শত বিশ্ববিদ্যালয়

রয়েছে। দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভৌত অবকাঠামো ও অন্যান্য সুবিধাদি সৃষ্টির জন্য ২৪টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। এর মধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এর ৩টি আঞ্চলিক অফিস স্থাপন, চট্রগ্রাম ভেটেরনারি ও এনিম্যাল সাইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ২য় ক্যাম্পাস স্থাপন, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে এপ্লাইড বায়ো-ইঞ্জিনিয়ারিং গবেষণা ইনকিউবেটর স্থাপন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া, ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় ও শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে।

৯৭। শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য দুরীকরণ ও গুণগত উৎকর্ষ সাধনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অংশ হিসেবে শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত দরিদ্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট কর্তৃক সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম এর আওতায় 'সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসুচি' বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর আওতায় বিভাগীয়, মেট্রোপলিটন ও জেলা সদরের পৌর এলাকাসহ বাংলাদেশের ৫১৭টি উপজেলা/থানায় মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দরিদ্র পরিবারের ৬ষ্ঠ থেকে ১২শ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি ও টিউশন সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। স্কিমের আওতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের প্রতি ষান্মাসিকে ৬ষ্ঠ-৭ম শ্রেণিতে ১,২০০ টাকা, ৮ম শ্রেণিতে ১,৫০০ টাকা, ৯ম-১০ম শ্রেণিতে ১,৮০০ টাকা ও ১১শ-১২শ শ্রেণিতে ২,৪০০ টাকা করে প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, উক্ত শ্রেণিসমূহের জন্য যথাক্রমে ষান্মাসিক ভিত্তিক টিউশন ফি ২০১ টাকা, ৩০০ টাকা, ৪৮০ টাকা ও ৩৯০ টাকা ভর্তুকি প্রদান করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০২০ সালে ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে টিউশন ফি মওকুফ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য শ্রেণির টিউশন ফি মওকুফ করা হবে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মাধ্যমিক পর্যায়ে ৩৯.২৫ লক্ষ শিক্ষার্থীকে, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৭.৫০ লক্ষ জন শিক্ষার্থীকে ও স্নাতক (পাস) পর্যায়ের ১.৫০ লক্ষ শিক্ষার্থীকে মোট ২ হাজার ১০৯ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা উপবৃত্তি প্রদান করা হবে।

ইন্টার্নশীপ প্রোগ্রাম

৯৮। প্রতিবছর আমাদের দেশে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করে চাকুরি ক্ষেত্রে প্রবেশের উপযোগী হচ্ছে। এ সকল সদ্য গ্রাজুয়েটগণ যাতে সহজেই স্বীয় ক্ষেত্রে চাকুরি পেতে পারে, তা নিশ্চিত করার জন্য সরকার পাবলিক ও প্রাইভেট সেক্টর এর মাধ্যমে তাদের জন্য 'ইন্টার্নশীপ কার্যক্রম' চালুর উপর জোর দেবে। সে লক্ষ্যে আমি ঘোষণা প্রদান করছি যে, এই ইন্টার্নশীপ কার্যক্রম অবিলম্বে চালুর জন্য আগামী অর্থবছরে এতদবিষয়ে একটি 'পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক' প্রণয়ন করা হবে।

৯৯। আগামী ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা খাতে ৩৬ হাজার ৪৮৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করছি, যা বর্তমান ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ছিল ৩৩ হাজার ১১৮ কোটি টাকা।

মাননীয় স্পিকার

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষা

১০০। মানসম্পন্ন কারিগরি, ভোকেশনাল (TVET) ও মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে সরকারি প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রস্তুতি হিসেবে কারিগরি শিক্ষাকে মূলধারায় অন্তর্ভুক্তকরণে আমরা পদক্ষেপ গ্রহণ করছি। একই সাথে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার উপযোগী দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে মানসম্পন্ন কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করছি। যেমন, অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর ভর্তির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন, ৪৯টি পলিটেকনিক ও ৬৪টি টিএসসি এর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন, ইংরেজী ও গণিত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদির কারণে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণে সাধারণ জনগোষ্ঠী উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণে এ স্তরের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সাহায্য মঞ্জুরী হিসেবে এককালীন অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। দেশে দক্ষ জনবল তৈরির জন্য চলতি অর্থবছরে চলমান

কতিপয় কার্যক্রম, যেমন- ১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ (টিএসসি) স্থাপন প্রকল্প, ৪টি বিভাগীয় শহরে (সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ, রংপুর) ১টি করে মহিলা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপন, ২৩টি জেলায় পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপন এবং ৪টি বিভাগে (চট্রগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর) ১টি করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের কাজ আগামী অর্থবছরে অব্যাহত থাকবে।

১০১। সরকার মাদ্রাসার উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। মাদ্রাসা শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'নির্ধারিত মাদ্রাসাসমূহের উন্নয়ন' প্রকল্পের মাধ্যমে ১,৮০০টি মাদ্রাসার নতুন ভবন নির্মাণ, বিদ্যমান ৬৫৩টি মাদ্রাসার মাল্টিমিডিয়া রুম স্থাপন এবং মাদ্রাসা শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম চলমান থাকবে। 'মাদ্রাসা শিক্ষকদের শিক্ষণ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ' বিষয়ক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যা আগামী অর্থবছরেও চলমান থাকবে। এতে মাদ্রাসা শিক্ষা মূল শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে ও মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন সহজতর হবে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে শিক্ষার মূল স্রোতধারায় অন্তর্ভূক্ত করার অংশ হিসেবে বেসরকারীভাবে মাদ্রাসার উন্নয়ন খাতে বিভিন্ন উৎস হতে যে অর্থায়ন পাওয়া যায়, তার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

১০২। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৯ হাজার ১৫৪ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করছি, যা ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ছিল ৮ হাজার ৩৪৫ কোটি টাকা।

কৃষি খাত

মাননীয় স্পিকার

খাদ্য নিরাপত্তা

১০৩। বিশ্বব্যাপী করোনা দুর্যোগের কারণে খাদ্যশস্য উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা বাঁধাগ্রস্ত হয়ে খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও সরকারের সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের কারণে বাংলাদেশকে তেমন সমস্যার সম্মুখীন হতে

হয়নি। খাদ্যশস্যের বাজারদর নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সিটি কর্পোরেশন, জেলা সদর ও পৌরসভাসহ প্রায় ৭২৭টি স্থানে ওএমএস কার্যক্রমের মাধ্যমে চাল ও আটা বিতরণ করা হচ্ছে। বোরো ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত প্রায় ৫০ হাজার হেক্টর জমিতে বোরো হাইব্রিড ধান চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। আউশ, আমন ও বোরো ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিগত বছরের তুলনায় এ বছর উৎপাদন বেশি হবে বলে প্রাক্কলন করা হচ্ছে। আগামী ২০২১-২০২২ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে ২০.৫৫ লক্ষ মে. টন চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এটি পূর্ণমাত্রায় সংগ্রহ করে দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১০৪। সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের ধারণ ক্ষমতা ২৭ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত করার লক্ষ্য স্থির করেছিল। সে অনুযায়ী সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং রূপকল্প ২০২১ এর সাথে সমন্বয় করে দেশে আধুনিক খাদ্য গুদাম/সাইলো নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। যার ফলশ্রুতিতে দেশে সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের বিদ্যমান ধারণক্ষমতা প্রায় ২১.৮০ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে আরও প্রায় ৬.০০ লক্ষ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার আধুনিক খাদ্য গুদাম/সাইলো নির্মাণের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া রূপকল্প ২০৪১ এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী খাদ্যশস্যের সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বিদ্যমান গুদামের ধারণ ক্ষমতা বজায় রাখার লক্ষ্যে নতুন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কৃষি যান্ত্রিকীকরণ

১০৫। নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ অনুযায়ী খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষিকে আধুনিকায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণে ৩,০২০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। কৃষকদের কৃষিযন্ত্রের ক্রয়মূল্যের উপর ৫০ শতাংশ হতে ৭০ শতাংশ পর্যন্ত সহায়তার মাধ্যমে হ্রাসকৃত মূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হচ্ছে। এর ফলে কৃষি শ্রমিকের অপ্রতুলতা পরিস্থিতির

মোকাবেলা করা সম্ভব হয়েছে এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। এর আওতায় ২০১০ থেকে ২০২০ পর্যন্ত প্রায় ৬৯ হাজার ৮৬৮টি কম্বাইন্ড হারভেস্টর, রিপার, সিডার, পাওয়ার টিলারসহ কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। তাছাড়া কৃষি যান্ত্রিকীকরণের সুবিধার্থে ৬১ জেলায় ৫০ একর করে হাইব্রিড বোরো ধানের প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হয়েছে। একইসাথে করোনাকালে হাওর এলাকার শ্রমিক সংকট মোকাবেলা করে কৃষিযন্ত্রের মাধ্যমে দ্রুত ফসল কেটে আগাম বন্যা থেকে ফসল রক্ষা সম্ভব হয়েছে। খামার যান্ত্রিকীকরণ কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং মূল্য শৃঙ্খল (Value Chain) ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ করে একটি আধুনিক কৃষি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হবে।

কৃষি সহায়তা কার্যক্রম

১০৬। উপযুক্ত প্রযুক্তি ও ফসলের জাত উদ্ভাবন এবং হস্তান্তরের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিপণন ব্যবস্থা আধুনিকায়ন করে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও টেকসই আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার কৃষি খাতের উন্নয়নের জন্য নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করছে। কৃষি ভর্তুকি, সার-বীজসহ অন্যান্য কৃষি উপকরণ প্রণোদনা ও সহায়তা কার্ড, সেচ সুবিধা, শস্য বহুমুখীকরণ ও বিপণন, কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা ইত্যাদি সফল কার্যক্রমসমূহ কৃষি উৎপাদনের স্বার্থে আমরা অব্যাহত রাখবো। কৃষির উন্নয়নের জন্য স্বাভাবিক ভর্তুকির অতিরিক্ত হিসেবে কৃষিজাত সামগ্রী রপ্তানির ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ নগদ প্রণোদনা ও কৃষি ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ চালিত সেচযন্ত্রের ব্যবহারের জন্য বিদ্যুৎ বিলের উপর ২০ শতাংশ রিবেট প্রদান করা হচ্ছে। কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা বাবদ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৪১৩.৪৬ কোটি টাকার সার বীজসহ অন্যান্য কৃষি উপকরণ প্রণোদনা ও সহায়তা বাবদ ২ কোটি ৫ লক্ষ ৯৯ হাজার ৮৬৯ জনকে কৃষক কার্ডের মাধ্যমে প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, সম্প্রতি কালবৈশাখী ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ প্রায় এক লক্ষ বোরো চাষীদের এককালীন নগদ অর্থ সহায়তা বাবদ ২৫ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

১০৭। পতিত জমির ব্যবহারের মাধ্যমে ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং ৮০ হাজার হেক্টর অতিরিক্ত জমি চাষাবাদের

আওতায় আনা হয়েছে। মৌসুমি পতিত জমিকে আবাদের আওতায় এনে উৎপাদন বৃদ্ধি, বসতবাড়িসহ অন্যান্য পতিত জায়গায় সবজি ও ফল বাগান সৃজন ও শস্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৮.৮০ লক্ষ কৃষককে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতি ইঞ্চি জায়গা চাষের আওতায় আনয়ন ও পারিবারিক পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে ৩২টি করে সবজি-পুষ্টি বাগান সৃজন হচ্ছে। এতে ১ লক্ষ ৪১ হাজার ৭ শত ৯২ জন কৃষক ও তার পরিবার উপকৃত হবে। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী স্মরণে দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে আরও ১০০টি করে পারিবারিক পুষ্টি বাগান সৃজনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে সকল গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণ করে দিয়েছেন তাদেরকে পারিবারিক পুষ্টি বাগানের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষি

১০৮। কৃষিখাতের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমানে আমরা পরিবেশবান্ধব ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর উপযোগী কার্যক্রমের ওপর বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি। গবেষণার মাধ্যমে সহিষ্ণু প্রযুক্তি ও ফসলের জাত উদ্ভাবন এবং হস্তান্তরের কাজ চলছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণতার প্রভাব মোকাবেলার জন্য শস্যনিবিড়তা বৃদ্ধিসহ স্বল্প জীবনকাল-সম্পন্ন ফসল উৎপাদনের দিকে নজর দেয়া হচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় চর অঞ্চল, পাহাড়ী অঞ্চল, খরা ও লবণাক্ততা প্রবণ অঞ্চলে আউশ, আমন ও বোরো ধানের বিভিন্ন স্বল্প মেয়াদী জাতকে সম্পৃক্ত করে ১১ ধরণের শস্য বিন্যাসের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিশেষ করে খরাপ্রবণ এলাকায় স্বল্প মেয়াদী আমনের জাত সম্প্রসারণে উচ্চ ফলনশীল জাতের চাষাবাদ করা হচ্ছে। সেচ কাজে ভূ-গর্ভস্থ পানির পরিবর্তে ভূ-উপরিস্থ পানি এবং উন্নত প্রযুক্তির (Drip irrigation, sprinkler irrigation প্রভৃতি) ব্যবহার বাড়ছে। এছাড়াও জেনেটিক্যালি মোডিফাইড প্রযুক্তির প্রচলন, কৃষি খাতে Good Agricultural Practices পদ্ধতির সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ, এবং জৈব কৃষি পদ্ধতির প্রচলন করা হচ্ছে।

জাতীয় কৃষি নীতি প্রণয়ন

১০৯। গবেষণা, কৃষি শিক্ষা, বিপণন ও সম্প্রসারণ সেবার সাথে সম্পৃক্ত অংশীজনসহ কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তাদের চাহিদাভিত্তিক গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারণ এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের জন্য জাতীয় কৃষি নীতি ২০২০ প্রণীত হয়েছে। এ নীতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে সকল শ্রেণীর কৃষক ও উদ্যোক্তাদের চাহিদাভিত্তিক প্রযুক্তি ও তথ্য সেবা প্রদানের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঘাত সহনশীল, পরিবেশবান্ধব, নিরাপদ, টেকসই ও পুষ্টিসমৃদ্ধ লাভজনক ফসল উৎপাদন নিশ্চিত করা।

১১০। 'সমৃদ্ধ কৃষির অগ্রযাত্রায় সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি এবং এসডিজি বাস্তবায়ন' শীর্ষক পরিকল্পনা দলিল প্রনয়ণ করা হয়েছে। এ দলিলে কৃষি, খাদ্য ও পুষ্টি, খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে মোট ৬ টি থিমেটিক এরিয়া/কৌশল, যথাঃ (১) কৃষি গবেষণা ও উন্নয়ন; (২) গুণগতমানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ সরবরাহ ও প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ; (৩) কৃষি সম্প্রসারণ; (৪) সেচ কাজে পানি সম্পদের সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ; (৫) জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলা; এবং (৬) প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও মানবসম্পদ উন্নয়ন চিহ্নিত করা হয়েছে।

'কৃষকের বাজার'

১১১। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে কীটনাশকমুক্ত শাকসবজির যোগান দিতে যাত্রা শুরু করেছে ''কৃষকের বাজার''। সারা দেশে বর্তমানে ৪১টি জেলায় কৃষকের বাজার স্থাপন করা হয়েছে। ফলে কৃষকগণ কৃষি পণ্যের উপযুক্ত মূল্য পাচ্ছে।

১১২। শ্যামপুরে স্থাপিত ফাইটোস্যানেটারি প্রতিষ্ঠানটি রপ্তানিযোগ্য কৃষি ও কৃষিভিত্তিক পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক নির্দেশনায় Regional SAARC Seed Bank গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বে আম উৎপাদনে ৭ম স্থানে রয়েছে, এবং প্রতি বছর ১৬ শতাংশ হারে আমের উৎপাদন বাড়ছে। দেশী ফলের উন্নত জাত

সম্প্রসারণের পাশাপাশি দেশে চাষ উপযোগী বিদেশী ফল, যেমন ত্বীন, ড্রাগন, এভ্যোকাডো, আরবী খেজুর, রামবুটান, পার্সিমন এর চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে। পাহাড়ি এলাকায় কফি, কাজুবাদাম চাষ সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ

১১৩। দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে নতুন নতুন প্রযুক্তি ও জাত উদ্ভাবন, উদ্যোক্তা/খামারীদের উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ, আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সরবরাহ নিশ্চিতকরণে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ মাছ, মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে এবং দুধ উৎপাদনে অচিরেই স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ খাত দেশের অভ্যন্তরীণ আমিষের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য এবং প্রাণিজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। বিশ্বে ইলিশ উৎপাদনকারী ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১ম এবং তেলাপিয়া উৎপাদনে ৪র্থ ও এশিয়ার মধ্যে ৩য় স্থানে রয়েছে। মৎস্যখাতের উন্নয়নে আমাদের চলমান কার্যক্রম, যেমন- উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছ চাষ, বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ, মাছের প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য অভয়াশ্রম সৃষ্টি, জাটকা সংরক্ষণ, পরিবেশ-বান্ধব চিংড়ি চাষ ইত্যাদি অব্যাহত আছে। পাশাপাশি, মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির বাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্য মান-নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। গ্রামীণ মৎস্যচাষি, জেলে ও মৎস্যজীবীদের তথ্যপ্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে দেশব্যাপী জেলে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান এবং ডাটাবেজ তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।

নিরাপদ মৎস্য সম্পদ নিশ্চিতকরণে আইনী সংস্কার

১১৪। নিরাপদ ও মানসম্পন্ন মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের উৎপাদন এবং মান নিশ্চিত করা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। সেজন্য দেশে চিংড়ি উৎপাদনের সকল স্তরে উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice) এবং Hazard Analysis

& Critical Control Point (HACCP) ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কার্যকর করা হয়েছে। গুণগত মান বিষয়ক আন্তর্জাতিক চাহিদার আলোকে নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন নিশ্চিত করতে এ সংক্রান্ত অধ্যাদেশ রহিত করে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০২০ প্রণীত হয়েছে। এর কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিতকরণে বর্তমানে বিধিমালা প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়াও, ফিশ কোয়ারেন্টাইন বিধিমালা প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিরাপদ ও মানসম্মত চিংড়ি উৎপাদন নিশ্চিতকরণে স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন প্রসিডিউর ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়েছে।

১১৫। উৎপাদিত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য এবং প্রাণি ও প্রাণিজাত পণ্য বাজারজাতকরণে ভ্রাম্যমান বাজার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ভ্রাম্যমান ও অনলাইন বিক্রয় ব্যবস্থার মাধ্যমে কোভিড-১৯ মহামারিকালে এপ্রিল ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত মোট ৭,২৮৬ কোটি টাকা মূল্যের মাছ, মাংস, দুধ, ডিম এবং অন্যান্য মৎস্য ও প্রাণিজাত পণ্য বিক্রয় করা হয়েছে। করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ৪ লক্ষ ৭ হাজার ৪০২ জন ডেইরি ও পোল্ট্রি খামারিকে এবং ৭৮ হাজার ৭৪ জন মৎস্য খামারিকে নগদ, বিকাশ ও ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে ৫৬৮.৮৭ কোটি টাকা (প্রাণিসম্পদ খাতে ৪৬৮.৮৭ কোটি ও মৎস্য খাতে ১০০ কোটি) নগদ আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে।

১১৬। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মৎস্য সেক্টরের ওপর নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় ‘Community Based Climate Resilient Aquaculture Development Project in Bangladesh’ শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া ‘Climate Smart Agriculture and Water Management Project’ শীর্ষক একটি প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। হালদা নদীকে 'বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ' ঘোষণা করা হয়েছে। অধিক উৎপাদনক্ষম ও দেশি আবহাওয়ায় টেকসই শুভ্রাজাতের মুরগীর বাচ্চা খামারীদের মাঝে স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে। ভ্রাম্যমান মৎস্য ক্লিনিকের মাধ্যমে মাছ চাষে খামারী পর্যায়ে প্রযুক্তিগত সেবা প্রদান করা হবে। এছাড়া, দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ সংরক্ষণের লক্ষ্যে দেশব্যাপী জার্মপ্লাজম বিতরণের পরিকল্পনা রয়েছে।

১১৭। আগামী অর্থবছরে কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ২৪ হাজার ৯৪৮ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি, যা ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ছিল ২৪ হাজার ৬৮২ কোটি টাকা।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি

মাননীয় স্পিকার

১১৮। দেশের জনসংখ্যার ৫০ শতাংশের অধিক তরুণ, যে হার উন্নত বিশ্বে ২০-২৫ শতাংশের বেশি নয়। এছাড়া, প্রতি বছর প্রায় ২০ লক্ষাধিক মানুষ আমাদের শ্রম বাজারে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। অন্যদিকে, চলমান চতুর্থ শিল্প বিপ্লব দেশে-বিদেশে দক্ষ জনশক্তির জন্য নতুন নতুন কর্মসংস্থানের অভূতপূর্ব সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। পাশাপাশি, 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা', 'ভিশন ২০৪১' এবং 'ডেল্টা প্লান-২১০০' এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম দেশে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞানে পারদর্শী মানুষের বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। সরকারের সঠিক নীতি ও ফলদায়ী কর্ম পরিকল্পনার ফলে বাংলাদেশের তরুণ সমাজের একটি বড় অংশ ইতোমধ্যে এরূপ আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর কর্মসংস্থানের সুবিধা ভোগ করছে। যেমন, ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্য অর্জনে আইটি সেক্টরে এরই মধ্যে ১০ লাখ তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থান নিশ্চিত হয়েছে, এবং ২০২১ সালের মধ্যে আরও ১০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হবে।

১১৯। বর্তমান সরকার দেশে বিষয়ভিত্তিক কর্মসংস্থানের নীতি অনুসরণ করছে, যার আওতায় কর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় রেখে শিক্ষা কার্যক্রমের বিষয়বস্তু সংশোধন ও পুনর্বিন্যাস করে শিক্ষার সাথে শিল্পের নিশ্চিত যোগসূত্র স্থাপন করা হচ্ছে। এছাড়া, সরকার খাত ভিত্তিক কর্মসংস্থানের নীতি অনুসরণ করছে, যার অধীনে বৃহৎ সরকারি বিনিয়োগ এবং শিল্প ও বাণিজ্যে প্রণোদনা প্রদানের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনায় রাখা হচ্ছে।

শ্রমিক কল্যাণ ও কর্মপরিবেশ উন্নয়ন

১২০। শিল্প কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের কল্যাণ সাধন ও কর্মপরিবেশ উন্নয়ন সরকারের কর্মসংস্থান পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশ। কোভিড-১৯ সংক্রমণের প্রভাবে সৃষ্ট শ্রম পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং চলমান শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট এলাকার মালিক-শ্রমিক প্রতিনিধির সমন্বয়ে ২৩টি ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন করে ৬৪ জেলায় দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। মহামারির সময় শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বজায় রাখতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে দেশের অধিকাংশ কালকারখানা চালু রেখে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা সময়মতো পরিশোধ করা হয়েছে, এবং শ্রমিক ছাঁটাই ও শ্রমিকের কর্মহীনতা রোধে একাধিক প্রণোদনা প্যাকেজ গ্রহণ করা হয়েছে। শ্রমিকের কল্যাণ নিশ্চিতকরণ, রপ্তানিমুখী ও অন্যান্য শিল্প-কারখানার কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন, শিশু শ্রম নির্মূলকরণ এবং নারী শ্রমিকের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে আমাদের কার্যক্রম আগামীতে আরও জোরদার করা হবে।

মাননীয় স্পিকার

দক্ষতা উন্নয়ন

১২১। ক্রমবর্ধমান শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বহুমুখী শ্রমের চাহিদা পূরণ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শ্রমিকের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটানোর লক্ষ্যে সরকার দক্ষতার উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। শিল্পখাতের চাহিদাভিত্তিক অন্তর্ভুক্তিমূলক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার 'স্কিলস্ ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP)' বাস্তবায়ন করছে, যার মাধ্যমে ২০২৪ সালের মধ্যে ৮,৪১,৬৮০ জনকে ১১টি অগ্রাধিকারভুক্ত শিল্প ও সেবা খাতে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এছাড়া, দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে দেশের ২৮টি মন্ত্রণালয়ের অধীন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সমন্বয় সাধনের জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA) কাজ করছে।

NSDA দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতা প্রশিক্ষণ মান নির্ধারণ, প্রশিক্ষণার্থী ও অ্যাসেসরদের সনদায়ন, স্ট্যান্ডার্ড ও কারিকুলাম, সক্ষমতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ উপকরণ তৈরি, পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি প্রদান, পারস্পরিক দক্ষতার স্বীকৃতি ইত্যাদির মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে ভূমিকা রাখছে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান

১২২। বিদেশগামী কর্মীদের নিরাপদ অভিবাসন ও সম্মানজনক পেশা নিশ্চিতকরণ, বিশ্ব শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দক্ষ জনশক্তি তৈরিকরত: ব্যাপক বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং বৈধ পন্থায় প্রবাস আয়ের প্রবাহ নিশ্চিতকরণে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের সুফল মিলতে শুরু করেছে। বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারি সত্ত্বেও ২০২০ সালে ২,১৭,৬৬৯ জন বাংলাদেশী কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান হয়েছে। বাংলাদেশ প্রথাগত শ্রম বাজারের বাইরে পূর্ব ইউরোপের দেশ পোল্যান্ড, আলবেনিয়া, রোমানিয়া, স্লোভেনিয়া, বসনিয়া-হারজেগোবিনা, এবং এশিয়ার দেশ উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান, ভিয়েতমান ও কম্বোডিয়ায় নতুন শ্রমবাজার হিসেবে কর্মী প্রেরণ শুরু হয়েছে। নারী কর্মীদের বৈদেশিক কর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে ৩০ দিন ব্যাপী আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান, নারী কর্মী নির্বাচন এবং ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রম জেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণ ও বিকেন্দ্রীকরণ, বিএমইটিতে ‘নারী কর্মী অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল’ ও বিদেশে ‘সেফ হোম’ স্থাপনের ফলে তাদের বৈদেশিক কর্মসংস্থান উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২০ সালে করোনা মহামারির প্রকোপ থাকা সত্ত্বেও ২১,৯৩৪ জন বাংলাদেশী নারী কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান হয়েছে।

১২৩। বিদেশ গমনেচ্ছু, বিদেশগামী ও প্রত্যাগত কর্মীদের অভিবাসন বিষয়ক অভিযোগ বিভিন্ন মাধ্যমে গ্রহণ ছাড়াও পৃথক একটি পোর্টালের (www.ovijogbmet.org) মাধ্যমে গ্রহণপূর্বক নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। বিএমইটির কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট, ইমিগ্রেশন ম্যানেজমেন্ট,

এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট, হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টসহ ১৭টি মডিউল তৈরি করা হয়েছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন-২০১৩ অনুযায়ী Data Bank হতে কর্মী নিয়োগে পেশাভিত্তিক ডাটাবেজ তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় শৃংখলা বজায় রাখা ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত রিক্রুটিং এজেন্টসমূহের কার্যক্রম তদারকি করা হচ্ছে। ২০১৯ ও ২০২০ সালে রিক্রুটিং এজেন্টসমূহের বিরুদ্ধে ১,২৮৪টি অভিযোগ নিস্পত্তির মাধ্যমে ৫,৮৪,৭৪,০৪৮ টাকা আদায় করে ক্ষতিগ্রস্ত কর্মীদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে।

১২৪। দেশের অভ্যন্তরীণ কর্মসংস্থানের উপর চাপ কমাতে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ অনুযায়ী প্রতি উপজেলা হতে গড়ে ১ হাজার কর্মীকে বিদেশে প্রেরণসহ প্রতি বছর মোট ৭ লক্ষ হিসেবে তিন বছরে ২১ লক্ষ কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এজন্য ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জনবল সৃষ্টি, আরো ২২টি জেলায় জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস স্থাপন, প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণে বিদেশে আরো নতুন ৭টি শ্রম কল্যাণ উইং স্থাপন, এবং ৮টি বিভাগীয় শহরে বিভাগীয় কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের নিজস্ব ভবন স্থাপনসহ মাঠ পর্যায়ে বিশ্ব মানের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সুবিধা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে সরকার বিস্তারিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

প্রবাস আয়ে রেকর্ড প্রবৃদ্ধি

১২৫। চলতি অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত প্রবাস আয় এসেছে ২২.৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যেক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি ৪০.১ শতাংশ। মূলতঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রবাস আয়ের উপর ২ শতাংশ হারে নগদ প্রণোদনা অব্যাহত রাখা এবং অর্থ প্রেরণ প্রক্রিয়া সহজীকরণ করার ফলে প্রবাস আয়ের ক্ষেত্রে এ ঈর্ষণীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভবপর হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারি কালে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দাজনিত কারণে রপ্তানি বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি নিয়ে আমরা যখন অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, তখন প্রবাস আয়ের এ অভাবনীয় সাফল্য আমাদেরকে স্বস্তির মধ্যে রেখেছে।

সামগ্রীক বাস্তবতায় এবং বৈধ পন্থায় প্রবাস আয় প্রেরণকে উৎসাহিত করতে আগামী অর্থবছরেও এখাতে ২ শতাংশ হারে নগদ প্রণোদনা অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি। পাশাপাশি, ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাস আয় প্রবাহ বৃদ্ধিতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বিশেষ 'প্যাকেজ কর্মসূচি' চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

মাননীয় স্পিকার

করোনা মহামারির সময়ে জীবন-জীবিকার সুরক্ষা ও দারিদ্র্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ

১২৬। সরকার দারিদ্র্য বিমোচনে সাহসী, দৃঢ়, জনকেন্দ্রিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দারিদ্র্য দূরীকরণে লাগসই কৌশলসমূহ, যেমন- দারিদ্র্যের ঝুঁকিতে থাকা মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বলয় সম্প্রসারণ, আর্থিক প্রণোদনা, ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে উৎসাহ প্রদান, নারী ও যুব প্রশিক্ষণ, নারী-পুরুষের সমতা আনয়ন, আইসিটি ও ডিজিটাল পদ্ধতির ব্যবহার, কার্যকর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচি ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করে ঘুরে দাঁড়ানোর সক্ষমতা বিনির্মাণ, ইত্যাদির প্রয়োগে আমাদের সাফল্য বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য বিশেষজ্ঞদের নজর কেড়েছে। সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে আগামী ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১২.৩ শতাংশে এবং অতি দারিদ্র্যের হার ৪.৫ শতাংশে নামিয়ে আনা।

১২৭। চলমান করোনা মহামারি পরিস্থিতি বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সাময়িকভাবে হলেও যে স্থবিরতা সৃষ্টি করেছে, তা দারিদ্র্য দূরীকরণে আমাদের চলমান অগ্রগতিকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করেছে। তবে রপ্তানিমুখী শিল্পকারখানার শ্রমিকদের বেতন প্রদান, সিএমএসএমই খাতসহ অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্থ শিল্প ও সেবাখাতে সুদ ভর্তূকিসহ স্বল্পসুদে চলতি মূলধনের যোগান, অতি দরিদ্র মানুষের মধ্যে নগদ অর্থ বিতরণ, বিনামূল্যে ও স্বল্পমূল্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি ও গৃহহীন মানুষের জন্য গৃহনির্মাণ কার্যক্রমের পরিধি সম্প্রসারণ এবং বিশেষায়িত ব্যাংক ও পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে

কর্মসৃজন কার্যক্রমসহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে দূরদর্শী ও সময়োচিত প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন, তা শ্রমজীবী মানুষের চাকুরি টিকিয়ে রাখতে ও অসহায় দরিদ্র মানুষকে ক্ষুধা হতে সুরক্ষা দিয়েছে। ফলে করোনাকালে বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি ততটা বিপর্যয়ের মধ্যে নিপতিত হয়নি। অন্যদিকে, কোভিড-১৯ মহামারির সাম্প্রতিক দ্বিতীয় ঢেউয়ের ফলে দেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতির উপর যে সম্ভাব্য প্রভাব পড়তে পারে, তা মোকাবেলার জন্যও সরকার কার্যকর ও সচেতন কর্মসূচি গ্রহণ করছে।

সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম

১২৮। আপনি অবগত আছেন যে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবন লালিত স্বপ্ন ছিল দেশের দরিদ্র, অসহায়, দু:স্থ ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে একটি মানবিক, সমৃদ্ধ ও শক্তিমান বাংলাদেশ গড়ে তোলা যা পুরো বিশ্বের কাছে কল্যাণ রাষ্ট্রের উদাহরণ হিসেবে পরিগণিত হবে। জাতির পিতার শাসন আমলেই বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য সর্বপ্রথম সরকারিভাবে সামাজিক নিরাপত্তাকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সে সময়ে ভিজিডি এবং কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি চালুসহ মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও নির্যাতিতা নারীদের সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় আনা হয়। এছাড়া, দরিদ্র মানুষের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমও সে সময়ে শুরু হয়। জাতির পিতার দেখানো পথ ধরে আমরা পরবর্তীতে সামাজিক সুরক্ষা বলয়কে আরো সম্প্রসারিত করেছি। ১৯৯৭-১৯৯৮ অর্থবছরে দেশে প্রথমবারের মতো বয়স্কভাতা এবং ১৯৯৮-১৯৯৯ অর্থবছরে বিধবা, স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের জন্য ভাতাসহ নানা ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি চালু করা হয়। ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু করা, ২০১০-২০১১ অর্থবছরে কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা এবং ২০১৩-২০১৪ অর্থবছর হতে সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাকে মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রম চালু করা করা হয়।

মাননীয় স্পিকার

১২৯। কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারির প্রাদুর্ভাবের কারণে জীবন রক্ষার্থে আমাদের দেশের সকল জনগণকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হচ্ছে। এর ফলে নিম্ন আয়ের শ্রমজীবী এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজে নিয়োজিত অনেক মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে। করোনাভাইরাসজনিত কারণে কর্মহীনতা ও আয়ের সুযোগ হ্রাসের কবল থেকে দেশের অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা দিতে আমাদের সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতা বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ

১৩০। বিগত ২০২০ সালে করোনা মহামারির কারণে যে সকল নিম্ন আয়ের মানুষ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এবং কর্মহীন হয়ে পড়ে তাদেরকে সহায়তার জন্য 'নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান' কর্মসূচি চালু করা হয়। করোনা মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত ৩৫ লক্ষ নিম্ন আয়ের পরিবারকে পরিবার প্রতি ২ হাজার ৫০০ টাকা করে আমরা মোট ৮৮০ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছি। এবছরও করোনার তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ায় আমাদেরকে লকডাউন কর্মসূচিতে যেতে হয়েছে। নিম্ন আয়ের শ্রমজীবী মানুষ যাতে আর্থিকভাবে কষ্ট না পায়, সে জন্য আমরা এবছর ঈদুল ফিতরের আগে একইভাবে ৩৫ লক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে নগদ ২ হাজার ৫০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছি।

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে শোষণ ও হয়রানি হতে সুরক্ষা

১৩১। দেশের প্রতিটি গ্রামে তহবিল সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রাম্য ফড়িয়া ও দাদন ব্যবসায়ীদের সুদের ব্যবসা বন্ধ করে প্রান্তিক কৃষক, দিনমজুর প্রভৃতি শ্রেণির মানুষকে হয়রানী ও শোষণের হাত হতে রক্ষার কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এছাড়া, সরকার পিছিয়ে পড়া ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের সাংগঠনিক শক্তিকে মজবুত করতে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট ও শারীরিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ ট্রাস্টকে উদার পৃষ্ঠপোষকতা দান করে আসছে।

১৩২। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে থেরাপিউটিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের ৬৪টি জেলা ও ৩৯টি উপজেলায় মোট ১০৩টি 'প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র' চালু রয়েছে। এ সকল কেন্দ্র হতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে থেরাপিউটিক, কাউন্সেলিং ও রেফারেল সেবা এবং সহায়ক উপকরণ প্রদান করা হয়। এছাড়া, সুবিধাবঞ্চিত ও বিপন্ন সকল শিশুর সুরক্ষার জন্য 'শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন' কেন্দ্রসমূহ সমগ্র দেশে কাজ করে যাচ্ছে। এ দুটি কার্যক্রমে আগামী ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৯২ কোটি ২১ লাখ টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়াও দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা, কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা, ভিজিডি কার্যক্রম, পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম, অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ ভাতা, শিক্ষা উপবৃত্তি ও প্রশিক্ষণ, ক্যান্সার, কিডনী ও লিভার সিরোসিস রোগীদের সহায়তা, চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি, ইত্যাদি কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ

১৩৩। মুক্তিযোদ্ধাগণ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। দেশ মাতৃকার সেবায় মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান জাতি চিরদিন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য সম্বলিত Management Information System প্রস্তুত করে G2P প্রক্রিয়ায় সকল বীর মুক্তিযোদ্ধার সম্মানী ও অন্যান্য ভাতা বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরাসরি ভাতাভোগীর ব্যাংক হিসাবে প্রদান কার্যক্রম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে শুভ উদ্বোধন করেছেন। এছাড়া, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদ আবাসন নিশ্চিত করতে তাঁদের জন্য ৪ হাজার ১২২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩০ হাজার 'বীর নিবাস' নির্মাণ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি জেলা-উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্পের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বাজেট প্রস্তাবনা

১৩৪। আমি এখন আগামী অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতের নিম্নলিখিত

ক্ষেত্রে আওতা বাড়ানোর প্রস্তাব করছি:

- চলতি অর্থবছরে সর্বাধিক দারিদ্র্যপ্রবণ ১১২টি উপজেলায় বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী দরিদ্র প্রবীণ ব্যক্তিকে শতভাগ 'বয়স্ক ভাতার' আওতায় আনা হয়েছে। আগামী ২০২১-২০২২ অর্থবছর হতে 'বয়স্ক ভাতা' কার্যক্রমে উপকারভোগীর কভারেজ বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী প্রাপ্য শতভাগ বয়স্ক মানুষকে অতি উচ্চ ও উচ্চ দারিদ্র্যভুক্ত গ্রুপের আরও ১৫০টি উপজেলায় সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। এতে করে ৮ লক্ষ জন নতুন উপকারভোগী যোগ হবে এবং এ খাতে ৪৮১ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান করা হবে;
- চলতি অর্থবছরে সর্বাধিক দারিদ্র্যপ্রবণ ১১২টি উপজেলায় বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাকে শতভাগ 'বিধবা, স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের জন্য ভাতা কার্যক্রম' এর আওতায় আনা হয়েছে। আগামী ২০২১-২০২২ অর্থবছর হতে এ কার্যক্রমে উপকারভোগীর কভারেজ বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী প্রাপ্য শতভাগ বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাকে অতি উচ্চ ও উচ্চ দারিদ্রভুক্ত গ্রুপের আরও ১৫০টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হবে। এতে করে ৪ লক্ষ ২৫ হাজার জন নতুন উপকারভোগী যোগ হবে এবং এ খাতে ২৫৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান করা হবে;
- সর্বশেষ প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ অনুযায়ী অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা ভোগীর সংখ্যা ২ লক্ষ ৮ হাজার জন বৃদ্ধি পাবে। যার ফলে, ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এ বাবদ ২০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রয়োজন হবে।
- বিগত ফেব্রুয়ারি মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক সম্মানী ভাতা ২০ হাজার টাকায় উন্নীত করার ঘোষণা দেন। সে অনুযায়ী বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের সম্মানী ভাতা আগামী ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১২ হাজার টাকা হতে ২০ হাজার টাকায় উন্নীত করা হচ্ছে। এতে বরাদ্দ বাড়বে ১ হাজার ৯২০ কোটি টাকা।

১৩৫। বর্তমান সরকার দরিদ্র জনগণের অবস্থা উন্নয়নে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে

প্রতিবছর বরাদ্দ বৃদ্ধি করে চলেছে। ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা বলয় খাতে বরাদ্দ ছিল ১৩ হাজার ৮৪৫ কোটি টাকা, যা ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রায় ৭ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৯৫ হাজার ৫৭৪ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। আগামী ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে মোট ১ লক্ষ ৭ হাজার ৬১৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি, যা বাজেটের ১৭.৮৩ শতাংশ এবং জিডিপির ৩.১১ শতাংশ।

স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন

মাননীয় স্পিকার

গ্রামীণ জনপদে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সহায়তা

১৩৬। গ্রামীণ জনপদে কোভিড-১৯ এর অভিঘাত মোকাবেলায় স্থানীয় সরকার বিভাগ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৩২৮টি পৌরসভার অনুকূলে ১৪ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করেছে। উক্ত অর্থ দিয়ে পৌর এলাকার হাট-বাজার, বাস স্টেশন, রাস্তা-ঘাট, স্কুল-কলেজ, সাধারণ জনগণ ও ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিনামূল্যে মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, সাবান সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া 'লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট-৩' এর আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৪,৫৬৮টি ইউনিয়ন পরিষদে ২০ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে যার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণ এবং মোট ৬,৭৩,১০০টি পরিবারের মধ্যে মাস্ক, স্যানিটাইজার, সাবান/হ্যান্ডওয়াশ, ব্লিচিং পাউডার বিতরণ করা হয়েছে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় নিয়মিত হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসহ উল্লেখযোগ্য স্থানে ৩,০০০টিরও বেশি হাত ধোয়ার বেসিন স্থাপন করা হয়েছে।

আমার গ্রাম আমার শহর

১৩৭। নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ তে প্রতিশ্রুত এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অন্যতম প্রধান দর্শন 'আমার গ্রাম আমার শহর' ধারণাটির বাস্তবায়নে

সরকার অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এ পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো সামগ্রিকভাবে একটি উন্নত জীবনযাত্রার জন্য যে ব্যবস্থাপনা মানুষের প্রয়োজন এবং শহরে যেগুলো পাওয়া যায়, সেগুলো সবকিছুই গ্রামে করা হবে। এর অধীনে, উন্নত রাস্তাঘাট, যোগাযোগ, সুপেয় পানি, আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা ও সুচিকিৎসা, মানসম্পন্ন শিক্ষা, উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ বৃদ্ধি, কম্পিউটার ও দ্রুতগতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সুবিধা, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামসহ মানসম্পন্ন ভোগ্যপণ্যের বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামে আধুনিক শহরের সকল সুবিধাদি প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হবে। গ্রামে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ বাড়ানো ও নির্ভরযোগ্য করার লক্ষ্যে গ্রুপভিত্তিতে বায়োগ্যাস প্লান্ট ও সৌরশক্তি প্যানেল বসানোতে উৎসাহ ও সহায়তা দেয়া হবে। গ্রাম পর্যায়ে কৃষিযন্ত্র সেবা কেন্দ্র, ওয়ার্কশপ স্থাপন করে যন্ত্রপাতি মেরামতসহ গ্রামীণ যান্ত্রিকায়ন সেবা সম্প্রসারণ করা হবে এবং এসবের মাধ্যমে গ্রামীণ যুবক ও কৃষি উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান করা হবে। অ-কৃষি খাতের এসব সেবার পাশাপাশি হাল্কা যন্ত্রপাতি তৈরি ও বাজারজাত করতে বেসরকারি খাতের প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ সুবিধাসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া হবে।

১৩৮। গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙা করার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চলমান গতিধারা বজায় রাখার লক্ষ্যে এ মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে "আমার গ্রাম আমার শহর" শীর্ষক একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ইতোমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে, যার আওতায় ১৫টি গ্রামকে পাইলট হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবমুক্ত সড়ক ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ; উপজেলা মাস্টার প্লান তৈরি করা ও তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে নাগরিক সুবিধা সম্প্রসারণ; প্রতিটি গ্রামে সুপেয় পানির ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ (লবণাক্ত পানির ঝুঁকিপূর্ণ চর এলাকা, আর্সেনিকের ঝুঁকির এলাকা, পাহাড়ী ও হাওর এলাকাসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহের বিশেষ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ) ও পর্যায়ক্রমে গ্রামে পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা; গ্রামীণ প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র/বাজার উন্নয়ন ও গ্রামের জন্য কার্যকরী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা; প্রতিটি গ্রামে কমিউনিটি স্পেস এবং বিনোদনের ব্যবস্থা সম্বলিত অবকাঠামো নির্মাণ

করা; এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃজনকল্পে ইতিবাচক পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হবে।

পল্লী সড়ক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা

১৩৯। গ্রামীণ অর্থনীতির সঞ্চালন এবং পল্লী জনজীবনের সুযোগ সুবিধা ধারাবাহিকভাবে বিকশিত করার ক্ষেত্রে পল্লী সড়ক উন্নয়নের বিকল্প নেই। উন্নত পল্লী সড়ক নিশ্চিত করা গেলে অন্য সকল আর্থ-সামাজিক অভীষ্ট, যেমন শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে প্রবেশগম্যতা, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর উন্নয়ন ও ব্যবসা উদ্যোগ ইত্যাদির অর্জন সহজতর হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে গ্রামাঞ্চলে সড়ক নেটওয়ার্ক কভারেজ ৩৫.৭৫ শতাংশ থেকে ৩৬.৭৫ শতাংশে উন্নীত করার প্রতিশ্রুতি শতভাগ বাস্তবায়িত হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, বর্তমান সরকারের বিগত ১২ বছর সময়কালে অর্থাৎ জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত সময়ে সারা দেশে মোট ৬৩,৭৪৭ কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। এতে দেশের মোট উপজেলা সড়কের ৯৪ শতাংশ, ইউনিয়ন সড়কের ৭৯.৩২ শতাংশ এবং গ্রাম সড়কের ২৪ শতাংশ নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত সময়ে সরকার গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নে ৩,২১,৩২২ মিটার নতুন ব্রীজ নির্মাণ করেছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে উন্নয়নের সুফল দ্রুত পৌঁছে দিতে উক্ত সময়ে ৮০,৮২৫ কি.মি. পাকা পল্লী সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, এবং গ্রামীণ সড়কে ৩৭৫টি দীর্ঘ সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া, গ্রামীণ জনগণের কাছে সরকারি সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য এসময়ে ১,৪৩৮টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ, ৩৪৬টি উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ, ২,১৫৪টি গ্রোথ সেন্টার ও হাট-বাজার উন্নয়ন এবং ১,৭৬২টি সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ করা হয়েছে।

১৪০। সরকারের লক্ষ্য হলো দ্রুত সম্প্রসারণশীল গ্রামীণ অর্থনীতির জন্য ব্যস্ত গ্রামীণ সড়কসমূহকে ডাবল লেনে উন্নীতকরণ, উহার টেকসই রক্ষণাবেক্ষণ এবং সড়ক যোগাযোগবিহীন গ্রামসমূহে দ্রুত যোগাযোগ স্থাপন। আগামী ২০২১-২০২২ অর্থবছরে পল্লী সেক্টরে কোর রোড নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণসহ মোট ৩,১৪০ কিলোমিটার নতুন সড়ক নির্মাণ এবং এ সকল সড়কে ১৮,৫০০ মিটার

ব্রিজ/কালভার্ট সম্প্রসারণ/নির্মাণ করা হবে। নির্মিত গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো টেকসই করার জন্য ৮,৫০০ কিলোমিটার পাকা সড়ক এবং ৩,৮০০ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। এ ছাড়া গ্রামীণ অর্থনীতি সঞ্চালন, দ্রুত বিকাশ, কর্মসংস্থান তৈরি এবং সাপ্লাই চেইনকে প্রভাবিত করে কৃষি-অকৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য ১৩০টি গ্রোথ সেন্টার তথা হাট বাজার উন্নয়ন করা হবে। এসব কার্যক্রমের ফলে গ্রামাঞ্চলে সড়ক নেটওয়ার্ক কভারেজ ৩৬.৭৫ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮.৫০ শতাংশে উন্নীত হবে। পাশাপাশি, নগর অঞ্চলে ৭৭০ কিলোমিটার রাস্তা ও ফুটপাত নির্মাণ, এবং ২৫০ কিলোমিটার ড্রেন নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আগামী ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৮৯০ লক্ষ জনদিবস প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান এবং অবকাঠামো তৈরির ফলাফল হিসাবে বিশাল পরোক্ষ কর্মসংস্থান তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হবে।

১৪১। ৭ হাজার ৮৮৫ কোটি ২৭ লাখ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে সারাদেশে 'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্পের আওতায় ৫৬.৭৯ লক্ষ পরিবারকে উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচন, ১ লাখ ২০ হাজার ৪৬৫টি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন এবং সমিতিতে আবর্তক ঋণ তহবিল বাবদ ২,৯৯১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের অধীনে গ্রামীণ অর্থনীতিতে ক্রমপুঞ্জিত বিনিয়োগের পরিমাণ ১০,৮০৮ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা। পারিবারিক বলয়ে ৩২.৪৯ লাখ আয়বর্ধক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষি খামার সৃজিত হয়েছে। উপকারভোগীদের কৃষিজ উৎপাদনে বিভিন্ন ট্রেড ভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ২ লাখ ৭৪ হাজার ৫১৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রান্তিক পর্যায়ে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃজনের জন্য বাছাইকৃত ৬৪,২৩৫ জন গ্র্যাজুয়েট সদস্যদের মাঝে মোট ৩২১ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা এসএমই ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া এ প্রকল্পের অধীন প্রতিষ্ঠিত পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রকল্পভুক্ত প্রায় ৫৭ লক্ষ সদস্যের দারিদ্র্য বিমোচনে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে এবং তাদেরকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তায় পরিণত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

১৪২। আগামী অর্থবছরে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন খাতে ৪১ হাজার ১০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি যা ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ছিল ৩৮ হাজার ৩৩৮ কোটি টাকা।

শিল্পায়ন ও বাণিজ্য

মাননীয় স্পিকার

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন

১৪৩। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান (এসএমই) সমূহের গুরুত্ব অপরিসীম। স্বল্প পুঁজি ও স্বল্প উৎপাদনকাল নির্ভর এসএমই খাতে সকলের অংশগ্রহণের সমান সুযোগ তৈরির জন্য সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। গ্রামীণ ও প্রান্তিক পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তা তৈরির জন্য, বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তা ও শিল্প-শ্রমিক তৈরির লক্ষ্যে সরকার অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সরকার করোনাভাইরাস মহামারিজনিত অর্থনৈতিক প্রভাব কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে মাইক্রো, কটেজ এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ২০ হাজার কোটি টাকার স্বল্প সুদে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদানসহ একাধিক প্রণোদনা প্যাকেজ গ্রহণ করেছে, যার সিংহভাগ ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন হয়েছে। এসএমই খাতে সরকারের এসব পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হলে জাতীয় অর্থনীতিতে এ খাতের অবদান ২০২৪ সালের মধ্যে শতকরা ৩২ ভাগে উন্নীত হবে মর্মে আশা করা যায়।

রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও রপ্তানি পণ্যের মানোন্নয়ন

১৪৪। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও বৈদেশিক বাণিজ্যিক মিশনসমূহ রপ্তানি বাণিজ্যে গতিশীলতা আনয়ন এবং প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সুসংহত করার নিমিত্ত রপ্তানি পণ্য ও সেবা বহুমুখীকরণ ও মানোন্নয়নের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ, সুসংহতকরণ, এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় পণ্য ও সেবা পরিচিতকরণের লক্ষ্যে বাণিজ্যমেলা ও একক পণ্য প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। দেশ ও বিদেশের ক্রেতা ও আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট বাংলাদেশী পণ্য ও সেবা প্রদর্শনের জন্য সরকার পূর্বাচল নতুন শহর এলাকায় বিশাল পরিসরে একটি সর্বাধুনিক প্রদর্শনী কেন্দ্র নির্মাণ করেছে, যেখানে সামনের দিনগুলোতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ও অনুরূপ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে।

স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর

১৪৫। স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের পর বৈশ্বিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দ্বিপাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) ও অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) সম্পাদনের নীতি গ্রহণ করেছে। ৬ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রি: ভুটানের সাথে বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক পিটিএ স্বাক্ষর করেছে। এই চুক্তির আওতায় ভুটানের ৩৪টি পণ্য বাংলাদেশের বাজারে ও বাংলাদেশের ১০০টি পণ্য ভুটানের বাজারে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে। নেপালের সাথে পিটিএ নেগোসিয়েশন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার সাথে দ্বিপাক্ষিক পিটিএ স্বাক্ষরের লক্ষ্যে আনুষ্ঠানিক আলোচনায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। শ্রীলংকার সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে যৌথ সমীক্ষার কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া, এফটিএ/পিটিএ স্বাক্ষরের লক্ষ্যে বাংলাদেশের জন্য বাণিজ্য সম্ভাবনাময় বিভিন্ন দেশ, যেমন- মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, জাপান, ইউরেশিয়ান ইকোনমিক কমিশন-এর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে এবং চীন, মিয়ানমার, নাইজেরিয়া, মালি, মেসিডোনিয়া, মরিশাস, জর্ডান, যুক্তরাষ্ট্র, ইরাক ও লেবানন এর সাথে বাংলাদেশের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হচ্ছে। ভারতের সাথে Comprehensive Economic Partnership Agreement সম্পাদনের বিষয়ে যৌথ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১৪৬। বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করে ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ বাধা দূরীকরণের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৪৪টি দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। রপ্তানিতে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার পূর্ববর্তী অর্থবছরের ন্যায় ৩৬টি পণ্যে রপ্তানি প্রণোদনা অব্যাহত রেখেছে। সরকার করোনাভাইরাস মহামারি পরবর্তী সময়ে রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৭টি পণ্যকে সুনির্দিষ্ট করেছে যা ২০২৬ সালে বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের পর রপ্তানির প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে জোরালো ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

চামড়া ও পাদুকা শিল্প

১৪৭। বিসিকের চামড়া শিল্পনগরী প্রকল্পটির মাধ্যমে ঢাকা মহানগরী ও বুড়িগঙ্গা নদীর পরিবেশ দূষণ রোধে রাজধানীর হাজারীবাগস্থ ট্যানারি শিল্পসমূহকে সাভারে পরিবেশবান্ধব স্থানে স্থানান্তর করা হয়েছে। এ প্রকল্পে সাভারে ২০০ একর জমিতে উন্নত প্লট তৈরির মাধ্যমে ট্যানারি শিল্পসমূহ স্থানান্তরের লক্ষ্যে ১৫৫টি শিল্প ইউনিট/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে এ চামড়া শিল্পনগরীতে মোট কাজের ৯৭ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। সাভারে চামড়া শিল্পনগরী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের বিসিক এর অধীনে রেজিষ্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানি এর মাধ্যমে Dhaka Tannery Industrial Estate Water Treatment Plan Company Ltd নামে একটি কোম্পানী গঠন করা হয়েছে।

১৪৮। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য শিল্প দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী গুরুত্বপূর্ণ খাত। এ খাতে প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ৬ লাখ এবং পরোক্ষভাবে আরও ৩ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান জড়িত। বাংলাদেশের মোট রপ্তানির মধ্যে এ খাতের অবদান ৪ শতাংশ। বিশ্বব্যাপী চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা খাত খুব দ্রুত সম্প্রসারিত হলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ হতে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধির হার নিম্নমুখী। সে কারণে এ শিল্পের উন্নয়নের জন্য ইতোমধ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন, হাজারীবাগ থেকে ট্যানারিসমূহে সাভার চামড়া শিল্পনগরীতে স্থানান্তরিত হয়ে উৎপাদন শুরু করেছে। বিশেষ করে চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে চামড়া শিল্পনগরী স্থাপন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

পাট শিল্প

১৪৯। প্রাকৃতিক ও পরিবেশ সহায়ক তন্তু হিসেবে দেশে ও বিদেশে পাটের চাহিদা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে পাট খাতের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে পূর্ণ মাত্রায় কাজে লাগানোর লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। পাটের ব্যবহার বহুমুখীকরণে সরকার নানামুখী গবেষণা, উদ্ভাবন ও প্রচারণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। পাট ও পাটজাত পণ্যের

রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে সরকার দেশে ও বিদেশে পাট ও পাটজাত পণ্যের মেলা আয়োজন অব্যাহত রেখেছে। পাট খাতে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে রপ্তানি প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লোকসানি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব পাটকলসমূহ বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং সেগুলো বেসরকারি উদ্যোক্তাগণের মাধ্যমে চালু করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে বন্ধ ঘোষিত সরকারি পাটকলসমূহের শ্রমিক-কর্মচারীগণকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ঔষধ শিল্প

১৫০। বাংলাদেশে বর্তমানে দেশীয় চাহিদার প্রায় ৯৭ শতাংশের বেশি ঔষধ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হচ্ছে। এর পাশাপাশি ৪৩টি কোম্পানির বিভিন্ন প্রকারের ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের প্রায় ৯২টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। আমাদের ঔষধ শিল্পের আরো উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়াতে সকল ধরনের অবকাঠামোগত সুবিধা এবং কেন্দ্রীয় বর্জ শোধনাগারসহ একটি এপিআই শিল্প পার্ক স্থাপন সমাপ্ত হয়েছে। বাংলাদেশের ঔষধ শিল্পের নিজস্ব এপিআই (Active Pharmaceutical Ingredient) না থাকায় ব্যবহৃত এপিআই এর প্রায় ৯৫ শতাংশ আমদানি করতে হয়। আমদানি নির্ভর কাঁচামালের উপর ভিত্তি করে আমাদের ঔষধ শিল্প টেকসই হবে না। অন্যদিকে, এলডিসি হতে উত্তরণের কারণে ঔষধ শিল্পখাতে বিদ্যমান TRIPS ওয়েভার সুবিধার পরিসমাপ্তিতে আগামীতে ঔষধের মূল্য বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য দেশীয়ভাবে ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদন করা আবশ্যক। এ প্রেক্ষাপটে এপিআই খাতে টেকসই শিল্পায়নের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, রপ্তানি বহুমুখীকরণ এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে 'জাতীয় এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক (Reagents) উৎপাদন ও রপ্তানি নীতি' প্রণয়ন করা হয়েছে।

তৈরিপোশাক শিল্প

১৫১। বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ তৈরিপোশাক খাত হতে অর্জিত

হয়। মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়নে এ খাত গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়া, তৈরিপোশাক শিল্পের কল্যাণে বিভিন্ন সহায়ক সেবা খাত, যেমন ব্যাংক, বীমা, আইটি, পরিবহন, পর্যটন ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। তৈরিপোশাক খাতের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে এ শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের দক্ষতা বর্ধনে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ব্যবস্থাপনায় ২০ কোটি টাকার একটি ঘুর্ণায়মান তহবিল গঠন করা হয়েছে, যার আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে তৈরিপোশাক খাতের ১০ হাজার ৯৮০ শ্রমিক-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি, অর্থ বিভাগের চলমান স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামের মাধ্যমে বস্ত্র ও তৈরি পোষাক খাতের এক লক্ষ নতুন চাকুরিপ্রার্থী শ্রমিককে দক্ষতা প্রশিক্ষণ দিয়ে চাকুরির সংস্থান করা হয়েছে, যার মধ্যে ৬২ শতাংশই নারী শ্রমিক এবং ৩৫ হাজার কর্মরত শ্রমিককে উচ্চতর স্কিলস প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় বস্ত্র ও তৈরি পোশাক খাতের জন্য মিড লেভেল ম্যানেজার গড়ে তোলার লক্ষ্যে কর্মরত ম্যানেজারদের জন্য দেশের শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষায়িত ম্যানেজমেন্ট কোর্স চালু করা হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

১৫২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বস্ত্র ও তৈরি পোশাক শিল্প খাতে বিদ্যমান বিভিন্ন রপ্তানি প্রণোদনার সাথে ১ শতাংশ হারে অতিরিক্ত প্রণোদনা প্রদান শুরু হয়, যার ফলে উক্ত খাত করোনাভাইরাসজনিত মহামারির প্রভাব সফলভাবে মোকাবেলায় সক্ষম হয়েছে। চলতি অর্থবছরে এ ধারা অব্যাহত রাখার ফলে বস্ত্র ও তৈরিপোশাক শিল্প খাত ঘুরে দাঁড়ায় এবং বিশ্বব্যাপী করোনা পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আশানুরূপ রপ্তানি অর্জন করে। এ কারণে আগামী অর্থবছরেও আমি ১ শতাংশ হারে এই অতিরিক্ত রপ্তানি প্রণোদনা অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি।

ই-কমার্স

১৫৩। বাংলাদেশে ই-কমার্স ব্যবসার প্রসার ঘটাতে এবং ই-কমার্স খাতে নতুন

উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে "ই-বাণিজ্য করবো, নিজের ব্যবসা গড়বো" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো ই-কমার্স বিষয়ে নতুন উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং দেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে ই-কমার্স বিষয়ক ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা। এর আওতায় ৫ হাজার নতুন উদ্যোক্তাকে ই-কমার্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে প্রায় ৩,৫০০ উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেকটিভিটি প্রকল্পের আওতায় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে মহিলা উদ্যোক্তাদের কাট-ফ্লাওয়ার, এগ্রো-প্রসেসিং ও আইসিটি স্কিল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

পর্যটন শিল্প

১৫৪। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পকে একটি উন্নত, টেকসই, ও সমৃদ্ধ খাত হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সরকার নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পর্যটন খাতে করোনাভাইরাস মহামারির নেতিবাচক প্রভাব কাটিয়ে ওঠার জন্য সরকার স্বাস্থ্য বিধি মেনে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পর্যটন কার্যক্রম সচল রাখার জন্য একটি standard operating procedure প্রণয়ন করেছে। অধিকন্তু, বাংলাদেশের প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, ইত্যাদি তীর্থস্থানসমূহের অবকাঠামো উন্নয়নসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

অপার সম্ভাবনাময় সুনীল অর্থনীতি

১৫৫। বাংলাদেশকে অপার সম্ভাবনাময় সুনীল অর্থনীতি হাতছানি দিচ্ছে। বঙ্গোপসাগরের ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে অবস্থিত এ বিশাল সমুদ্রসম্পদের সদ্ব্যবহার করা গেলে আমাদের অর্থনীতিতে তা ব্যাপক অবদান রাখবে। এ কারণে বঙ্গোপসাগরের সম্পদ অনুসন্ধান, আহরণ এবং তার টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন, উক্ত গভীর সমুদ্রের মৎস্য সম্পদের মজুদ নিরূপণ ও মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ, ExclusiveEconomic Zone (EEZ) এবং ২০০ মিটার গভীরতার উর্ধ্বে Area

Beyond National Jurisdiction-এ বাণিজ্যিকভাবে টুনা এবং অন্যান্য বৃহৎ পেলাজিক মৎস্য আহরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং উক্ত এলাকাসমূহে সামুদ্রিক মৎস্য নৌযান পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। গভীর সমুদ্রে মৎস্য ও অন্যান্য সম্পদের তথ্য সংগ্রহ করার লক্ষ্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে জরীপকার্য পরিচালনা করা হচ্ছে এবং এ কাজে দেশে দক্ষ জনবল তৈরি ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে করোনাভাইরাসের প্রভাব মোকাবেলা

১৫৬। কোভিড-১৯ এর প্রভাবে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের রপ্তানি আয়ে কিছুটা নেতিবাচক প্রভাব পড়লেও সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজের কারণে রপ্তানি খাতে উক্ত বিরূপ প্রভাব সফলভাবে মোকাবেলায় সক্ষম হয়েছে। করোনা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট সংকটময় পরিস্থিতির পর থেকে কয়েকটি ধাপে রপ্তানি, শিল্প ও কৃষি খাতসহ বেশ কয়েকটি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণার পাশাপাশি বিভিন্ন সেক্টরে ভর্তুকি ঘোষণা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, তৈরিপোশাকসহ রপ্তানি খাতের শ্রমিক কর্মচারিদের বেতন-ভাতাদি পরিশোধে স্বল্প সুদে ১০ হাজার ৫০০ কোটি টাকার ঋণ প্রদান করা হয়েছে, যার সিংহভাগ তৈরিপোশাক খাতের শ্রমিক/কর্মচারিদের বেতন-ভাতাদি পরিশোধে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে পোশাক কারখানাসমূহ সংকট কাটিয়ে উঠে রপ্তানি চলমান রাখতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া করোনাভাইরাস এর প্রাদুর্ভাবের কারণে চা শিল্পে সৃষ্ট আর্থিক সমস্যা নিরসনকল্পে চা শিল্পকে প্রণোদনা প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ভৌত অবকাঠামো

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

মাননীয় স্পিকার

১৫৭। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্প আয়ের দেশ হতে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের স্বীকৃতি পেয়েছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ অনুযায়ী নিম্ন-মধ্যম আয় হতে

২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয় ও ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশে উত্তরণ নিশ্চিত করতে হলে প্রয়োজনীয় আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি চাহিদা বৃদ্ধির নিরিখে মানসম্মত জ্বালানি ও বিদ্যুতের সংস্থানের কোন বিকল্প নেই। এটি সর্বজনবিদিত যে বাংলাদেশের ধারাবাহিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি মানসম্মত ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের সংস্থান।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে অসামান্য অগ্রগতি

১৫৮। সরকারের দূরদর্শী ও সময়োপযোগী পদক্ষেপের কারণে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে দেশে বিগত ১২ বছরে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ২০০৯ সনের তুলনায় বর্তমানে ৫ গুণ বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। দেশে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) ২৫,২২৭ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার 'ঘরে-ঘরে বিদ্যুৎ পৌছে দেয়া' এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯৯ ভাগকে বিদ্যৎ সুবিধার আওতায় আনা সম্ভবপর হয়েছে। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে ১৪,১১৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩৮টি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণাধীন রয়েছে এবং ২,৯৬১ মেগাওয়াট ক্ষমতার ২০টি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। তাছাড়া, ৬৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৬টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন এবং ১৫,০১৯ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩৩টি বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিকল্পনাধীন রয়েছে। সরকারের কঠোর পদক্ষেপের কারণে বিদ্যুতের সিস্টেম লস ১৪.৩৩ শতাংশ হতে কমে ৮.৭৩ শতাংশ হয়েছে।

১৫৯। বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে গৃহীত মেগা-প্রকল্পসমূহের অন্যতম রামপাল ১,৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক মৈত্রী সুপার থার্মাল বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্প, মাতারবাড়ি ১,২০০ মেগাওয়াট আল্ট্রাসুপার ক্রিটিকাল বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্প এবং রূপপুর ২,৪০০ মেগাওয়াট পারমানবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্প স্থাপনের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। অন্যদিকে, পায়রা ১,৩২০ মেগাওয়াট থার্মাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ শেষে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়েছে। বর্তমানে নবায়নযোগ্য জ্বালানি

হতে ৭২২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। দেশের মোট বিদ্যুৎ চাহিদার শতকরা দশ ভাগ নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে উৎপাদনের লক্ষ্যে সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন ও বায়ুচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সরকার বিদ্যুৎ ব্যবস্থা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে মেট্রোপলিটান এলাকার সকল বিতরণ লাইন ও সাবস্টেশন ভূগর্ভস্থ করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ২০৩০ সালের মধ্যে সঞ্চালন লাইনের পরিমাণ ২৮,০০০ কিলোমিটার এবং বিতরণ লাইনের পরিমাণ ৬.৬০ লক্ষ কিলোমিটারে উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা যায়, এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে বিদ্যুতের সঞ্চালন ও সরবরাহের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে।

জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

১৬০। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জ্বালানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ এবং টেকসই ও নিরাপদ জ্বালানির ব্যবহার ও সরবরাহ বৃদ্ধিকল্পে সরকার সচেষ্ট। আমাদের জ্বালানির মোট চাহিদার একটি বৃহৎ অংশ প্রাকৃতিক গ্যাসের মাধ্যমে পূরণ হয়ে থাকে। দেশে আবিস্কৃত ২৭টি গ্যাসক্ষেত্রের মধ্যে বর্তমানে ২০টি উৎপাদনে রয়েছে। ২০০৯ সনে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন ছিল ১,৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট, যা বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ২,৫২৫ মিলিয়ন ঘনফুটে দাঁড়িয়েছে। আমাদের প্রাকৃতিক গ্যাসের মোট চাহিদার অবশিষ্ট পরিমাণ এলএনজি বা লিকুইফায়েড ন্যাচারাল গ্যাস হিসেবে আমদানি করে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে কক্সবাজার জেলার মহেশখালীতে ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট করে মোট ১,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতার দুটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপন করা হয়েছে। আমদানিকৃত এলএনজি উক্ত দুটো ভাসমান টার্মিনালের মাধ্যমে পুনরায় গ্যাসে রূপান্তর করে দৈনিক গড়ে ৬০০ থেকে ৭০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করা হচ্ছে। এছাড়া, এলএনজি সরবরাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কক্সবাজার জেলার মাতারবাড়ি এলাকায় দৈনিক ১,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতার ল্যান্ড-বেইজড এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১৬১। জ্বালানি নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও সুসংহত করার লক্ষ্যে সরকার জ্বালানি তেলের মজুদ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ২০০৯ সনে দেশে জ্বালানি তেল সংরক্ষণের সক্ষমতা ছিল ৮.৯৪ লক্ষ মেট্রিক টন, যা বৃদ্ধি করে বর্তমানে প্রায় ১৩.২০ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত করা হয়েছে, এবং এটি আরো বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১৬২। আগামী ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগ এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের জন্য ২৭ হাজার ৪৮৪ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি, যা বর্তমান ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ছিল ২৬ হাজার ৭৫৮ কোটি টাকা।

যোগাযোগ অবকাঠামো

মাননীয় স্পিকার

১৬৩। বাংলাদেশকে একটি উন্নত অর্থনীতির দেশ হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আধুনিক, নিরাপদ, টেকসই ও পরিবেশ সহায়ক পরিবহণ ও যোগাযোগ অবকাঠামো নিশ্চিত করার গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের সরকার সে লক্ষ্যে সড়কপথ, সেতু, রেলপথ, নৌপথ এবং আকাশপথে ধারাবাহিক ও সমন্বিত বিনিয়োগের মাধ্যমে একটি সমন্বিত অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক তৈরিতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

সড়ক পরিবহণ

১৬৪। একটি আধুনিক ও টেকসই মহাসড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য সরকার কাজ করে যাচ্ছে। একই সাথে সড়ক নিরাপত্তা বৃদ্ধি, ঢাকা মহানগরীতে যানজট নিরসনে দ্রুত গতির গণপরিবহন ব্যবস্থা (এমআরটি ও বিআরটি) প্রবর্তনসহ মোটরযান ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নে পরিকল্পনা গ্রহণসহ বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান আছে। বিগত ১২ বছরে সরকার সড়কপথের উন্নয়নে ৩৩১টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে এবং ৪৫২টি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। একই সময়ে ৪৫৩.০৭ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেন এবং তদূর্ধ্ব লেনে উন্নীত করা

হয়েছে। তম্মধ্যে বাংলাদেশের প্রথম ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে এবং ৪-লেন বিশিষ্ট ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক, ঢাকা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়ক ও নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়ক উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে এলেঙ্গা-হাটিকুমরুল-রংপুর মহাসড়ক, ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক ইত্যাদি চার লেনে উন্নীত করার কাজ এগিয়ে চলছে। উল্লেখ্য যে, কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা-মিটামইন-অষ্টগ্রাম মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্পের কাজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অক্টোবর ২০২১ সালে শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় বর্তমানে ২৬টি বৃহৎ প্রকল্পের বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে।

ঢাকা মহানগরীতে মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট

১৬৫। ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়নে অত্যাধুনিক গণপরিবহন হিসেবে ৬টি মেট্রোরেল সমন্বয়ে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) এর আওতায় মোট ১২৮.৭৪১ কিলোমিটার (উড়াল ৬৭.৫৬৯ কিলোমিটার এবং পাতাল ৬১.১৭২ কিলোমিটার) দীর্ঘ ও ১০৪টি স্টেশন (উড়াল ৫১টি এবং পাতাল ৫৩টি) বিশিষ্ট একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার নিমিত্ত সরকার সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ করেছে। এ কর্মপরিকল্পনা অনুসরণে উত্তরা ৩য় পর্ব হতে মতিঝিল পর্যন্ত ২০.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ ১৬টি স্টেশন বিশিষ্ট ঘন্টায় ৬০ হাজার যাত্রী পরিবহণে সক্ষম দ্রুতগামী, নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, সময় সাশ্রয়ী, বিদ্যুৎ চালিত, পরিবেশবান্ধব ও দূরনিয়ন্ত্রিত অত্যাধুনিক গণপরিবহণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের নিমিত্ত বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেল (এমআরটি লাইন-৬) এর নির্মাণকাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে। ৩১ মার্চ ২০২১ তারিখ পর্যন্ত সার্বিক গড় অগ্রগতি ৬১.৪৯ শতাংশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসরণে এমআরটি লাইন-৬ মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত ১.১৬ কিলোমিটার বর্ধিত করার নিমিত্ত Basic Design ও ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ডিএমটিসিএল এর মাধ্যমে ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে এমআরটি লাইন-৬ এর উত্তরা-

আগারগাঁও অংশে যাত্রী পরিবহণ শুরু করা, এমআরটি লাইন-১ এর Detailed Design সম্পন্ন করা, এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুট-এর Basic Design সম্পন্ন করা এবং এমআরটি লাইন-৫: সাউদার্ন রুট-এর Feasibility Study শুরু করার বিষয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

সেতু ও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের মেগাপ্রকল্প বাস্তবায়ন

১৬৬। দেশের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নে সেতু বিভাগ বিভিন্ন মেগাপ্রকল্প গ্রহণ করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাহসী ও স্বাধীনচেতা নেতৃত্ব ও দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলেই বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু করে তা চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে আসতে পেরেছে। নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এর প্রতিশ্রুতি পূরণের দিকে লক্ষ্য রেখে চলমান প্রকল্পসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নসহ আরও কিছু নতুন মেগাপ্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

১৬৭। সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু প্রকল্পের নির্মাণ কাজ করোনা মহামারির প্রকোপের মধ্যেও পূর্ণগতিতে এগিয়ে চলছে। ফেব্রুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক ভৌত অগ্রগতি ৮৪.৫০ শতাংশ। আগামী বছরের জুনের মধ্যে সেতুটি যান চলাচলের জন্য খুলে দেয়ার লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। পাশাপাশি, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালি পর্যন্ত র‍্যাম্পসহ ৪৬.৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণকাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে। ফেব্রুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত ১ম অংশের (বিমানবন্দর-বনানী) প্রায় ৬০ শতাংশ ভৌত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। সমগ্র প্রকল্পের সার্বিক ভৌত অগ্রগতি ২৪ শতাংশ। গাজীপুর হতে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত মোট ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট বা বিআরটি লেনের নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। কর্ণফুলী নদীর তলদেশে ৩.৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলের প্রথম

টিউব এর রিং স্থাপনসহ বোরিং শেষে দ্বিতীয় টিউব এর বোরিংসহ অন্যান্য নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে এবং ইতোমধ্যে ৬৫ শতাংশ ভৌত কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

১৬৮। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আশুলিয়া হয়ে সাভার ইপিজেড পর্যন্ত ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্পটি জি-টু-জি ভিত্তিতে চীনা প্রতিষ্ঠান China National Import and Export Corporation (CMC) কর্তৃক নির্মিত হতে যাচ্ছে। বর্তমানে প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া, ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ, বরিশাল-ভোলা সড়কে কালাবদর ও তেতুলিয়া সেতু নির্মাণ, মিঠামইন সেনানিবাস হয়ে কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলার মরিচখালী পর্যন্ত একটি দোতলা সড়ক নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন এবং নতুন সেতু ও ইনার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা, যমুনা নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনাসহ ঢাকা শহরে সাবওয়ে নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চলমান রয়েছে। অন্যদিকে দেশের বিভিন্ন স্থানে কিছু বৃহৎ সেতু নির্মাণেরও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

রেলপথ খাতে উন্নয়নের মহাপরিকল্পনা

১৬৯। বর্তমান বিশ্বে স্থল যোগাযোগ ব্যবস্থায় যাত্রী ও মালামাল পরিবহণে রেলওয়ে খাতটি অধিকতর নিরাপদ, আরামদায়ক, সাশ্রয়ী এবং পরিবেশবান্ধব মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। আমাদের বিশাল জনগোষ্ঠীর স্বল্প খরচে ও নিরাপদে ভ্রমণ এবং যোগাযোগের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে গণপরিবহন মাধ্যম হিসেবে রেলওয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে সরকার এ খাতের সুষম ও সুসংহত উন্নয়নের স্বার্থে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের ৩০ বছর মেয়াদি (২০১৬-২০৪৫) সংশোধিত মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী রাজধানী ঢাকার সাথে কক্সবাজার, মোংলা বন্দর, টুঙ্গীপাড়া, বরিশাল, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের অন্যান্য এলাকা রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আনয়ন, পদ্মা বহুমুখী সেতুতে রেল লিংক

স্থাপন, ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে ও আঞ্চলিক রেলওয়ে যোগাযোগ স্থাপন এবং উন্নত কমিউটার ট্রেন সার্ভিস চালুর মধ্যে দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর, যেমন- ঢাকা, চট্টগ্রাম, রংপুর, দিনাজপুর, সিলেট প্রভৃতি শহরের সাথে নিকটবর্তী শহরতলীর যোগাযোগ স্থাপন করার নিমিত্ত প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ মহাপরিকল্পনার আওতায় ৬টি ধাপে ৫,৫৩,৬৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৩০টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে।

১৭০। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ৭৯৮.০৯ কিলোমিটার নতুন রেললাইন নির্মাণ, বিদ্যমান রেললাইনের সমান্তরালে ৮৯৭ কিলোমিটার ডুয়ালগেজ/ ডাবল রেললাইন নির্মাণ, ৮৪৬.৫১ কিলোমিটার রেললাইন সংস্কার, ৯টি গুরুত্বপূর্ণ রেল সেতু নির্মাণ, লেভেল ক্রসিং গেটসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন, আইসিডি নির্মাণ, ওয়ার্কশপ নির্মাণ, এবং আধুনিকায়ন, ১৬০টি নতুন লোকোমোটিভ, ১,৭০৪টি যাত্রীবাহী কোচ, আধুনিক রক্ষণাবেক্ষণ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, ২২২টি স্টেশনের সিগনালিং ব্যবস্থার মানোন্নয়নসহ রেলওয়ে ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে ঢাকা-চিলাহাটি-হলদিবাড়ি রুটে যাত্রী পরিবহণের জন্য বিগত ২৭ মার্চ ২০২১ খিঃ তারিখে 'মিতালি এক্সপ্রেস' নামে একটি ট্রেন উদ্বোধন করা হয়েছে। বিভিন্ন রুটে ৬টি নতুন ট্রেন চালু করা হয়েছে, এবং ১৫০টি যাত্রীবাহী কোচ ক্রয়ের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। রেলওয়ের সেবার মান বৃদ্ধির জন্য ৪৭,৭০৩টি পদ সম্বলিত সংশোধিত জনবল কাঠামোর চূড়ান্ত অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। দেশের রেলখাতে বাস্তবায়নাধীন বড় প্রকল্পগুলোর মধ্যে অন্যতম পদ্মা সেতু রেল লিংক প্রকল্পের প্রায় ৪০ শতাংশ, চট্টগ্রাম-দোহাজারি-ঘুমদুম রেললাইন প্রকল্পের প্রায় ৫৭ শতাংশ এবং মংলা-খুলনা রেললাইন প্রকল্পের কাজ প্রায় ৭৭.৭৫ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, যমুনা রেল সেতু এবং রুপসা রেলসেতু প্রকল্পের বাস্তবায়ন দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

বাণিজ্য সহায়ক নৌপথ ও বন্দর উন্নয়ন

১৭১। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সমুদ্র, স্থল ও নৌ-বন্দরসমূহের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের নিমিত্ত সরকার এ সকল বন্দরের

আধুনিকায়ন ও সংস্কার কাজ পরিচালনা করে আসছে। বিগত ১২ বছরে চট্টগ্রাম বন্দরে ইয়ার্ড ও টার্মিনাল নির্মাণ ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে উক্ত বন্দরের কন্টেইনার হ্যান্ডলিং ক্যাপাসিটি ২০০৯ সালের প্রায় ২৭,০০০ TEUs হতে বর্তমানে ৪৯,০১৮ TEUs এ উন্নীত করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরে আগমণকারী ও বহির্গমণকারী বাণিজ্যিক জাহাজসমূহের নিরাপদ নেভিগেশন এর জন্য ভিটিএমআইএস এর প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট আপগ্রেড করাসহ নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। বন্দরের আগমণকারী ও বহির্গামী জাহাজের বার্থিং স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রচলিত বার্থিং প্রথার সংস্কার করে ডিজিটাল বার্থিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দর ১০০টি কন্টেইনার পোর্টের তালিকায় নিজের স্বীকৃতি অর্জন করে মাত্র ১০ বছরে ৩৪ ধাপ এগিয়ে ২০১৯ সালে ৬৪তম অবস্থানে উন্নীত হয়েছে। চট্রগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা বিশ্বমানে উন্নীত করার লক্ষ্যে বন্দর সম্প্রসারণ কাজের অংশ হিসেবে বন্দর সংলগ্ন পতেঙ্গা-হালিশহর উপকূলে বে-টার্মিনাল নির্মাণ কাজ চলছে। এ বে-টার্মিনাল নির্মাণ সম্পন্ন হলে জাহাজসমূহের টার্ন এরাউন্ড টাইম (গড় অবস্থানকাল সূচক) ২.৬ দিনের স্থলে মাত্র ২৪ থেকে ৩৬ ঘণ্টায় নেমে আসবে। এছাড়া, ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চাহিদাকে সামনে রেখে বাংলাদেশের কার্গো হ্যান্ডলিং সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৬ মিঃ গভীরতা এবং ৮,০০০ টিইইউএস ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন কন্টেইনার জাহাজ প্রবেশ সুবিধা সম্পন্ন 'মাতারবাড়ী বন্দর নির্মাণ প্রকল্প' চলমান রয়েছে।

১৭২। মোংলা বন্দর চ্যানেলের আউটার বারের বিভিন্ন স্থানে ১১৯.৪৫ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ফলে উক্ত বন্দরে ১০.৫ মিটার ড্রাফটের জাহাজ হারবারিয়া পর্যন্ত হ্যান্ডলিং এর সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া, পায়রাকে একটি আধুনিক সমুদ্রবন্দর হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিপুল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কৌশলগত অবকাঠামো উন্নয়নে Bangladesh Infrastructure Development Fund (BIDF) এর অর্থায়নে পায়রা বন্দরের রাবনাবাদ চ্যানেলের ক্যাপিটাল ও মেনইনটেন্যান্স ড্রেজিং কর্মসূচিটি গ্রহণ করা হয়েছে। রাবনাবাদ চ্যানেলের ক্যাপিটাল ড্রেজিং-এর মাধ্যমে গভীরতা ১০.৫ মিটারে উন্নীত করা সম্ভব হবে। চ্যানেলের নাব্যতা বৃদ্ধি পেলে বন্দরে ৪০,০০০

ডেড ওয়েট টন (DWT) বহনক্ষমতা সম্পন্ন জাহাজ প্রবেশ করতে পারবে। এর ফলে বিপুল সংখ্যক বিদেশি জাহাজ বন্দরে আগমন করবে এবং দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে নতুন মাত্রা সংযোজিত হবে। দেশের নৌ-পথসমূহ নৌ-যান চলাচলের উপযোগী রাখার জন্য সকল অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রুটের প্রয়োজনীয় অংশে ড্রেজিং কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। মোংলা বন্দর এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় কোন জাহাজ বা তেলবাহী ট্যাংকার দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে তেল জাতীয় পদার্থ নিঃসরণ হলে তা অপসারণের জন্য তেল অপসারণকারী জলযান সংগ্রহ করা হয়েছে।

বিমানবহর সম্প্রসারণ ও বিমানবন্দর উন্নয়ন

১৭৩। বিশ্বমানের বিমান পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সরকার নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিগত ১২ বছরে বাংলাদেশ বিমানের বিমানবহরে বিদ্যমান পুরাতন উড়োজাহাজ সরিয়ে ফেলাসহ বহর সম্প্রসারণে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে চারটি নতুন ৭৭৭-৩০০ইআর, দুটি নতুন ৭৩৭-৮০০ এবং চারটি নতুন ৭৮৭-৮ (ড্রিমলাইনার) উড়োজাহাজ বাংলাদেশ বিমানের বহরে যুক্ত হয়েছে। তাছাড়া, জি-টু-জি ভিত্তিতে তিনটি ড্যাশ-৮ উড়োজাহাজ বাংলাদেশ বিমানের বহরে যুক্ত হয়েছে। সরকার বাংলাদেশ বিমানের আন্তর্জাতিক রুটসমূহ সম্প্রসারণ ও পুনঃপ্রবর্তনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ হচ্ছে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়), একই বিমানবন্দরে Communication, Navigation and Surveillance-Air Traffic Management System রাডার স্থাপন, সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর উন্নয়ন, চট্টগ্রাম শাহ্ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর উন্নয়ন ও কার্গো টার্মিনাল নির্মাণ, যশোর বিমানবন্দর উন্নয়ন, পিপিপি'র আওতায় খানজাহান আলী বিমানবন্দর নির্মাণ এবং সৈয়দপুর, যশোর ও রাজশাহী বিমানবন্দরের রানওয়ে ১০ হাজার ফুটে উন্নীতকরণ প্রকল্প। আশা করা যায়, এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে কাঙ্খিত

প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে।

১৭৪। পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে আমি আগামী ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ৬৯ হাজার ৪১৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি যা বর্তমান ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ছিল ৬১ হাজার ৪৪৭ কোটি টাকা।

ডিজিটাল বাংলাদেশ

মাননীয় স্পিকার

১৭৫। আমাদের সরকারের সময়কালে বাস্তবায়িত 'রূপকল্প ২০২১' এর অধীনে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন আজ বাস্তবে রূপ নিয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে বিগত ১২ বছরে বাংলাদেশ পৌঁছে গেছে এক অনন্য উচ্চতায়। দৈনন্দিন জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে দেশের মানুষ ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল ভোগ করছেন। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, দক্ষতা, কর্মসংস্থান, উদ্ভাবন ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই ব্যবহার হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর সমাধান। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবকাঠামোগত উন্নয়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্ন্যান্স বাস্তবায়ন, আইসিটি শিল্পের বিকাশ এবং উদ্ভাবন - এ পাঁচটি স্তম্ভকে কেন্দ্র করে সরকার জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

১৭৬। তথ্যপ্রযুক্তির অবকাঠামোগত উন্নয়নে সরকার ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন, সারাদেশে এ পর্যন্ত ১৮,৪৩৪ সরকারি দপ্তর ও ২,৬০০ ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের মাধ্যমে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। দেশে Tier-III Certified ও Tier-IV Certified জাতীয় ডেটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে এবং যশোরে ডিজাস্টার রিকোভারি সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। জাতীয় ডেটা সেন্টার (Tier-III) থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে মেইল ডোমেইন, ওয়েব সাইট ও অ্যাপ্লিকেশন হোস্টিং, কো-লোকেশন সার্ভিস, ক্লাউড সার্ভিস ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৬২৫টি ডোমেইনে সর্বমোট ৯৩,০০০টি

ইমেইল একাউন্ট খোলা হয়েছে এবং ডেটা সংরক্ষণ ক্ষমতা ১২ পেটাবাইটে বৃদ্ধি করা হয়েছে। সকল সরকারি দপ্তরের মধ্যে আন্তঃপরিবাহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (BNDA) প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে। ২৫৪টি এগ্রিকালচারাল ইনফরমেশন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। উপজেলা, ইউনিয়ন, পৌরসভা এবং শিল্পাঞ্চলে এ পর্যন্ত ৭,৪৬৯টি ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ৪র্থ শিল্পবিপ্লব কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য দেশে 5G চালুর লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে, প্রাথমিকভবে ২৫০০-২৬৯০ মেগাহার্টজ্ এবং ৩৩০০-৩৭০০ মেগাহার্টজ্ ব্যান্ড নির্ধারণ করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ এর অভিঘাত মোকাবেলায় ডিজিটাল ব্যবস্থার প্রয়োগ

১৭৭। কোভিড-১৯ ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে সৃষ্ট বৈশ্বিক মহামারির সংকটাপন্ন পরিস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মোবাইল ব্যাংকিং পরিষেবার মাধ্যমে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে Central Aid Management System (CAMS)। এর মাধ্যমে ৩৫ লক্ষ পরিবারের মাঝে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। নাগরিক নিবন্ধন ও ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রমের সার্বিক ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা' এ্যাপ। এছাড়া, জাতীয় পরিচয়পত্রের ডাটাবেস ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তি পরিচয় যাচাই-এর জন্য 'পরিচয়' সেবা চালু করা হয়েছে, যা কেভিড-১৯ সংক্রমণ ও দূর্যোগের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি ত্রাণ ও অনুদান প্রকৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছানো নিশ্চিত করতে বিশেষ অবদান রাখছে। করোনা মোকাবেলায় www.corona.gov.bd ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে, যেখানে করোনা মহামারি বিষয়ে হটলাইন, স্বাস্থ্যবাতায়ন, আইইডিসিআর-এর হেল্পলাইনসহ জাতীয় কল সেন্টারের ফোন নম্বরের তথ্য, লাইভ আপডেট তথ্য ও করণীয় বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য রয়েছে। এছাড়া, দেশব্যাপী ৫০টি টেলিমেডিসিন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

১৭৮। সকল সরকারি সেবা এক ঠিকানায় নাগরিকদের জন্য সহজলভ্য করতে চালু করা হয়েছে একসেবা প্লাটফর্ম। এই প্ল্যাটফর্মে রয়েছে সেবাপ্রার্থী কর্তৃক

অনলাইনে সেবার আবেদন দাখিল, আবেদনের সর্বশেষ অবস্থা জানা এবং অনলাইনে সেবা প্রাপ্তির সুব্যবস্থা। এ পর্যন্ত ৮,০৪৫টি দপ্তরকে একসেবার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং ১৮৬টি সেবা সকলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, ডিজিটাল কার্যক্রমের জটিল বিষয়গুলো সমাধানের প্রক্রিয়ার জন্য 'Digital Service Digital Lab (DSDL)', মোবাইল এ্যাপস-এর মাধ্যমে সরকারি সেবা পাওয়ার জন্য 'My Gov' ও 'একসেবা'-এর সেবাগুলো কল সেন্টারের মাধ্যমে জানার জন্য '333' এবং Digital Identity Verification-এর জন্য 'পরিচয়' সফটওয়্যার তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

হাই-টেক পার্কের উন্নয়ন

১৭৯। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ দেশের বিভিন্ন স্থানে ৩৯টি হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপন করছে, যার মধ্যে ৭টি বিনিয়োগের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। জনতা টাওয়ার সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর এবং শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার, নাটোর এর কার্যক্রম পুরোদমে চলছে। বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, কালিয়াকৈরে দেশি বিদেশী ৪৮টি প্রতিষ্ঠানকে স্পেস বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং ৫টি প্রতিষ্ঠান উৎপাদন শুরু করেছে। এছাড়াও দেশের ১২টি জেলায় হাই-টেক/আইটি পার্ক স্থাপন এবং ৮টি স্থানে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া, বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, কালিয়াকৈর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, সিলেট, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, রাজশাহী, বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টার, চুয়েট ও 'আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার', কুয়েট নির্মাণ এবং চট্টগ্রামে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

১৮০। দেশব্যাপী বিভিন্ন বয়সের এবং গোষ্ঠীর (পুরুষ, মহিলা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং প্রতিবন্ধি) তরুণদের কর্মমুখী দক্ষতা উন্নয়ন এবং যথাযথ কর্মসংস্থানের সুযোগ

সৃষ্টির লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন উদ্যোগ চালু করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে ৩.৫ লক্ষেরও অধিক প্রশিক্ষণার্থীর দক্ষতা উন্নয়ন করা হয়েছে এবং প্রায় ২.৫ লক্ষ প্রশিক্ষণার্থীর কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৫৩ হাজার প্রশিক্ষণার্থীকে প্রফেশনাল আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ক্যারাভান বাসের মাধ্যমে ৫৭ হাজার ৬৮৩ জন নারীকে আইটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ই-লার্নিং প্লাটফর্ম মুক্তপাঠে 'কোভিড-১৯' সচেতনতা বিষয়ক ১০টি টিউটোরিয়াল সাধারণ জনগণসহ ফার্মাসিস্ট, কেমিস্ট, চিকিৎসক, ডাক্তার, সরকারি/বেসরকারি স্বাস্থ্যকর্মীদের সুবিধার্থে উন্মুক্ত করা হয়েছে। প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে এ পর্যন্ত প্রায় ৬ লক্ষ জনকে প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, বিদেশে অবস্থানরত শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সৌদি আরবে ১৫টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

উদ্ভাবনী সংস্কৃতিকে উৎসাহ প্রদান

১৮১। ইনোভেশন ফান্ড এর মাধ্যমে উদ্ভাবনী সংস্কৃতি চলমান রাখা ও উদ্ভাবনী আইডিয়া বাস্তবায়নের জন্য অভ্যন্তরীণ ও অন্যান্য তহবিলের মাধ্যমে উদ্ভাবনী আইডিয়াসমূহকে প্রকল্পরূপে বাস্তবায়ন করার জন্য অর্থায়ন করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ২৫৯টি আইডিয়াকে তহবিল প্রদান করা হয়েছে। নাগরিকদের সামাজিক সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং সেবা প্রাপ্তি সহজীকরণে বিভিন্ন উদ্ভাবনী আইডিয়া শনাক্তকরণ, বিকাশ সাধন এবং অর্থায়নের মাধ্যমে আইডিয়াগুলোকে প্রকল্পরূপে বাস্তবায়ন এবং সমগ্র দেশব্যাপী সম্প্রসারণ করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সারাদেশে কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রতিবন্ধিতা, পরিবেশ, নারীর ক্ষমতায়ন, G2B ও G2C সংশ্লিষ্ট প্রায় ৩,৫০০টি ছোট-বড় উদ্ভাবনী প্রকল্পের মধ্যে ১,৭২৫টি বাস্তবায়িত হয়েছে, এবং অবশিষ্ট প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

১৮২। বেসরকারি খাতে উদ্ভাবন উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ৮টি বিভাগীয় শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৮টি গেইম ও এ্যাপস ডেভেলপমেন্ট সেন্টার এবং ৩০টি জেলা শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩২টি গেইম ও এ্যাপস টেস্টিং ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

স্টার্টআপদের কো-ওয়ার্কিং স্পেস প্রদান ও বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী। ডাটা সেন্টার কোম্পানী লিমিটেড এবং স্টার্ট-আপ বাংলাদেশ লিমিটেড নামে ২টি কোম্পানী গঠন করা হয়েছে। গবেষণার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশে ইনোভেশন সংস্কৃতি গড়ে তোলার কার্যক্রমকে বেগবান করার লক্ষ্যে চট্রগ্রাম ও খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনকুবেটর কাম ট্রেনিং সেন্টার তৈরি করা হবে, এবং ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বিশ্ববিদ্যালয় ইনোভেশন হাব' তৈরি করা হবে।

ডিজিটাল ব্যবস্থায় মুজিব বর্ষ উদযাপন

১৮৩। মুজিব বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ওয়েবসাইট ও কনটেন্ট www.mujib100.gov.bd তৈরি করা হয়েছে। 'মুজিব-১০০' ওয়েব সাইট এর পূর্ণাঙ্গ মোবাইল এ্যাপস (এন্ড্রয়েড ও আইওএস) প্রস্তুত সম্পন্ন হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চ এর ভাষণের Holographic Projection প্রস্তুত করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক লিখিত 'মুজিব আমার পিতা' গ্রন্থ অবলম্বনে এর এন্ড্রয়েড ও আইওএস এ্যাপস এবং এ্যানিমেশন (ইন্টারেক্টিভ) মুভি নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী 'মুজিব ভাই' অবলম্বনে এর এন্ড্রয়েড ও আইওএস এ্যাপস এবং এ্যানিমেশন (ইন্টারিক্টিভ) চলচ্চিত্র নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ছয় দফা হতে স্বাধীনতা ভিত্তিক অডিও বুক, সিডি, ডিজিটাল কার্ড প্রস্তুত করা হয়েছে ও প্রচার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশুকল্যাণ

মাননীয় স্পিকার

১৮৪। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে সময়োপযোগী নীতি-কৌশল বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশে ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নে নারীর অবস্থান সুদৃঢ় হয়েছে। সকল পরিকল্পনা এবং 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১' অনুসরণে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ন, জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ ও শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং

তাদেরকে সামগ্রিক উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণে সরকার বদ্ধপরিকর। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসরণে নারীর মানবিক সক্ষমতা, অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ ও সুবিধা বৃদ্ধি, নারীর কন্ঠস্বর ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নারীদের জন্য অবকাঠামো ও যোগাযোগ পরিষেবা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদার করা হচ্ছে।

১৮৫। নারী ও শিশুদের সংকট ও ঝুঁকি থেকে সুরক্ষা ও স্থিতিস্থাপকতা নিশ্চিতকরণে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট রয়েছি। কোভিড-১৯ এর চলমান অভিঘাত মোকাবেলা ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে নারীদের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন করছি। পল্লী ও শহরাঞ্চলের দরিদ্র গর্ভবতী মা'দের স্বাস্থ্য ও তাঁদের গর্ভস্থ সন্তানের পুষ্টি চাহিদা পূরণ এবং শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে মাতৃত্বকাল ভাতা ও কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা প্রদান এবং মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম এর প্রধান কার্যক্রমসমূহ, বিভাগীয় জেলার ও ৬টি জেলার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের জন্য ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার এবং ৪৭টি জেলা সদর হাসপাতাল ও ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ মোট ৬৭টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল স্থাপন করা হয়েছে। মোবাইল অ্যাপস 'জয়' এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৮৬। শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন, ২০২১ প্রণীত হয়েছে, যা শীঘ্রই জাতীয় সংসদে পাশ হবে। আমরা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন, হতদরিদ্র ও ছিন্নমূল শিশুদের জন্য শিশু বিকাশ কেন্দ্র কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং দেশের দক্ষিনাঞ্চলের জেলাসমূহের দুঃস্থ ও অসহায় মহিলাদের কর্মসংস্থান প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে ১৫ বছরের নিচে সকল শিশুর বাল্যবিবাহ নির্মূল এর পরিকল্পনা করেছি। স্বল্প শিক্ষিত, দরিদ্র ও অসহায় নারীদের আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ ও আইটি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। মহিলাদের জন্য ঢাকায় কমিউনিটি নার্সিং ডিগ্রী কলেজ স্থাপন, 'তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক

ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্প' গ্রহণ করা হয়েছে। এ সকল কার্যক্রমের বাস্তবায়নসহ নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বিধানসহ নারীর সামগ্রিক আর্থ সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখব আমরা।

১৮৭। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের জন্য ৪ হাজার ১৯১ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি যা ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ছিল ৩ হাজার ৮৬০ কোটি টাকা।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা ও পরিবেশ সংরক্ষণ

মাননীয় স্পিকার

জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সংরক্ষণ

১৮৮। বায়ুদূষণের মাত্রা জানার লক্ষ্যে ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য বিভাগীয় ও শিল্পঘন শহরগুলোতে ১৬টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বায়ুমান পরিবীক্ষণের প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত সংরক্ষণ এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশ্লেষণ করে দৈনিক ভিত্তিতে বায়ুমান সূচক (Air Quality Index) ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে। শব্দদূষণ হ্রাসকল্পে বাংলাদেশ সচিবালয় সংলগ্ন এলাকাকে হর্নমুক্ত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। বায়ুদূষণ হ্রাস ও মাটির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাসের লক্ষ্যে "ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রন) আইন ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯) এর আলোকে ছিদ্রযুক্ত ইট ও মাটির বিকল্প উপাদানে তৈরি বিভিন্ন ব্লক উৎপাদন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা হচ্ছে। ২০২৫ সালের মধ্যে সরকারি নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার কাজে ইটের পরিবর্তে শতভাগ পরিবেশ বান্ধব ব্লকের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

১৮৯। জলবায়ু পরিবর্তন এর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে UNFCCC এর বাধ্যবাধকতা অনুসরণে জাতীয় গ্রীনহাউজ গ্যাস ইনভেন্ট্রি তৈরি ও হালনাগাদ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে 'Bangladesh: First Biennial Update Report to the UNFCCC' শীর্ষক প্রকল্প চলমান রয়েছে। জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ সমুদ্র তীরবর্তী

ছোট দ্বীপসমূহ ও নদীতীরস্থ চরগুলোতে অভিযোজনমূলক কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে 'Adaptation Initiative for Climate Vulnerable Offshore Small Islands and Riverine Char Lands in Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্পটির অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়াও, সরকার 'Developing Bangladesh National Red List of Plants & Developing Invasive Plant Species (IAPs) Management Strategy for Selected Areas' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে, যার মাধ্যমে দেশের ১,০০০ উদ্ভিদ প্রজাতির রেড লিস্ট ইনডেক্স তৈরি এবং ৫টি নির্বাচিত এলাকায় ভিনদেশী আগ্রাসী উদ্ভিদ প্রজাতি নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থাপনা কৌশল নির্ধারণ করা হবে।

১৯০। অর্থ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলার অর্থায়নকে সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্তকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক গৃহীত জলবায়ু সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতি পরিকল্পনা এবং কৌশলসমূহকে সরকারি বাজেট ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে । এ প্রক্রিয়ায় ইতোমধ্যে পঁচিশটি মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামোতে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, ২০১৪ সালে সরকার কর্তৃক গৃহীত ক্লাইমেট ফিসক্যাল ফ্রেমওয়ার্ককে ২০২০ সালে হালনাগাদ করে এর পরিধিকে বিস্তৃত করা হয়েছে এবং জলবায়ু অর্থায়নে ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহণসহ উদ্ভাবনমূলক অর্থায়নের বিষয়সমূহ সংযোজন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০১৭-২০১৮ সাল থেকে প্রতি বছরই বাজেট পেশের সময় 'টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু অর্থায়ন' শীর্ষক প্রতিবেদন জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দসহ দেশের জনসাধারণ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় সরকারের অঙ্গীকার এবং সম্পদ সঞ্চালনের বিষয়ে নিয়মিত অবহিত হচ্ছেন।

ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও ধর্ম

মাননীয় স্পিকার

১৯১। সরকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ক্রীড়ার মানোন্নয়নে নীতি-কৌশল

প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে আসছে। খেলাধুলার সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশব্যাপী আধুনিক স্টেডিয়াম, জিমনেসিয়াম, সুইমিং পুলসহ ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে এবং এরই অংশ হিসেবে উপজেলা শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া, ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নের ১৪টি প্রকল্প চলমান রয়েছে।

১৯২। 'তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ফিল্ম আর্কাইভের চলচ্চিত্র সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ কার্যক্রম পুনরুদ্ধারকরণ' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সনাতন পদ্ধতির স্থলে ডিজিটাল পদ্ধতিতে চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা হয়েছে। দেশব্যাপী বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেতার কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল সম্প্রচার ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার বর্তমানে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। অস্বচ্ছল সাংবাদিকদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৪ সালে গঠিত সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে (যেমন, নিহত সাংবাদিক, আহত সাংবাদিক, অসুস্থ ও অস্বচ্ছল) সাংবাদিকগণকে অনুদান প্রদান করা হচ্ছে এবং চলতি অর্থবছরে এ বাবদ ১০ কোটি টাকা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে উক্ত ট্রাস্টের নিজস্ব তহবিলে সিড মানি হিসেবে ৩৮ কোটি ১০ লক্ষ টাকা জমা হয়েছে।

১৯৩। বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারির প্রকোপ চলমান থাকায় সৌদি আরবে পবিত্র হজব্রত পালনের অনুমতি না পাওয়া যাওয়ায় গত বছর হজযাত্রী প্রেরণ বন্ধ ছিল এবং এবছরও তা বন্ধ থাকবে। তবে, আগামী বছরগুলোতে সুষ্ঠুভাবে হজের যাবতীয় কার্যাবলী সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ই-হজ সিস্টেম চালু করাসহ হজ ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ প্রয়োগ নিশ্চিত করা হচ্ছে। সকল সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের জায়গা সংকুলান হয়না বিধায় হজক্যাম্প ভবনে ঊর্ধ্বমুখি সম্প্রসারণ এবং হজ ক্যাম্পের অভ্যন্তরীণ অবকাঠামো সংস্কারের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্টের আওতায় চলতি অর্থবছরে ১,০০০ জন ইমামকে সুদমুক্ত ঋণ ও ৪,০০০ জন দুঃস্থ ইমামকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান কল্যাণ ট্রাস্টসমূহের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট

ধর্মাবলম্বীদের কল্যাণসহ সার্বিক কল্যাণ সাধন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিপূর্ণ সহাবস্থান এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমন্বিতভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠার পর এনডাওমেন্ট তহবিলের মুনাফা হতে অদ্যাবধি ৭৪৭টি চার্চ/গির্জা/কবরস্থান/উপাসনালয়/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে ৩ কোটি ৬৬ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

পরিকল্পিত নগরায়ন ও আবাসন

মাননীয় স্পিকার

১৯৪। সরকার সুপরিকল্পিত নগরায়ন ও সবার জন্য টেকসই আবাসন নিশ্চিতকরণে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ একটি আধুনিক রাষ্ট্রের উপযোগী নগর বিনির্মাণে পুরনো শহরের আধুনিকায়ন, শহরে নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি, স্যাটেলাইট সিটি নির্মাণ, সীমিত ভূমির সাশ্রয়ী ব্যবহারে বহুতল ভবণ নির্মাণ উৎসাহিতকরণ, ভূমির অপচয় রোধে আবাদি জমিতে গৃহ নির্মাণ নিরুৎসাহিতকরণ, প্রান্তিক ও আশ্রয়হীন মানুষের আবাসন নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি সরকার কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগসমূহের মধ্যে অন্যতম।

১৯৫। দেশের মেগাসিটিসমূহের আধুনিকায়ন ও পরিকল্পনা মাফিক বিনির্মাণের লক্ষ্যে বিভিন্ন মেয়াদের মাস্টার প্লান প্রণয়ন করা হচ্ছে। রাজউক এর আওতায় ২০১৬-২০৩৫ সাল মেয়াদি 'ডিটেইল্ড এরিয়া প্লান (ড্যাপ)' ও চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতায় ২০২০-২০৪১ সাল মেয়াদি 'চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটান মাস্টার প্লান' প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। অন্যান্য বড় শহরগুলোর জন্যও অনুরূপ মাস্টার প্লান প্রণয়ন করা হবে। এগুলো বাস্তবায়িত হলে শহরে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, পয়ঃনিষ্কাশনের উন্নয়ন, জলাবদ্ধতা নিরসন, যানজট দূরীকরণ, পরিবেশ-প্রতিবেশের দূষণ হ্রাসসহ নাগরিক জীবন-মানের উন্নতি ঘটবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ও রাজধানী ঢাকা শহরের বর্ধিষ্ণুতা বিবেচনায় উহার পার্শ্ববর্তী এলাকায় চারটি স্যাটেলাইট সিটি নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া, পদ্মা বহুমুখী সেতুর উভয় প্রান্তে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট সিটি নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

১৯৬। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের আবাসন সুবিধা ৮ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে সরকার প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। এর আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ২,৭৬২টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে। ঢাকাসহ সারাদেশে আরও ১,৫৩৬টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হবে। পাশাপাশি, ঢাকা মহানগরীর আবাসন সমস্যা সমাধানে পূর্বাচল নতুন শহরে পিপিপি পদ্ধতিতে ৬০ হাজার নতুন আবাসিক ফ্ল্যাট ও উত্তরা ১৮নং সেক্টরে ৮,৪০০টি আবাসিক এপার্টমেন্ট নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

১৯৭। "আশ্রয়ণের অধিকার, শেখ হাসিনার উপহার" প্রত্যয়কে সামনে রেখে সরকার দেশের সকল ভূমিহীন ও আশ্রয়হীন প্রান্তিক মানুষের আবাসন সমস্যা-সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। 'মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে দেশের সকল ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য গৃহ প্রদানের নীতিমালা-২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে। এই নীতিমালার আওতায় মুজিব বর্ষে ২ শতাংশ খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদানপূর্বক প্রতিটি পরিবারকে একটি করে সেমিপাকা গৃহ নির্মাণ করে দেয়ার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী ৩৯৪ বর্গফুট আয়তনের দুই কক্ষ বিশিষ্ট প্রতিটি একটি করে টয়লেট, রান্নাঘর ও বারান্দা থাকবে। আশ্রয়ণ প্রকল্প, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যে সারাদেশে ১,১৩,৫৯৩টি গৃহ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৩ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে ৬৯,৯০৪টি পরিবারকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে জমি ও গৃহ প্রদান কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। একসাথে এত বিপুল সংখ্যক পরিবারকে ভূমি ও গৃহের মালিকানা প্রদান বিশ্বে এটাই প্রথম। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে গৃহ প্রদান করা হবে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষের জন্য উন্নত জীবন নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে এবং দারিদ্রের হার কমছে। জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবারের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে গুচ্ছগ্রাম-২য় প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে এ যাবৎ ৩৭ হাজার ২৫৪টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে আরো ১ হাজার ভুমিহীন দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

নবম অধ্যায়

সংস্কার ও সুশাসন

মাননীয় স্পিকার

১৯৮। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সংস্কার অত্যাবশ্যক। সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ, বিনিয়োগ আকর্ষণ ও ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিবেশের উন্নয়ন সাধনেও সংস্কারের গুরুত্ব অপরিসীম। সেজন্য বিগত বছরগুলোতে আমরা বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছি। তারই ধারাবাহিকতায় আমি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত সংস্কারমূলক পদক্ষেপের বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই।

অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তর ত্বরান্বিতকরণ

১৯৯। সরকারের ফলপ্রসু নীতি ও কর্মপরিকল্পনা অনুসরণের সুফল হিসেবে বিগত ১২ বছরে দেশ ক্রমশ কৃষি-নির্ভর অর্থনীতি হতে উৎপাদন-নির্ভর অর্থনীতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ফলে জিডিপিতে কৃষির অবদান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে অর্থনীতিতে ঘটে চলেছে কাঙ্খিত কাঠামোগত রূপান্তর। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করেছে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে নিজের অবস্থান সমুন্নত রেখে ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্য আয়ের দেশের মর্যাদায় আসীন হওয়ার জন্য আমাদের প্রয়োজন হবে একটি শক্তিশালী শিল্প ও উৎপাদন খাত, যা উচ্চ হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ধরে রাখায় সহায়ক হবে। আর তার জন্যে প্রয়োজন হবে অর্থনীতির এ কাঠামোগত রূপান্তরকে দ্রুততর করা। কাজেই, আগামীতে আমরা অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তর ত্বরান্বিতকরণের উপর জোর দেবো। সে লক্ষ্যে সরকার নিম্নে উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে, যথা- (১) কৃষিকাজ যান্ত্রিকীকরণ, (২) এগ্রো-প্রসেসিং শিল্প স্থাপন, (৩) কর্মীর দক্ষতা উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, (৪) চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা সম্প্রসারণ, (৫) অনলাইন ভিত্তিক আউটসোর্সিং কাজ, (৬) স্ব-কর্মসংস্থান/নতুন

উদ্যোক্তা সৃজন, এবং (৭) বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম।

বিনিয়োগ আকর্ষণে গৃহীত উদ্যোগ

২০০। বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে দেশে ও বিদেশে সেমিনার-ওয়ার্কশপ, রোড-শো এবং ট্রেড শোর আয়োজন ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হচ্ছে। এসব আয়োজনের মাধ্যমে নতুন বিনিয়োগকারী চিহ্নিত করে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা হবে। বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশের উন্নতিকল্পে সরকার অবকাঠামোসহ অন্যান্য নীতিগত সহায়তা প্রদানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

২০১। বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও তার মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সারা দেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, যেখানে আনুমানিক এক কোটি লোকের কর্মসংস্থান হবে। ইতোমধ্যে ৯৭টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ৯টি অর্থনৈতিক অঞ্চলে উৎপাদন এবং ২৮টি অর্থনৈতিক অঞ্চলে উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে, যেগুলোতে ইতোমধ্যে প্রায় ৪০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে এবং আরো ৮ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে অদ্যাবধি মোট ২১০ জন বিনিয়োগকারীর নিকট থেকে ২৭.০৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিয়োগ প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে, যার মধ্যে বিদেশী বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ১.৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। মীরসরাই, সোনাগাজী ও সীতাকুন্ড উপজেলায় ৩০ হাজার একর জমিতে পরিকল্পিত ও আধুনিক শিল্পাঞ্চল হিসেবে সরকারি খাতে সর্ববৃহৎ অর্থনৈতিক অঞ্চল 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর' গড়ে তোলা হচ্ছে।

২০২। সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ আকর্ষণে সরকার পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) এর আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়নে বিশেষ গুরুত্বারোপ করছে। বর্তমানে পিপিপি কর্তৃপক্ষের আওতায় ৭৬টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত আছে, যার বিপরীতে বিনিয়োগের পরিমাণ ২৭.৭৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। পিপিপি'র আওতায় একটি প্রকল্প ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং আরও ৬টি প্রকল্প নির্মাণাধীন রয়েছে।

তৈরিপোশাক শিল্পের ন্যায় অন্যান্য রপ্তানিমূখি শিল্পখাতের উৎপাদন কার্যক্রমও যাতে কাস্টমস্ বন্ডেড ব্যবস্থার অধীনে আসতে পারে সে লক্ষ্যে বন্ডেড ব্যবস্থাপনাকে অটোমেশন এর আওতায় আনয়নের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে, যার টেন্ডার প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। আশা করা যায়, এটি বাস্তবায়িত হলে সকল প্রকার রপ্তানিমুখী শিল্পের উৎপাদন ও রপ্তানিতে গতিশীলতা আসবে।

ব্যবসায় সহজীকরণ সূচকের উন্নয়ন

২০৩। কোন দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্যের পরিবেশ কতটা উন্নত তা বোঝাতে বিশ্ব ব্যাংকের Ease of Doing Business Index ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ২০১৯ সালে উক্ত ইনডেক্স-এ বাংলাদেশের অবস্থান ১৭৬ হতে ১৬৮ তে উন্নীত হয়েছে, এবং ব্যবসার বিভিন্ন সূচক উন্নয়নে বিশ্বের সর্বোচ্চ ২০টি সংস্কারকারী দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উক্ত ইনডেক্স-এ বাংলাদেশের অবস্থান দুই অংকে অর্থাৎ ১০০ এর নীচে নামিয়ে আনার জন্যে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে বিডা কর্তৃক বিশেষায়িত দল গঠন করে বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

২০৪। বিনিয়োগ সংক্রান্ত সকল সেবা সমন্বিত করে একই প্লাটফর্ম হতে প্রদানের জন্য ২০১৯ সাল হতে ওয়ান স্টপ সার্ভিস (OSS) পোর্টাল ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়েছে। বিভিন্ন সংস্থার বিনিয়োগ সংক্রান্ত সেবাসমূহ উক্ত পোর্টালে পর্যায়ক্রমে যুক্ত করা হচ্ছে। ওয়ান স্টপ সার্ভিস (OSS) পোর্টালের মাধ্যমে ৩৫টি সংস্থার ১৫৪টি বিনিয়োগ সেবা অনলাইনে প্রদানের লক্ষ্য নিয়ে চলতি অর্থবছরে ১২টি প্রতিষ্ঠানের সর্বমোট ৪২টি সেবা অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে। আগামী অর্থবছরে অবশিষ্ট সেবাসমূহ এ পোর্টালে যুক্ত করা হবে। যদিও ২০২০ সালের ব্যবসায় সহজীকরণ সূচক এখনো প্রকাশিত হয়নি। তবে আশা করা যাচ্ছে যে, এবার বাংলাদেশের অবস্থানে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হবে।

ভূমি ব্যবস্থাপনার অটোমেশন

২০৫। ভূমি ব্যবস্থাপনায় নামজারি, ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান, পরচা সংগ্রহ, সকল সেবা দ্রুত এবং ভোগান্তিমুক্ত করার উদ্দেশ্যে সারা দেশে ‘ভূমি ব্যবস্থাপনা

অটোমেশন' করা হবে। ভূমি সেবা সংক্রান্ত সকল সেবা ১৮টি সফটওয়ারের মাধ্যমে অটোমেশনের আওতায় আনা হবে। তাছাড়া, কৃষিজমি সুরক্ষা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সারাদেশে মৌজা ও প্লটভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং করা হবে। জমি ব্যবহারের প্রকৃতি অনুযায়ী ডিজিটাল জোনিং করা হলে দেশের কৃষিজমি সুরক্ষার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে এবং ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। দেশের সকল রাজস্ব আদালতের মামলাসমূহ একটি সমন্বিত নেটওয়ার্কিং সিস্টেমের আওতায় আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এতে দেশের সকল রাজস্ব আদালতের মামলা নিষ্পত্তিতে গতিশীলতা আসবে এবং জনগণের দুর্ভোগ লাঘব হবে।

ই-জুডিসিয়ারি বাস্তবায়ন

২০৬। বিচার কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য তথ্যপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক বিচার ব্যবস্থাকে ডিজিটালাইজড করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে ই-জুডিশিয়ারি প্রকল্পের আওতায় দেশের সামগ্রিক বিচার ব্যবস্থাকে ডিজিটালাইজড করা হবে। দেশের প্রতিটি আদালতকে ই-কোর্টে পরিণত করা হবে এবং আটককৃত দুর্ধর্ষ আসামীদের আদালতে হাজির না করে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিচারকার্য পরিচালনা করা হবে। সুপ্রীম কোর্টসহ অধস্তন আদালতসমূহের সকল কার্যক্রমকে অটোমেশন এবং নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হবে। অধস্তন আদালতসমূহের বিচারাধীন মামলার বর্তমান অবস্থা, শুনানির তারিখ, ফলাফল এবং পূর্ণাঙ্গ রায় নিয়মিতভাবে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। এসব উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে বিচারপ্রার্থীগণ শীঘ্রই এর সুফল ভোগ করতে পারবেন।

২০৭। ভূমি নিবন্ধন ব্যবস্থাকে ডিজিটাইজেশন করার জন্য 'ভূমি নিবন্ধন ব্যবস্থাপনা অটোমেশন' প্রকল্প প্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে নাগরিকগণ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সেবা পাবেন। এতে ভূমি নিবন্ধন প্রক্রিয়া আইসিটি নির্ভর হওয়ায় আরো সহজ হবে, স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে এবং ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ হ্রাস পাবে।

দুর্নীতি দমন

২০৮। দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও কার্যকরভাবে সম্পন্ন করতে সরকার দুর্নীতি দমন কমিশনকে চাহিদা মোতাবেক পর্যাপ্ত আইনি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করে আসছে। কমিশনকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কমিশনের সামগ্রিক কার্যক্রমকে পূর্ণাঙ্গভাবে অটোমেশন করার পরিকল্পনা রয়েছে। কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তদন্ত ও মামলা পরিচালনা সংক্রান্ত কাজ সঠিকভাবে পরিবীক্ষণের জন্য ওয়েবভিত্তিক সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হবে। দুর্নীতি দমনে সরকার কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রাখবে।

আর্থিক খাতে সংস্কার

২০৯। ব্যাংক, পুঁজিবাজার, বীমা ও অন্যান্য আর্থিক খাতের সংস্কার ও উন্নয়নে সরকার নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। ব্যাংকিং খাতের সার্বিক উন্নয়নে কাঠামোগত ও টেকসই সংস্কার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নতুন আইন প্রনয়ন ও এর পাশাপাশি কয়েকটি আইন সংশোধন ও যুগোপযোগী করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তার মধ্যে চুড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে এমন কতগুলো হলো: (১) ব্যাংক কোম্পানী (সংশোধন) আইন; (২) পেমেন্ট সিস্টেম আইন; (৩) অস্থাবর সম্পত্তি জামানত আইন; (৪) দেউলিয়া (সংশোধন) আইন; এবং (৫) এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি আইন।

মোবাইল ব্যাংকিং ও এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা

২১০। প্রত্যন্ত অঞ্চলের ব্যাংক সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনার লক্ষ্যে মোবাইল ব্যাংকিং চালু করা হয়েছে, যা মূলধারার ব্যাংকিং সেবাসমূহ প্রান্তিক মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে প্রতিদিন মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের (এমএফএস) মাধ্যমে গড়ে প্রায় ১ হাজার ৭৪৫ কোটি টাকার লেনদেন হচ্ছে। এ পর্যন্ত ১৮টি ব্যাংক এ সেবা চালু করেছে। কোভিড-১৯ এর অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত নগদ অর্থ সহায়তাও এমএফএস ব্যবস্থার

মাধ্যমে প্রায় ৩৫ লক্ষ প্রান্তিক পরিবারের সুবিধাভোগীকে প্রদান করা হয়েছে। প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় রপ্তানিমুখী শিল্পের শ্রমিকদের বেতন এমএফএস হিসেবে প্রদানের ক্ষেত্রে ক্যাশ আউট চার্জ ১.৮৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ০.৮ শতাংশ করা হয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী ও ওষুধ কেনার জন্য এমএফএস মাধ্যমে লেনদেনের ব্যক্তিসীমা ৭৫ হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২ লক্ষ টাকা করা হয়েছে ও ক্যাশ আউট চার্জ এক হাজার টাকা পর্যন্ত মওকুফ করা হয়েছে, এবং উক্ত পণ্যের বিক্রেতাদের লেনদেনের চার্জ মওকুফ করা হয়েছে।

২১১। ব্যাংকিং সেবাকে নিরাপদ ও ব্যয়-সাশ্রয়ী ভাবে গ্রামাঞ্চলে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে সারাদেশে এজেন্ট ব্যাংকিং চালু করা হয়েছে। এ ব্যাবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ইতোপূর্বে জারিকৃত সকল নির্দেশনা একীভূত করে একটি নতুন Prudential Guidelines for Agent Banking Operation in Bangladesh জারি করা হয়েছে। ফলে, সারা দেশে এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যাপক মাত্রায় ছড়িয়ে পড়ছে। এজেন্ট ব্যাংকিং এর ব্যাপক প্রসার প্রবাস আয়ে ইতিবাচক প্রবাহ সৃষ্টি করেছে।

সুদের হার যৌক্তিকীকরণ

২১২। বিগত অর্থবছরে আমরা ব্যাংক ঋণের উপর সুদের হার এক অংকের (single digit) মধ্যে নিয়ে এসেছিলাম। পাশাপাশি, উচ্চতর ঝুঁকিসম্পন্ন ক্রেডিট কার্ড ও ভোক্তাঋণ ছাড়া অন্যান্য খাতে ঋণ এবং আমানতের গড় ভারিত সুদ হারের ব্যবধান নিম্নতর এক অংক পর্যায়ে সীমিত রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। ব্যাংকসমূহের ক্রেডিট কার্ড ব্যবসার স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু পরিচালনা এবং সম্পৃক্ত ঝুঁকিসমূহ আরও কার্যকর ও ফলপ্রসূভাবে মোকাবেলা করার লক্ষ্যে Guidelines on Credit Card Operations of Banks যথাযথভাবে অনুসরণ ও পরিপালন করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে। সুদের হার যৌক্তিকীকরণ নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যাংক রেট ৫.০০ শতাংশ হতে হ্রাস করে ৪.০০ শতাংশ পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

ঋণ পুণঃতফশীলীকরণ ও তারল্য ব্যবস্থাপনা

২১৩। কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে জানুয়ারি ১, ২০২০ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০২০ এক বছর সময়ের জন্য ঋণ শ্রেণিকরণের ক্ষেত্রে ডেফারেল সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ঋণের বকেয়া কিস্তি পরিশোধ সহজ করার লক্ষ্যে জানুয়ায়ী, ২০২১ হতে ঋণ গ্রহীতার বিদ্যমান অশ্রেণিকৃত মেয়াদি ঋণ হিসাবের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ বৃদ্ধির সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। এসব উদ্যোগের ফলে শ্রেণিকৃত ঋণ বিগত বছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে।

২১৪। দেশে উন্নত ঋণ সংস্কৃতি গড়ে তোলার মানসে কতিপয় সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন, ভালো ঋণগ্রহীতাদেরকে প্রণোদনা প্রদান করা হবে। ব্যাংকগুলোর বৃহদাংক ঋণ মনিটরিং এর জন্য একটি সফটওয়ার চালু করা হয়েছে, যার মাধ্যমে এক নজরে সমগ্র ব্যাংকিং খাতের বৃহদাংক ঋণ সম্পর্কে ব্যাংকওয়ারি একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যাবে এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য Financial Stability Council গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আর্থিক খাতে স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণে আগামীতে আন্তর্জাতিক উত্তম-চর্চা বিবেচনায় নিয়ে ফাইনান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ম্যাপ প্রণয়ন এবং সিস্টেমিক ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে স্ট্রেস টেস্টিং গাইডলাইন প্রণয়ন করা হবে।

২১৫। মুদ্রাবাজারের তারল্য ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠু রাখার স্বার্থে আমরা কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। যেমন, বাধ্যতামূলক নগদ জমার হার (সিআরআর) হ্রাস করে তফসিলি ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ ইউনিটের জন্য ৪.০০ শতাংশে, অফসোর ইউনিটের জন্য ২.০০ শতাংশে এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ১.৫ শতাংশে পুণঃনির্ধারণ করা হয়েছে। ওভারনাইট ভিত্তিক রেপোর হার বিদ্যমান ৫.২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে আনা হয়েছে ৪ দশমিক ৭৫ শতাংশে। এছাড়া, মেয়াদ বাড়িয়ে ৩৬০ দিন মেয়াদি বিশেষ রেপোর প্রচলন করা হয়েছে। আবার, রিভার্স রেপোর হার বিদ্যমান ৪.৭৫ শতাংশ হতে কমিয়ে ৪.০০ শতাংশে পুণঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

শেয়ার বাজার উজ্জীবিতকরণ

২১৬। সরকার পুঁজিবাজারকে গতিশীল ও উজ্জীবিতকরণের লক্ষ্যে নানাবিধ সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। স্টক এক্সচেঞ্জকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার উদ্দেশ্যে ও যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আরো কিছু পদক্ষেপ শীঘ্রই বাস্তবায়ন করা হবে। যেমন, পুঁজিবাজারে ট্রেজারি বন্ডের লেনদেন চালু করা, আধুনিক পুঁজিবাজারের বিভিন্ন ইন্সট্রুমেন্ট যথা: Sukuk, Derivatives, Options এর লেনদেন চালু করা, ওটিসি বুলেটিন বোর্ড চালু করা, ইটিএফ চালু করা, Open End Mutual Fund তালিকাভুক্ত করা ইত্যাদি। এছাড়া, কর্পোরেট কর হার কমানোর বিষয়টি বিবেচনায় রয়েছে, যা বাস্তবায়িত হলে অধিক সংখ্যক ভাল শেয়ার পুঁজিবাজারে আসবে।

বীমা সেবা

২১৭। বীমা সেবাকে জনবান্ধব ও কল্যাণমুখী করার জন্য প্রবাসী বীমা, কৃষি বীমা, স্বাস্থ্য বীমা, গবাদিপশু বীমা, হাওড় এলাকার জন্য শস্য বীমা প্রভৃতি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দারিদ্র্য নিরসনকল্পে ক্ষুদ্র বীমা চালুর সম্ভাব্যতা যাচাই করা হচ্ছে। দরিদ্র নারীদেরকে ক্ষুদ্র বীমার আওতায় এনে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বীমা খাতে অটোমেশনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে, অভিন্ন Know Your Customer (KYC) পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড চালু করা

২১৮। দেশের সবুজ অর্থনীতি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রপ্তানিমুখী টেক্সটাইল এবং চামড়া শিল্পের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত কল্পে ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড (জিটিএফ) নামক পুনঃ অর্থায়ন স্কিম গঠন করা হয়েছে। সম্প্রতি উক্ত স্কিমে আরও ২০০ মিলিয়ন ইউরো যোগ করা হয়েছে। পরিবেশ বান্ধব যন্ত্রপাতি আমদানি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক কর্তৃক কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে এই স্কিম ব্যবহার করা যাবে।

সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা

মাননীয় স্পিকার

সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংস্কার কৌশল প্রণয়ন

২১৯। সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংস্কারের অন্যতম লক্ষ্য হলো প্রাজ্ঞ সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক সুশাসন বজায় রাখা। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে Public Expenditure Financial Accountability Assessment-2016 এর ভিত্তিতে সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংস্কার কৌশল (২০১৬-২১) প্রণয়ন করা হয়েছে। এই কৌশল বাস্তবায়নে সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা এ্যাকশন প্লান (পিএফএম এ্যাকশন প্লান ২০১৮-২৩) প্রস্তুত করা হয়েছে। এই এ্যাকশন প্লানের ৫টি অভিলক্ষ্য রয়েছে যার অধীনে ১৪টি সুনির্দিষ্ট কম্পোনেন্ট আছে। এই এ্যাকশন প্লানটি বাস্তবায়িত হলে সরকারি সেবার মান বৃদ্ধি ও আর্থিক স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে।

সুকুক (SUKUK) বন্ড ইস্যু

২২০। বাংলাদেশে প্রথাগত আর্থিক ব্যবস্থার পাশাপাশি লভ্যাংশভিত্তিক আর্থিক কার্যক্রমও প্রসার লাভ করছে এবং এ ধারার ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। অর্থনীতির এ বিকাশমান ধারাকে উন্নয়ন অর্থায়নে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে আমরা একটি শরিয়াহ্সম্মত বিনিয়োগ ইন্সট্রুমেন্ট বা সুকুক প্রবর্তন করেছি। সুকুক ইন্ট্রুমেন্ট চালু করার ফলে শরিয়াভিত্তিক ব্যাংকসমূহের সরকারি উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য, সরকারী বন্ড ও বিলসমূহ প্রচলিত ধারায় সুদ ভিত্তিক হওয়ায় ইসলামী ব্যাংসমূহ এ বন্ড/ বিল ক্রয় করতে পারে না। সুকুক ইস্যুর লক্ষ্যে আমরা ‘বাংলাদেশ সরকার বিনিয়োগ সুকুক গাইডলাইন, ২০২০’ প্রণয়ন করেছি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে গত ২২ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছি। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক-কে সুকুক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সুকুক ইস্যুর জন্য স্পেশাল পারপাস ভেহিকল বা এসপিভি হিসেবে

এবং সুকুক বিনিয়োগকারীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এসপিভি ও ট্রাস্টি হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের পৃথক দুটি অংশ স্বাধীনভাবে কাজ করছে।

২২১। সুকুক ইস্যুর জন্য আমরা 'সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প' -কে সম্পদ হিসেবে ঘোষণা করেছি এবং শরীয়াহ বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী ৪ হাজার কোটি টাকা করে ২টি কিস্তিতে মোট ৮ হাজার কোটি টাকার ৫ বছর মেয়াদী ইজারা সুকুক ইস্যুর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বিগত ২৮ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে প্রথম কিস্তিতে ৪ হাজার কোটি টাকার ইজারা সুকুক ইস্যু করা হয় এবং আমরা বিনিয়োগকারীদের দিক থেকে অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছি। আমাদের এ উদ্যোগ একদিকে দেশে শরীয়াহভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থার সুযোগ যেমন বৃদ্ধি করবে, একইসাথে বন্ড মার্কেটের গভীরতা এবং ব্যাপ্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে যা দেশের আর্থিক খাতের উন্নতিতে শক্তিশালী ভূমিকা রাখবে।

মাননীয় স্পিকার

আইবাস++ এর আপগ্রেডেশন

২২২। দেশীয় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা তৈরি আইবাস++ (সমন্বিত বাজেট ও হিসাব পদ্ধতি) সফটওয়্যার-এর মাধ্যমে সকল সিভিল প্রশাসন, প্রতিরক্ষা ও রেলওয়েতে বাজেট প্রনয়ণ, বাজেট বাস্তবায়ন ও হিসাব প্রক্রিয়াকরণের কার্যক্রম পুরোপরি চালু হয়েছে এবং এই ৩টি হিসাব পদ্ধতির মধ্যে কনসলিডেশন ও ইন্টিগ্রেশনের কার্যক্রম চলতি অর্থবছরে শুরু হয়েছে, যা আগামী অর্থবছরে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

প্রকল্পের অর্থ ছাড় সহজীকরণ

২২৩। ইতোপূর্বে উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থ ছাড়ের প্রক্রিয়া সহজতর করার লক্ষ্যে অনুমোদিত সরকারি প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ ছাড় স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তবে, তৃতীয় ও চতুর্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ের

জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও চতুর্থ কিস্তির জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতির প্রয়োজন হত। ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত কর্তৃত্ব অনুযায়ী চতুর্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ে অর্থ মন্ত্রণালয় ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সম্মতির প্রয়োজন হবে না। উক্ত অর্থ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছাড় হয়েছে বলে গণ্য হবে। এ সংস্কার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের গতিকে ত্বরান্বিত করবে।

২২৪। উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ ছাড় স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনলাইনে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অর্থাৎ বাজেটে অর্থ বরাদ্দের সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান নাম ও কোড অনুযায়ী পিএল (Personal Ledger) হিসাব খোলা হবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ইএফটি ইস্যুর ক্ষমতা প্রদান করা হবে। হিসাব-রক্ষণ কার্যালয় সংযুক্ত তহবিল হতে পিএল হিসাবে অর্থ স্থানান্তর করবে, এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ইএফটির মাধ্যমে সরাসরি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অর্থ পরিশোধ করবে। এতে কোনরূপ প্রশাসনিক কার্যক্রম ব্যতিরেকেই প্রতি তিনমাস অন্তর স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্থের প্রাপ্যতা নিশ্চিত হবে।

জিটুপি এর সম্প্রসারণ

২২৫। সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা উপকারভোগীদের অথবা মোবাইল ব্যাংক হিসেবে সরাসরি সরকারি কোষাগার হতে জিটুপি পদ্ধতিতে অর্থ প্রেরণ করা হচ্ছে। বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী, মাতৃত্ব ভাতা,শিক্ষা উপবৃত্তিসহ সকল বৃহৎ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি নগদ হস্তান্তর এ প্রক্রিয়ায় দ্রুত প্ররণ করা হচ্ছে। ফলে, সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত অর্থবছরে এ ব্যবস্থায় ১ কোটি ইএফটির মাধ্যমে ৩ হাজার কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

চালান অটোমেশন

২২৬। সরকারি কোষাগারে অর্থ জমা প্রদানে ব্যবহৃত চালানকে সম্পুর্ণরূপে অটোমেশন করা হয়েছে। এতে, ঘরে বসেই ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড ও ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে অনলাইনে চালান জমা দেয়া যাবে। ফলে, সরকারি সেবা

প্রত্যাশীদের জন্য সেবা ফি প্রদানের প্রক্রিয়া সহজ হবে, চালানের অর্থ তাৎক্ষণিকভাবে সরকারি কোষাগারে জমা নিশ্চিত হবে, এবং তার ফলে আর্থিক খাতের শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে।

দশম অধ্যায়
রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম

মাননীয় স্পিকার

২২৭। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরেরও মোট বাজেট ব্যয়ের সিংহভাগ যোগান আসবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ থেকে যা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আহরণ করে থাকে। বাজেটের আকার বিবেচনায় নিয়ে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। রাজস্ব আহরণকে প্রধানতঃ দুভাগে ভাগ করা যায়ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরিত রাজস্ব এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত আহরিত রাজস্ব। আমাদের মোট রাজস্বের প্রায় ৮৫ শতাংশ আহরণ করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। রাজস্ব আহরণ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রধান উদ্দেশ্য হলেও দেশে শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ব্যবসার ক্ষেত্র বৃদ্ধি, দেশীয় শিল্প সংরক্ষণ ও বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণসহ সাম্য ও ন্যায় ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আয়কর, শুল্ক ও মূসক প্রদানে অব্যাহতি বা হ্রাসকৃত হারে প্রদানের সুবিধা দেয়া আছে। আমাদের কর জিডিপির অনুপাত তুলনামুলক কম হলেও প্রতিবছর রাজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে।

২২৮। ২০১৯-২০ অর্থ বছরের মার্চ মাস থেকে কোভিড মহামারির কারণে ব্যবসা বাণিজ্যে বিরূপ পরিবেশ বিদ্যমান থাকলেও বর্তমান অর্থ বছরের এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত আমাদের রাজস্ব প্রবৃদ্ধি ৯.৬৩ শতাংশ। ২০২০-২১ অর্থ বছরের রাজস্ব আহরণ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। তবে পুরো অর্থ বছরই করোনা মহামারির কারণে ব্যবসা বাণিজ্যের গতি মন্থর ছিল। এ বৈশ্বিক মহামারি মোকাবেলা করে আমরা অর্থনীতি এবং জিডিপির গতি ধরে রাখার চেষ্টা করেছি। তবে আগামি অর্থবছরেও দেশের অর্থনীতি একেবারে স্বাভাবিক হবে না মর্মে অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। বৈশ্বিক করোনা মহামারি, বিশ্ব বাণিজ্যে মন্দা ও অস্থিতিশীল বিশ্ব বাণিজ্যকে বিবেচনায় নিয়েই আমরা আগামী রাজস্ব নীতি প্রণয়ন করেছি। ব্যবসা বাণিজ্যে কোভিডের প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে রাজস্ব আহরণের পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য

সুরক্ষা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনীতির গতি বৃদ্ধির বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবারের রাজস্ব বাজেটে।

মাননীয় স্পিকার

২২৯। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন আয়কর, শুল্ক ও মূসক বিভাগকে automated এবং digitalized করার মাধ্যমে করদাতা, ব্যবসায়ী এবং জনগণকে সহজ ও নিরবছিন্নভাবে সেবা প্রদানের জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোপূর্বে গৃহীত সংস্কারমূলক ব্যবস্থার অধিকাংশই বাস্তবায়িত হয়েছে। কর প্রদানের ক্ষেত্রে চালু করা হয়েছে ই পেমেন্ট। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে অনলাইনে কর পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় ইন্টারফেস স্থাপন করেছে। করদাতাগণ এখন বাংলাদেশ ব্যাংক বা সোনালী ব্যাংকে না গিয়ে ঘরে বসে নিজ ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সুবিধাজনক সময়ে সরাসরি বাংলাদেশ ব্যাংকে কর পরিশোধ করতে পারছেন।

২৩০। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক স্থবিরতার মধ্যেও অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখার জন্য অভ্যন্তরীণ উৎসই হবে রাজস্ব আহরণের প্রধান ক্ষেত্র। বিদ্যমান পরিস্থিতি বিবেচনায় করহার না বাড়িয়ে কর ব্যবস্থার সংস্কার, কর ভিত্তি সম্প্রসারণ, e-TIN ধারীদের রিটার্ন প্রদানে উদ্বুদ্ধকরণ তথা স্বেচ্ছা পরিপালনের মাধ্যমে সক্ষম করদাতাগণকে করনেটে আনা হবে। ইতোমধ্যে আয়কর বিভাগ কর্তৃক Nonfiler Company এর রিটার্ন দাখিলের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। করদাতা কোম্পানী কর্তৃক দাখিলকৃত নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীর সঠিকতা নিরূপণের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB) এর যৌথ উদ্যোগে চালু করা হয়েছে Document Verification System (DVS)। এই উদ্যোগের ফলে করদাতা কোম্পানী কর্তৃক প্রদর্শিত আয়ের স্বচ্ছতা আসবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের মধ্যে তথ্য বিনিময়, Data Pulling, Data Storing এবং তথ্যের সঠিকতা যাচাইয়ের System integration এর কার্যক্রম চলমান আছে। এই কার্যক্রম নতুন করদাতা সনাক্তকরণ এবং করফাঁকি রোধে সহায়ক হবে বলে

আমরা আশা করি। এছাড়াও উৎসে কর কর্তন ও সংগ্রহ তদারকির জন্য চালু করা হয়েছে e-TDS সিস্টেম। আগামী বছর থেকে করদাতাগণ যাতে অনলাইনে আয়কর রির্টান দাখিল করতে পারেন তার জন্য সকল ধরণের পদক্ষেপ আমরা গ্রহণ করেছি। এ উদ্যোগের ফলে করদাতাগণের আয়কর রিটার্ন দাখিল সহজ হবে এবং নতুন করদাতার সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে।

মাননীয় স্পিকার

২৩১। মূল্য সংযোজন কর আইন ও বিধি সহজীকরণ করে আন্তর্জাতিক রীতি নীতি ও ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ০১ জুলাই,২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পুরক শুল্ক আইন, ২০১২ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অনলাইনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিবন্ধন এ আইনের একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন। ইতোমধ্যে দুই লক্ষাধিক করদাতা অনলাইনে নতুন ১৩ ডিজিটের নিবন্ধন গ্রহণ করেছে। নিবন্ধন প্রক্রিয়াটি আরও গতিশীল ও আস্থাভাজন করার জন্য রেজিস্টার অব জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস, আমদানি-রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, জাতীয় পরিচয়পত্র, সিটি কর্পোরেশন ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে ইন্টারফেস স্থাপনের কার্যক্রম চলছে।

২৩২। মূসক আদায়ে স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর মূসক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার জন্য VAT Online প্রকল্প চলমান রয়েছে। আমাদের এ উদ্যোগের ফলে ইতোমধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশ মূসক দাখিলাপত্র অনলাইনে দাখিল করা হচ্ছে। মূল্য সংযোজন কর আহরণ সহজ, স্বচ্ছ ও হয়রানিমুক্ত করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আগষ্ট, ২০২০ হতে EFD (Electronic Fiscal Device)/ SDC (Sales Data Controller) স্থাপনের কার্যক্রম শুরু করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা শহরে ৩০০০ প্রতিষ্ঠানে EFD/ SDC স্থাপিত হয়েছে। প্রকল্পটিকে শতভাগ কার্যকর করার লক্ষ্যে ভোক্তাদের EFDMS হতে ইস্যুকৃত চালানের উপর প্রতিমাসে লটারির মাধ্যমে পুরস্কার প্রদান করা হয়। সাধারণ ভোক্তারাই এ প্রকল্পটিকে সফল করে তুলবে বলে আমরা আশা করি।

মাননীয় স্পিকার

২৩৩। বিশ্বব্যাপী শুল্ক ব্যবস্থাপনায় অনুসৃত International Best Practices সমূহ বিবেচনায় নিয়ে একটি নতুন কাস্টমস্ আইন, ২০২১ প্রণয়নের লক্ষ্যে ভেটিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আইনটি পাশের জন্য শ্রীঘ্রই মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হবে। শুল্ক বিভাগের প্রশাসনিক কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার অনেক আগেই শুরু হয়েছে। শুল্ক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ওয়েবভিত্তিক ASYCUDA World System চালু রয়েছে। এই সিস্টেমের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, নৌবাহিনী এবং চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের কম্পিউটার সিস্টেমের ইন্টারফেসিং সম্পন্ন হয়েছে। এর ফলে ই-এলসি ব্যবস্থাপনা মনিটরিং, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ, ডেঞ্জারাস কার্গো মনিটরিং, মেনিফেস্ট ডাটা শেয়ারিং এর মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের শুল্কায়ন ও কন্টেইনার ম্যানেজমেন্ট সহজ হয়েছে।

২৩৪। রাজস্ব প্রশাসনের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য গৃহীত নানাবিধ সংস্কার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন সকল প্রশিক্ষণ একাডেমিকে আধুনিকায়নের মাধ্যমে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। সেবার মান উন্নয়ন এবং করের আওতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডসহ রাজস্ব প্রশাসনের সম্প্রসারণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। যুগোপযোগী করনীতি, দক্ষ কর ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবসায়ীসহ সকল স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেট লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

একাদশ অধ্যায়

আয়কর, মূল্য সংযোজন কর এবং আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক

প্রত্যক্ষ কর: আয়কর

মাননীয় স্পিকার

২৩৫। প্রত্যক্ষ কর বা আয়কর হচ্ছে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ ও একইসাথে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসমতা দূরীকরণের প্রধান নিয়ামক। বর্তমানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরিত মোট রাজস্বে আয়করের অবদান শতকরা প্রায় ৩৫ভাগ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আয়কর খাতে রাজস্ব আহরণের গড় প্রবৃদ্ধি ১৫ শতাংশের অধিক এবং এটি উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। ২০১৩ সালকে ভিত্তি বছর ধরা হলে করনেট সম্প্রসারণে প্রবৃদ্ধি ৪৫৫%; যা এই বাজেটে গৃহীত কার্যক্রমের ফলে আরও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনায় কোন দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অনুষঙ্গ হিসেবে নাগরিকদের মাঝে আয়ের অসমতা (income inequality) ও সামাজিক অসমতা (social inequality) বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত রাজস্ব যোগান, সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা, আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা এবং সার্বিকভাবে একটি কল্যাণমুখী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সম্পদের পূনর্বণ্টনের (redistribution of wealth) মাধ্যমে আয়ের অসমতা হ্রাস এবং সাম্য ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা আয়কর আরোপের অন্যতম লক্ষ্য। কল্যাণমুখী ও জনবান্ধব কর আইন প্রণয়ন এই লক্ষ্য অর্জনের অন্যতম অনুষঙ্গ। প্রস্তাবিত বাজেটে কোভিড-১৯ এ পর্যুদস্ত চলমান বিশ্ব ও বাংলাদেশে সাধিত অর্থনৈতিক ক্ষতি এবং ভবিষ্যতে সম্ভাব্য ক্ষতি মোকাবেলা এবং সামাজিক অসমতা দুরীকরণ, উচ্চতর প্রযুক্তিঘন শিল্পের বিকাশ, দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন, স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন সাধনসহ সার্বিক ব্যবসা ও বিনিয়োগবান্ধব নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

২৩৬। ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে সরকার রাজস্ব আদায়ে একটি করদাতা, ব্যবসা ও বিনিয়োগবান্ধব দর্শনের সূচনা করেছে। এই দর্শনের ভিত্তি হচ্ছে করদাতাদের উপর ক্রমান্বয়ে করের বোঝা কমিয়ে অর্থনীতিতে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ানো। আপনার জানা আছে যে, ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে ব্যক্তি শ্রেণির করদাতাদের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা ছিল মাত্র ১,৬৫,০০০ টাকা; যা ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ৩,০০,০০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। নারী করদাতা, সিনিয়র করদাতা, প্রতিবন্ধী করদাতা ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য করমুক্ত এই আয়ের সীমা আরও বেশি। ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে স্টক মার্কেটে নন-লিস্টেড কোম্পানির করহার ছিল ৩৭.৫ শতাংশ; যা ক্রমান্বয়ে কমিয়ে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ৩২.৫ শতাংশ করা হয়েছে। এই বাজেট প্রস্তাব প্রণয়নের ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে যা আমার বক্তব্যের পরবর্তী অংশে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া, এই নীতির আলোকে ২০০৯-২০১০ অর্থ বছর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত স্টক মার্কেটে লিস্টেড কোম্পানি এবং ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের করহার যথাক্রমে ২৭.৫% ও ৪২.৫% থেকে কমিয়ে যথাক্রমে ২৫ শতাংশ ও ৩৭.৫ শতাংশে আনা হয়েছে। সরকারের এই যুগোপযোগী নীতির কারণে করদাতাদের যেমন স্বস্তির জায়গা তৈরি হয়েছে, তেমনি দেশে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের পরিমাণও বেড়েছে।

মাননীয় স্পিকার

আমি এ পর্যায়ে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য আয়কর সংক্রান্ত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব আপনার মাধ্যমে এ মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করছি:

২৩৭। বাংলাদেশে বর্তমানে বেসরকারি বিনিয়োগ ও জিডিপি অনুপাত হলো ২৩ শতাংশ। সরকার এই অনুপাত বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। কর্পোরেট করহার কমিয়ে আনলে বেসরকারি বিনিয়োগ ও জিডিপি অনুপাত এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সহজ হতে পারে। বিশ্বায়নের সাথে তাল মিলিয়ে এবং কোভিড ১৯ চলমান পরিস্থিতিতে তাই বাংলাদেশেও করহার পুনঃনির্ধারণ করা

সময়ের দাবী। বর্তমানে বিরাজমান ব্যবসাবান্ধব পরিবেশের সাথে একটি প্রতিযোগিতামূলক করহার দেশের বাণিজ্যের প্রসারে ও শিল্পায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে ও ব্যবসায়ী মহলের প্রত্যাশা পূরণকল্পে ও ব্যবসা বাণিজ্যের দ্রুত প্রসারের লক্ষ্যে গত ২০২০ সালের অর্থ আইনে কর্পোরেট করহার ৩৫% থেকে ৩২.৫০% করা হয়েছিল। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে কর্পোরেট করহার আরও কমিয়ে নন-লিস্টেড কোম্পানিসমূহের ক্ষেত্রে করহার ৩২.৫০% থেকে ৩০% করার প্রস্তাব করছি। অনুরূপভাবে লিস্টেড কোম্পানির জন্য করহার ২৫% থেকে ২২.৫% করার প্রস্তাব করছি। এক ব্যক্তি কোম্পানির জন্য নন-লিস্টেড কোম্পানির করহার ৩২.৫% প্রযোজ্য। অর্থনীতিকে অধিকতর আনুষ্ঠানিক করা এবং এক ব্যক্তি কোম্পানির প্রতিষ্ঠা উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এক ব্যক্তি কোম্পানির করহার ২৫% করার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৩৮। আপনার জানা আছে যে, কিছু ক্ষেত্রে আইনের দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তাসমূহ ব্যক্তিশ্রেণির করদাতাগণের জন্য প্রযোজ্য করহারের সুবিধা ভোগ করার অবকাশ পেত; যা আমাদের কর দর্শনের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। আমি ভিন্নরূপে সঙ্গায়িত নয় এমন আইনের দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা এবং অন্যান্য করযোগ্যসত্তার করহার বিদ্যমান ব্যক্তিশ্রেণির করহারের পরিবর্তে ৩০% করার প্রস্তাব করছি। প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রযোজ্য সাধারণ করহার হ্রাস করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ, বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ, বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা কেবলমাত্র তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষাদানে নিয়োজিত বেসরকারি কলেজ হতে উদ্ভূত আয়ের ১৫% হারে কর নির্ধারণ করা হয়েছিল। মহান এ সংসদে আমি এ করহার অর্থ আইনের মাধ্যমে ১৫% করার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৩৯। ব্যক্তি-শ্রেণির করদাতা ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের জন্য সার্বিকভাবে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে কর্পোরেট করহার নিম্নরূপে প্রস্তাব করছি-

কোম্পানি ও অন্যান্য করহার:

বিবরণ	বিদ্যমান ২০২০-২১	প্রস্তাবিত ২০২১-২২
পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি	২৫%	২২.৫%
পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এরূপ কোম্পানি	৩২.৫%	৩০%
এক ব্যক্তি কোম্পানি	৩২.৫%	২৫%
পাবলিকলি ট্রেডেড-ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান (মার্চেন্ট ব্যাংক ব্যতীত)	৩৭.৫%	৩৭.৫%
পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এরূপ-ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৪০%	৪০%
মার্চেন্ট ব্যাংক	৩৭.৫%	৩৭.৫%
সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারী কোম্পানি	৪৫% (+) ২.৫ % সারচার্জ	৪৫% (+) ২.৫ % সারচার্জ
পাবলিকলি ট্রেডেড মোবাইল ফোন কোম্পানি	৪০%	৪০%
পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এমন মোবাইল ফোন কোম্পানি	৪৫%	৪৫%
পাবলিকলি ট্রেডেড মোবাইল ফাইন্যনসিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান	৩২.৫%	৩৭.৫%
পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এমন মোবাইল ফাইন্যনসিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান	৩২.৫%	৪০%
ব্যক্তি-সংঘের করহার	৩২.৫%	৩০%
কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা ও অন্যান্য করযোগ্য সত্তার করহার	ব্যক্তি শ্রেণির হার	৩০%
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ, বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ, বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা কেবলমাত্র তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষাদানে নিয়োজিত বেসরকারি কলেজ	১৫% (বর্তমানে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত)	১৫%

২৪০। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ব্যক্তি শ্রেণির করদাতাদের করহার উল্লেখযোগ্যভাবে কমানোর কারণে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য ব্যক্তি শ্রেণির করদাতার জন্য বিদ্যমান করহার অপরিবর্তিত রাখার প্রস্তাব করছি। ব্যক্তি শ্রেণির করদাতার জন্য বিদ্যমান এই করহার তৃতীয় লিঙ্গের করদাতাদের জন্যও প্রযোজ্য

ছিলো। তৃতীয় লিঙ্গের করদাতাদের সামাজিক আত্তীকরণের লক্ষ্যে বিশেষ বিধান চালুর পাশাপাশি তাদের করমুক্ত আয়ের সীমা ৩,৫০,০০০ টাকা করার প্রস্তাব করছি।

২৪১। বর্তমান সরকার ব্যবসা সহজীকরণ ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। বিশেষ করে ব্যক্তিশ্রেণির ব্যবসায়ী করদাতাদের করদায় লাঘবে সরকার সদা তৎপর। এ লক্ষ্যে ব্যক্তি করদাতাদের ব্যবসায়িক টার্নওভার করহার হ্রাস করে ০.৫% এর পরিবর্তে ০.২৫% করার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৪২। প্রত্যক্ষ করের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থনৈতিক বৈষম্য কমানো। আর্থিক অসমতা হ্রাসকরণের লক্ষ্যে বিত্তবানদের উপর সম্পদের ভিত্তিতে আয়কর এর পাশাপাশি সারচার্জ আরোপের বিধান রয়েছে। সারচার্জ আহরণ এবং প্রয়োগ সহজীকরণের লক্ষ্যে বিদ্যমান সাতটি ধাপের পরিবর্তে পাঁচটি ধাপের প্রস্তাব করছি। এছাড়াও আয় না থাকলে সম্পদের উপর সারচার্জ পরিশোধের বিধান বিলোপ করা ও ন্যূণতম সারচার্জ বিলোপের প্রস্তাব করছি। এর ফলে সারচার্জের বিধান পরিপালন করা সহজ হবে ও মধ্যবিত্তদের কর লাঘব হবে।

২৪৩। বর্তমান সরকারের অনুসৃত কর নীতি হচ্ছে কর ভিত্তির সম্প্রসারণের পাশাপাশি করহার ক্রমাগত কমিয়ে আনা। এ নীতির পরিপালন হিসেবে নিবাসী ঠিকাদার বাংলাদেশে কোনো অনিবাসীর বরাবরে কতিপয় সেবা প্রদান করলে উক্ত সেবার বিপরীতে প্রাপ্ত অর্থের উপর উৎসে কর কর্তন করার হার ১০% এর পরিবর্তে ৭.৫% করার প্রস্তাব করছি। এছাড়া, শ্রমিকদের কল্যাণ বিবেচনা করে করযোগ্য আয় নেই এমন শ্রমিকদের ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত worker's participation fund বা শ্রমিকদের অংশগ্রহণমূলক তহবিল হতে অর্থ প্রদানের সময় উৎসে আয়কর কর্তন না করার প্রস্তাব করছি।

২৪৪। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, অর্থনীতির আনুষ্ঠানিকীকরণ ও করনেট সম্প্রসারণ জাতীয় অর্থনীতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ লক্ষ্যে আমি বাজেটে নিম্নরূপ

প্রস্তাবসমূহ পেশ করছি:

ক) যেসকল ক্ষেত্রে অর্থ পরিশোধে ব্যাংক ট্রান্সফারের বাধ্যবাধকতা রয়েছে সেসকল ক্ষেত্রে ব্যাংক ট্রান্সফারের পাশাপাশি মোবাইল ফাইন্যানশিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) এর মাধ্যমে পরিশোধের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা;

খ) ৫০ হাজার টাকার অধিক পেমেন্ট হলে তা ক্রস চেক বা ব্যাংক ট্রান্সফার বা মোবাইল ফাইন্যানশ্যল সার্ভিস (এমএফএস) এর মাধ্যমে সম্পাদন করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা;

গ) সরবরাহ ও ঠিকাদারীর বিল ব্যাংকিং বা মোবাইল ফাইন্যানশিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) এর মাধ্যমে গ্রহণ করা না হলে প্রযোজ্য উৎসে করহারের অতিরিক্ত ৫০% কর্তন করা;

ঘ) করনেট সম্প্রসারণে বাড়ির নকশা অনুমোদনে ও সমবায় সমিতির রেজিস্ট্রেশনে এবং দুই লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে ও পোস্টাল সেভিংস্ অ্যাকাউন্ট খুলতে টিআইএন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা;

ঙ) ই-কর্মাস প্ল্যাটফর্মকে উৎসে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা।

উত্থাপিত এ প্রস্তাবসমূহ মহান জাতীয় সংসদের মাধ্যমে পাশ হলে আনুষ্ঠানিক অর্থনীতির আকার বড়ো হবে, বিনিয়োগ ও রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। ব্যাংক ট্রান্সফারের পাশাপাশি মোবাইল ফাইন্যানশিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) এর মাধ্যমে অর্থ পরিশোধের সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে একটি আধুনিক প্রযুক্তিকে আইনগত ভিত্তি প্রদান করা হয়েছে। এতে করে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত হবে।

মাননীয় স্পিকার

২৪৫। আমরা মাছে-ভাতে বাঙালি। আর তাই মৎস্য চাষকে উৎসাহিত করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে মৎস্য আয়ের উপর হ্রাসকৃত হারে কর প্রদানের সুযোগ রাখা হয়েছে। এ সুযোগ এখনো অব্যাহত রেখে শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট আয়সীমার পর করারোপণের একটি ধাপ বৃদ্ধি এবং করহারের যৌক্তিকীকরণের প্রস্তাব করছি।

২৪৬। কোম্পানির সাধারণ ভবন ও কারখানা ভবনের অর্থনৈতিক জীবনকালের বিবেচনায় আয়কর আইনে বিদ্যমান অবচয়ের হার যৌক্তিকীকরণের প্রয়োজন রয়েছে। বিদ্যমান হার যৌক্তিকীকরণের লক্ষ্যে সাধারণ ভবনের অবচয়ের হার ১০% থেকে ৫% এবং কারখানা ভবনের অবচয়ের হার ২০% থেকে ১০% এ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

২৪৭। বর্তমান সরকার দেশের প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে সামাজিক এবং অর্থনীতির মূলধারায় অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে নিরলস চেষ্টা করে যাচ্ছে। প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অন্যতম একটি অংশ হচ্ছে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ। এ জনগোষ্ঠী অন্যান্য মানুষের চেয়ে আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে আছে এবং তারা সমাজের মূলধারার বাহিরে রয়েছে। কর্মক্ষম এ জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করতে পারলে সামাজিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত হবে। এ প্রেক্ষিতে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের কর্মসংস্থান, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক আত্তীকরণের লক্ষ্যে আমি মহান এ সংসদে বিশেষ কর প্রণোদনার বিধান প্রবর্তনের প্রস্তাব করছি। যদি কোনো প্রতিষ্ঠান তার মোট কর্মচারীর ১০ শতাংশ বা ১০০ জনের অধিক তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিদের নিয়োগ দেয় তবে উক্ত কর্মচারীদের পরিশোধিত বেতনের ৭৫ শতাংশ বা প্রদেয় করের ৫ শতাংশ, যেটি কম, তা নিয়োগকারীকে কর রেয়াত হিসেবে প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় বিধান সংযোজনের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৪৮। বর্তমান যুগ তথ্য প্রযুক্তির যুগ। বর্তমান সরকার তথ্য প্রযুক্তি খাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্নকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তথ্য প্রযুক্তির কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত খাতকে সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন। প্রস্তাবিত বাজেটে কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত ২২টি আইটিইএস খাতকে আরো সম্প্রসারিত করার প্রস্তাব পেশ করছি। এতে বাংলাদেশের ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশন ত্বরান্বিত হবে, সহজে ও কম খরচে উন্নত ডিজিটাল সেবাকে জনগণের জন্য সহজলভ্য করা যাবে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন

বাস্তবায়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি, দেশে তরুণ উদ্যোক্তা তৈরি হবে। এ লক্ষ্যে Cloud Service, System Integration, e learning platform, e book publications, Mobile application development service এবং IT Freelancing সেবা হতে উদ্ভূত আয়কে ২০২৪ সাল পর্যন্ত কর অব্যাহতির প্রস্তাব পেশ করছি। এছাড়াও কতিপয় আইটি হার্ডওয়ার বাংলাদেশে উৎপাদন করলে শর্ত সাপেক্ষে ১০ বছর কর অব্যাহিত প্রদানের প্রস্তাব করছি।

২৪৯। একটি দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় এবং টেকসই উন্নয়নে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের গুরুত্ব অপরিসীম। অর্থনীতিতে উদ্যোক্তা হিসেবে পুরুষের পাশাপাশি নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা বাড়লে নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে। এসএমই খাত এবং নারীর উন্নয়নে এসএমই খাতের নারী উদ্যোক্তাগণের জন্য বিশেষ প্রণোদনা হিসেবে ব্যবসায়ের মোট টার্নওভারের ৭০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত করমুক্ত রাখার প্রস্তাব করছি। আশা করা যায় এর ফলে নারী উদ্যোক্তাগণ এবং এসএমই খাত উভয় উপকৃত হবে।

২৫০। দেশে মেগা শিল্পের বিকাশ এবং আমদানি বিকল্প শিল্পোৎপাদনকে ত্বরান্বিত করার স্বার্থে "Made in Bangladesh" ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠায় সরকার বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশে অটোমোবাইল- থ্রি হুইলার এবং ফোর হুইলার উৎপাদনকারী কোম্পানিকে শর্ত সাপেক্ষে দশ বছর মেয়াদে কর অব্যাহতি এবং আরো কিছু শর্ত সাপেক্ষে আরো দশ বছর কর অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করছি। এছাড়াও কতিপয় হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস ও কিচেন অ্যাপ্লায়েন্সেস পণ্য এবং হালকা প্রকৌশল শিল্পের পণ্যের উৎপাদনকারী কোম্পানিকে শর্ত সাপেক্ষে দশ বছর মেয়াদি কর অব্যহতি প্রদানের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৫১। এ কথা অনস্বীকার্য যে দেশীয় কৃষিভিত্তিক শিল্পে বাংলাদেশের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। কৃষিজাত পণ্যের আমদানি বিকল্প তৈরীর মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক শিল্পের বিকাশ ও কর্মসংস্থান সম্ভব। অধিকন্তু, মুক্ত বাণিজ্যের এ যুগে কৃষি পণ্যে মূল্য সংযোজন ও বৈচিত্র্যকরণের মাধ্যমে বৈশ্বিক রপ্তানি বাণিজ্যের দখল নেয়া

সম্ভব। এ সব দিক বিবেচনা করে কিছু শর্ত সাপেক্ষে দেশে উৎপাদিত সকল প্রকার ফল, শাক-সবজি প্রসেসিং শিল্প, দুধ ও দুগ্ধজাতপণ্য উৎপাদন, সম্পূর্ণ দেশীয় কৃষি হতে শিশু খাদ্য উৎপাদনকারী শিল্প ও কৃষিযন্ত্র উৎপাদনকারী শিল্পের জন্য দশ বছরের করমুক্ত সুবিধার প্রস্তাব করছি।

২৫২। ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের অন্যতম উপকরণ হচ্ছে সিমেন্ট, লৌহ এবং লৌহজাত পণ্য। এ সকল পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প প্রতিষ্ঠানকে কর সুবিধা প্রদান করা হলে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ সহজ ও সাশ্রয়ী হবে। এ প্রেক্ষিতে আমি সিমেন্ট উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে করহার ৩% থেকে ২% করার প্রস্তাব করছি। একই সাথে সিমেন্ট, লৌহ এবং লৌহজাতীয় পণ্য সরবরাহের বিপরীতে উৎসে কর কর্তনের হার ৩% হতে ২% করার প্রস্তাব করছি। আশা করছি এর ফলে দেশে এ সকল শিল্পের আরো বিকাশ হবে এবং অবকাঠামো উন্নয়নে অবদান রাখতে পারবে।

২৫৩। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য সুলভ এবং মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতে সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। বর্তমান সরকার স্বাস্থ্যসেবাকে প্রতিটি ওয়ার্ডে কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছে। ইতোমধ্যে বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। তবে, এ ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের ভূমিকা অতিমাত্রায় শহরকেন্দ্রিক। তাই, সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবাকে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও চট্টগ্রাম জেলার বাইরে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে আমি এ খাতে কর প্রণোদনার প্রস্তাব করছি। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, চট্টগ্রাম জেলার বাইরে অন্যান্য জেলায় শিশু ও নবজাতক, নারী ও মাতৃস্বাস্থ্য, অন্‌কোলজি, ওয়েল বিং ও প্রিভেন্টিভ মেডিসিন ইউনিট থাকা সাপেক্ষে ন্যূণতম ২৫০ শয্যার সাধারণ হাসপাতাল এবং ন্যূণতম ২০০ শয্যার বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপিত হলে শর্ত সাপেক্ষে ১০ বছরের জন্য কর অব্যাহতির প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৫৪। শিল্পায়নের একটি অন্যতম অনুঘটক হলো দক্ষ মানব সম্পদ ও ক্ষুদ্র

উদ্যোক্তার উপস্থিতি। বর্তমানে ব্যাপকভিত্তিক উচ্চমানের কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ঘাটতি রয়েছে। যার ফলে বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের সুফল পুরোপুরিভাবে ভোগ করতে পারছে না। বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নয়ন এবং শিল্পায়নে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরীতে বেসরকারি খাতে বিশেষায়িত কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে কর প্রণোদনা প্রদান প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে কৃষি, ফিশারিজ, বিজ্ঞান ও আইটি খাতের সকল ধরনের ডিপ্লোমা ডিগ্রি ও ভোকেশনাল শিক্ষা; এবং অটোমোবাইল, এয়ারক্রাফট সংরক্ষণ, খাদ্য, ফুটওয়ার, গ্লাস, মেকানিক্যাল, শিপ বিল্ডিং, লেদার, রেফ্রিজারেশন, সিরামিক্স, মেকানিস্ট, গার্মেন্টস্ ডিজাইন এবং প্যাটার্ন মেকিং, ফার্মেসি, নার্সিং, ইন্টিগ্রেটেড মেডিক্যাল, রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং, আল্ট্রাসাউন্ড, ডেন্টাল, এনিম্যাল হেলথ এন্ড প্রডাকশন সার্ভিস, ক্লদিং ও গার্মেন্ট ফিনিশিং ও পোল্ট্রি ফার্মিং এর উপর পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদানে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে শর্ত সাপেক্ষে দশ বছরের জন্য কর অব্যাহতি সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করছি। আশা করছি এ প্রণোদনার ফলে দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানবসম্পদ গড়ে তোলা সম্ভব হবে এবং শিল্পায়নে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

২৫৫। উদ্যোক্তাদের দীর্ঘমেয়াদি পুঁজি সংগ্রহে ব্যাংকের বিকল্প হিসেবে সরকার শক্তিশালী বন্ড মার্কেট বিকাশে নীতি সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই নীতির অংশ হিসেবে সুকুক বা ইসলামি বন্ড এর সহজ প্রচলন ও বাজার শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ট্রাস্ট বা Special Purpose Vehicle এর নিকট অথবা ট্রাস্ট বা Special Purpose Vehicle কর্তৃক, সম্পত্তি হস্তান্তরের সময়, উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মূলধনী কর পরিশোধ হতে অব্যাহতি প্রদান করার প্রস্তাব করছি। এই প্রস্তাব মহান সংসদে গৃহীত হলে দীর্ঘমেয়াদি পুঁজি সংগ্রহ সহজ হবে এবং ব্যাংক নির্ভরতা হ্রাস পাবে। একই সাথে বন্ড মার্কেট উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্যক্রম আরো গতিশীল হবে যা অবকাঠামো ও পুঁজিঘন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

২৫৬। বর্তমানে পুরাতন নতুন নির্বিশেষে নৌযান রেজিস্ট্রেশনকালে এবং সার্ভে সনদ নবায়নে সমহারে অগ্রিম কর পরিশোধ করতে হয়। পুরাতন নৌযানের যাত্রী পরিবহন ক্ষমতা নতুন নৌযানের তুলনায় কম থাকে। উপরন্তু পুরাতন নৌযান

পরিচালনার ব্যয় বেশি। সার্বিক বিবেচনায় রেজিস্ট্রেশনকাল হতে ১০ বছর বা তার অধিক পুরাতন নৌযানের সার্ভে সনদ নবায়নকালে যাত্রী প্রতি ১২৫ টাকার পরিবর্তে ১০০ টাকা হারে কর সংগ্রহের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৫৭। ডিজিটাল কর ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে করদাতাদের কর পরিশোধ সহজ করা, সরকারের রাজস্ব প্রাপ্তি নির্বিঘ্ন করা এবং সঠিক রাজস্ব হিসাব নিশ্চিত করতে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কর পরিশোধের ক্ষেত্রে ট্রেজারি চালান, পে অর্ডার, ডিমান্ড ড্রাফট ও চেকের পরিবর্তে অটোমেটেড চালানের মাধ্যমে কর পরিশোধের বাধ্যবাধকতা আরোপের প্রস্তাব করছি। এতে করে সরকারের রাজস্ব হিসাবে সংরক্ষণ এবং কর পরিশোধের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে।

২৫৮। বাজেটে উল্লিখিত প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক কার্যক্রম গতিশীল থাকবে, উচ্চ প্রযুক্তি সম্পন্ন শিল্পের বিকাশ হবে, করনেট ও আনুষ্ঠানিক অর্থনীতির সম্প্রসারণ হবে, উদ্যোক্তা তৈরী ও কর্মসংস্থান হবে, দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি হবে, শিল্প বিনিয়োগ ও ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত হবে। ফলশ্রুতিতে, রাজস্ব ভিত্তি শক্তিশালী হবে যা রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আশা করা যায়।

মূল্য সংযোজন কর

মাননীয় স্পিকার

২৫৯। মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট একটি আধুনিক পরোক্ষ কর ব্যবস্থা। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরিত রাজস্বের মধ্যে স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর খাতের অবদান সবচেয়ে বেশী। একটি আধুনিক বিনিয়োগ বান্ধব ও রাজস্ব বান্ধব মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ১ জুলাই, ২০১৯ খ্রিঃ হতে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ কার্যকর করা হয়েছে। নতুন আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে করদাতাগণ যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তা দূরীকরণের জন্য এ বছর বাজেটে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্য সহজীকরণসহ

লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব আদায়ের প্রচেষ্টা গ্রহণের বিষয়কে বিবেচনায় নিয়ে এ বছরের বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। রাজস্ব জিডিপি অনুপাতের ক্ষেত্রে কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ভ্যাট এর আওতা বৃদ্ধি একটি অন্যতম প্রধান কৌশল। প্রস্তাবিত বাজেটে এ বিষয়টির উপরও বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বিগত ১ বছরের অধিককালের এই অতিমারীর সময়ে শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা বাণিজ্যের স্বাভাবিক গতি বাঁধাগ্রস্ত হয়েছে। ছোট ছোট অনেক প্রতিষ্ঠান রূগ্ন হয়ে পড়েছে। সে কারণে এ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা বাণিজ্যে যাতে ভ্যাট এর ভার বৃদ্ধি না পায় এবং তাদের চলতি মূলধন প্রবাহও যাতে সচল থাকে এ সকল বিষয়কে বাজেটে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি, বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং কর পরিপালন সংস্কৃতি উন্নয়নের জন্য ভ্যাট খাতে নিম্নরূপ প্রস্তাবসমূহ মহান জাতীয় সংসদের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করছি:

মাননীয় স্পিকার

২৬০। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ ও মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর প্রায়োগিক ও পদ্ধতিগত জটিলতা নিরসন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সহজীকরণের জন্য নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ পেশ করছি:

ক) বাংলাদেশের শিল্প উদ্যোক্তাদের ব্যবসার ক্ষেত্রে করভার হ্রাস করার লক্ষ্যে শিল্পের কাঁচামাল/উপকরণ আমদানির ক্ষেত্রে আগাম কর ৪ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ৩ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি;

খ) উপকরণ-উৎপাদ সহগ দাখিল শুধুমাত্র পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়নের প্রস্তাব করছি;

গ) রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রেয়াত গ্রহণের সুবিধার জন্য উপকরণ কর রেয়াত সংশ্লিষ্ট ধারাতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করছি;

ঘ) মূল্য সংযোজন কর আইনে "প্রতিনিধি", "বৃদ্ধিকারী সমন্বয়" ও "হ্রাসকারী সমন্বয়" ইত্যাদির সংজ্ঞা সংশোধনের প্রস্তাব করছি;

ঙ) অনাবাসিক ব্যক্তির নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করছি;

চ) সেবা রপ্তানি শূণ্য হার বিশিষ্ট। বিষয়টি মূল্য সংযোজন কর আইনে স্পষ্টিকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ধারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করছি;

ছ) ব্যাংক, বীমা ও বন্দর কর্তৃক ইস্যুকৃত বিলকে ভ্যাট চালানপত্র হিসেবে গণ্য করার প্রস্তাব করছি;

জ) উৎসে ভ্যাট কর্তন ও আদায় বিধিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করছি;

ঝ) ব্যবসা-বাণিজ্য সহজীকরণের লক্ষ্যে উৎসে ভ্যাট কর্তনের পর হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করছি;

ঞ) রপ্তানির বিপরীতে Proceed Realization Certificate (PRC) বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক ইস্যু করা হয়। সে কারণে বিদ্যমান বিধিতে উল্লিখিত বাংলাদেশ ব্যাংক হতে PRC গ্রহণের বিধান বিলুপ্তকরণের প্রস্তাব করছি;

ট) আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিপরীতে দেশীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পণ্য বা সেবা সরবরাহ করার ক্ষেত্রে বিদেশী প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিধি সংশোধনের প্রস্তাব করছি;

ঠ) প্রচ্ছন্ন রপ্তানির বিধান নতুন আইনে না থাকায় নতুনভাবে এ বিধান সংযোজনের প্রস্তাব করছি;

ড) পশ্চাদ সংযোগ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন রপ্তানি ও হ্রাসকারী সমন্বয়ের সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে আইনে নতুন বিধান সংযোজনের প্রস্তাব করছি;

ঢ) ১৯৯১ সালের মূল্য সংযোজন কর আইনের আওতায় চলতি হিসাবে জমাকৃত অর্থ বর্তমানে প্রদেয় করের বিপরীতে সমন্বয়ের সুযোগ সৃষ্টির জন্য মামলা সংশ্লিষ্ট উপ-বিধিসমূহ বিলুপ্তকরণের প্রস্তাব করছি।

ণ) ব্যবসা-বাণিজ্য সহজীকরণের লক্ষ্যে ভ্যাট নিবন্ধন ও তালিকাভূক্তি বাতিলের এখতিয়ার আইন ও বিধিতে কমিশনারের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/বিভাগীয় কর্মকর্তা করার প্রস্তাব করছি;

ত) নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্য এবং ব্যবসায়ের স্থান পরিবর্তনের অনুমোদনের এখতিয়ার বিধিতে কমিশনারের পরিবর্তে বিভাগীয় কর্মকর্তা করার প্রস্তাব করছি;

থ) উৎসে ভ্যাট কর্তন ও আদায় বিধিমালার সাথে সঙ্গতি রেখে সংশ্লিষ্ট বিধি সংশোধনের প্রস্তাব করছি;

দ) মূল্য সংযোজন কর বিধিমালার আওতায় কতিপয় ফরমে সংশোধনীর প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৬১। আইনে শাস্তি ও জরিমানার বিধান অতিরিক্ত কঠোর করা হলে অনেক ক্ষেত্রেই তা প্রায়োগিক জটিলতার সৃষ্টি করে এবং স্বাভাবিক ব্যবসায়িক কর্মকান্ড বাঁধাগ্রস্ত হয়। সে কারণে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এ জরিমানা ও সুদের হার নিম্নোক্তভাবে হ্রাস করার প্রস্তাব করছি:

ক) ভ্যাট ফাঁকি, ব্যর্থতা বা অনিয়মের ক্ষেত্রে আরোপিত জরিমানার পরিমাণ জড়িত রাজস্বের ‘‘দ্বিগুণের’’ পরিবর্তে ‘‘সমপরিমাণ’’ করার প্রস্তাব করছি;

খ) বকেয়া ভ্যাট এর উপর মাসিক সুদের হার ‘‘দুই শতাংশ’’ এর পরিবর্তে ‘‘এক শতাংশ’’ করার প্রস্তাব করছি। এক্ষেত্রে বার্ষিক সুদের হার বর্তমানে বলবৎ ২৪ শতাংশের পরিবর্তে ১২ শতাংশে নির্ধারিত হবে।

২৬২। মূল্য সংযোজন কর আদায় কার্যক্রমে তদারকি নিশ্চিতকরণ এবং রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির জন্য এ সংক্রান্ত আইন ও বিধির নিম্নোক্ত সংশোধনের প্রস্তাব পেশ করছি:

ক) সিগারেট ও বিড়ি খাতে ভ্যাট কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তামাকজাত পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নিবন্ধন প্রযোজ্য হবে না মর্মে এ সংক্রান্ত উপধারা সংযোজনের প্রস্তাব করছি;

খ) উপকরণ মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে পণ্য সরবরাহ করা হলে, সেক্ষেত্রে উপকরণ কর রেয়াত প্রাপ্য হবে না উল্লেখ করে নতুন বিধান সংযোজনের প্রস্তাব করছি;

গ) "চার্টার্ড একাউন্টেন্ট ফার্ম" কর্তৃক ভ্যাট কর্মকর্তাগণকে সহায়তা প্রদানের জন্য আইনে নতুন বিধান সংযোজনের প্রস্তাব করছি;

ঘ) ভ্যাট এর নিরীক্ষা কার্যক্রমের সুবিধার্থে নিবন্ধিত লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে বার্ষিক আর্থিক বিবরণী দাখিল সংশ্লিষ্ট নতুন ধারা সন্নিবেশের প্রস্তাব করছি;

ঙ) জাল বা ভুয়া বা পুনঃব্যবহৃত স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল উৎপাদন, সংরক্ষণ, পরিবহন, বাজারজাতকরণ বা ব্যবহারকরণ বা উক্ত কর্মকাণ্ডে সহায়তা করা হলে শাস্তির বিধান আইনে স্পষ্টিকরণের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৬৩। দেশীয় শিল্প বিকাশের চলমান গতিশীলতা নিরবিচ্ছিন্ন রাখার স্বার্থে নিম্নোক্ত খাতসমূহে ভ্যাট অব্যাহতি সুবিধা বহাল রাখাসহ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব পেশ করছি:

ক) LPG Cylinder এর উপর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে বর্তমানে মূল্য সংযোজন কর হার ৫ শতাংশ আছে যা আরও ১ বছরের জন্য বর্ধিতকরণ;

খ) রেফ্রিজারেটর, ফ্রিজার ও এর কম্প্রেসরের উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ভ্যাট অব্যাহতি সুবিধা ১ বছরের জন্য বর্ধিতকরণ;

গ) পলিপ্রোপাইলিন স্ট্যাপল ফাইবার স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ভ্যাট অব্যাহিত সুবিধা ২ বছরের জন্য বর্ধিতকরণ;

ঘ) এয়ারকন্ডিশনার ও এর কম্প্রেসরের উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ভ্যাট অব্যাহতি সুবিধা ৩ বছরের জন্য বর্ধিতকরণ;

ঙ) মোটর কার ও মোটর ভেহিক্যালের উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ভ্যাট অব্যাহতি সুবিধা আরও ৫ বছরের জন্য বর্ধিতকরণ;

২৬৪। ব্যবসা বাণিজ্যের পরিবেশ অধিকতর সহজ করার লক্ষ্যে আরো কিছু প্রস্তাব এই মহান সংসদের বিবেচনার জন্য পেশ করছি:

ক) সমুদ্রগামী জাহাজ আমদানির ক্ষেত্রে ভ্যাট অব্যাহতি সংক্রান্ত আদেশে পুরাতন জাহাজের আয়ুস্কাল ২২ বছরের পরিবর্তে ২৫ বছর এবং আমদানি পরবর্তীতে বিক্রয়ের সময়সীমা ৫ বছরের পরিবর্তে ৩ বছর নির্ধারণ;

খ) ভ্যাট এর ভার লাঘবের জন্য দেশে উৎপাদিত টাইলস এর পরিবেশক ও ডিলারদের জন্য শুধুমাত্র নীট কমিশনের উপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট আরোপ;

২৬৫। বিদেশী পণ্যের উপর নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে গৃহস্থালী কাজে দৈনন্দিন ব্যবহার্য নিম্নবর্ণিত পণ্যসমূহ যাতে দেশে উৎপাদিত হয় সে উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে ভ্যাট ও আগাম কর অব্যাহতির প্রস্তাব পেশ করছি:

ক) ব্লেন্ডার, জুসার, মিক্সার, গ্রাইন্ডার, ইলেক্ট্রিক কেটলি, রাইস কুকার, মাল্টি কুকার, প্রেসার কুকার এর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান;

খ) ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, ইলেক্ট্রিক ওভেন এর উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান;

গ) লৌহজাত পণ্য প্রস্তুতে ব্যবহার্য কতিপয় কাঁচামাল, স্ক্র্যাপ ভেসেল এবং PVC ও PET Resin উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত Ethylene Glycol, Terephthalic Acid, Ethylene/Propylene ইত্যাদি শিল্পের উপকরণের উপর আগাম কর অব্যাহতি প্রদান;

ঘ) মুড়ির স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান;

ঙ) তাজা ফলের ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান।

মাননীয় স্পিকার

২৬৬। বর্তমানে দেশে ব্যবহৃত মোবাইলের সিংহভাগই এ দেশে উৎপাদন ও সংযোজন হয়ে থাকে। সে কারণে স্থানীয় পর্যায়ে মোবাইল ও তথ্য-প্রযুক্তি খাত সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রস্তাব পেশ করছি:

ক) স্থানীয় পর্যায়ে মোবাইল ফোন উৎপাদন ও সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য বিদ্যমান ভ্যাট অব্যাহতি সুবিধা ২ বছরের জন্য বর্ধিতকরণ;

খ) প্রিন্টার, টোনার কার্টিজ/ইনকজেট কার্টিজ, কম্পিউটার প্রিন্টারের যন্ত্রাংশ, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, AIO, ডেস্কটপ, নোটবুক, নেটপ্যাড, ট্যাব, সার্ভার, কিবোর্ড, মাউস, বারকোড/কিউআর স্ক্যানার, RAM, পিসিবিএ/ মাদারবোর্ড, পাওয়ার ব্যাংক, রাউটার, নেটওয়ার্ক সুইচ, মডেম, নেটওয়ার্ক ডিভাইস/হাব, স্পিকার, সাউন্ড সিস্টেম, ইয়ারফোন, হেডফোন, এসএসডি/পোর্টেবল এসএসডি, হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ, পেনড্রাইভ, মাইক্রো এসডি কার্ড, ফ্লাশ মেমরি কার্ড, সিসিটিভি, মনিটর (Not Exceeding 22"), প্রজেক্টর, Printed Circuit Board, ইরাইটিং প্যাড, ইউএসবি ক্যাবল, ডাটা ক্যাবল, ডিজিটাল ওয়াচ, বিভিন্ন ধরণের Loaded PCB এর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান;

গ) তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সেবা হিসেবে e-learning এবং e-book কে Information Technology Enabled Services (ITES) সেবার অন্তর্ভূক্তকরণ।

২৬৭। স্বল্পমূল্যে কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের জন্য কৃষি খাতের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে কৃষি উপকরণের নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতির প্রস্তাব করছি:

ক) উইডার (নিড়ানী) ও উইনোয়ার (ঝাড়াইকল) এর উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি;

খ) থ্রেসার মেশিন, পাওয়ার রিপার, পাওয়ার টিলার, অপারেটেড সিডার, কম্বাইন্ড হারভেস্টর, রোটারী টিলার, উইডার (নিড়ানী), উইনোয়ার (ঝাড়াইকল) ইত্যাদির উপর আমদানি পর্যায়ে আগাম কর অব্যাহতি।

২৬৮। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২০২০ সালকে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সে কারণে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে মূলধনী যন্ত্রপাতি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদানের বিধান সহজীকরণের প্রস্তাব করছি।

একইসাথে স্পিনিং মিলে ব্যবহৃত পেপার কোনের উপর বিদ্যমান মূল্য সংযোজন

কর ১৫ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৬৯। বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাস রোধসহ দেশের মানুষের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক অব্যাহতির প্রস্তাব করছি:

ক) নারী স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদিত স্যানিটারি ন্যাপকিন এর উপর প্রযোজ্য সমুদয় ভ্যাট অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করছি। এর পাশাপাশি স্যানিটারি ন্যাপকিন ও ডায়াপার উৎপাদনের লক্ষ্যে কতিপয় কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান ভ্যাট অব্যাহতি সুবিধা ২ বছরের জন্য বর্ধিতকরণ;

খ) করোনা ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে COVID-19 Test Kit, PPE এবং ভ্যাকসিন আমদানি, উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতির সুবিধা বহাল;

গ) গ্রামাঞ্চলে মানুষের স্যানিটেশন সুবিধা আরো সুলভ করার লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত "লং প্যান" এর উপর থেকে ১০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার;

ঘ) অটিজম সেবার কার্যক্রমের উপর ভ্যাট অব্যাহতি;

ঙ) মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য "মেডিটেশন সেবা" এর উপর ভ্যাট অব্যাহতি আরো ১ বছরের জন্য বৃদ্ধি।

মাননীয় স্পিকার

২৭০। তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার কমানো এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে তামাক ও তামাকজাত পণ্যের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ প্রস্তাব করছি:

ক) সিগারেটের নিম্নস্তরের দশ শলাকার দাম ৩৯ টাকা ও তদুর্ধ্ব এবং সম্পূরক শুল্ক ৫৭ শতাংশ ধার্যের প্রস্তাব করছি। এছাড়া মধ্যম স্তরের দশ শলাকার দাম ৬৩ টাকা ও তদুর্ধ্ব, উচ্চ স্তরের দশ শলাকার দাম ১০২ টাকা ও তদুর্ধ্ব,

অতি-উচ্চ স্তরের দশ শলাকার দাম ১৩৫ টাকা ও তদুর্ধ্ব এবং এই তিনটি স্তরের সম্পূরক শুল্ক ৬৫ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি;

খ) পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত হাতে তৈরি ফিল্টার বিযুক্ত বিড়ির পঁচিশ শলাকার দাম ১৮ টাকা, বারো শলাকার দাম ৯ টাকা ও আট শলাকার দাম ৬ টাকা এবং সম্পূরক শুল্ক ৩০ শতাংশ অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি। ফিল্টার সংযুক্ত বিড়ির বিশ শলাকার দাম ১৯ টাকা ও দশ শলাকার দাম ১০ টাকা এবং সম্পূরক শুল্ক ৪০ শতাংশ অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি;

গ) পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় প্রতি দশ গ্রাম জর্দার দাম ৪০ টাকা ও সম্পূরক শুল্ক ৫৫ শতাংশ এবং প্রতি দশ গ্রাম গুলের দাম ২০ টাকা ও সম্পূরক শুল্ক ৫৫ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

২৭১। জুলাই ২০১৯ হতে প্রবর্তিত নতুন মূল্য সংযোজন কর আইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বাস্তবায়নের জন্য VAT Online Project নামক প্রকল্পের কার্যক্রম পূর্ণোদ্যমে চলমান আছে। ভ্যাটের নিবন্ধন থেকে শুরু করে রিটার্ন দাখিলসহ সকল কার্যক্রম যাতে ঘরে বসেই অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যায় সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় ২,৫৭,৪৪৫ ভ্যাট প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান অনলাইনে নিবন্ধন গ্রহণ করেছে এবং মোট প্রাপ্ত ১,৯৭,৫৩৮ টি রিটার্নের মধ্যে ১,১৬,৫৪৮ টি রিটার্ন অনলাইনে দাখিল করা হয়েছে যা প্রাপ্ত রিটার্নের ৫৯ শতাংশ। এছাড়াও ভ্যাট অনলাইন প্রকল্পের আওতায় ১৪ টি ব্যাংকের মাধ্যমে e-Payment মডিউল বাস্তবায়ন করা হয়েছে। যার ফলে একজন করদাতা ব্যাংকে না গিয়ে ঘরে বসেই তার রাজস্ব সরকারী কোষাগারে জমা করতে পারেন। এর পাশাপাশি উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে Revenue Accounting Module, Refund Module, Revenue Management Module, Case Management Module সহ ১২টি মডিউল প্রস্তুত করা হয়েছে। ভ্যাট এর উক্তরূপ অটোমেশন এর ফলে করদাতাদের ব্যবসা সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ এবং তা প্রাপ্তি সহজ হয়েছে। পাশাপাশি সম্মানিত ভ্যাট প্রদানকারী, ভ্যাট আদায়কারী এবং ভ্যাট কর্মকর্তাদের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হলে

পরোক্ষ কর আদায়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের রাজস্ব সংস্কৃতি চর্চার ব্যাপক উন্নতি হবে মর্মে আশা করা যায়।

মাননীয় স্পিকার

২৭২। বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান প্রেক্ষাপটে টেকসই উন্নয়নের জন্য বিপুল পরিমাণ সরকারি বিনিয়োগ প্রয়োজন। আর সে জন্য প্রয়োজন রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করা। কর হার বৃদ্ধি না করে করের আওতা সম্প্রসারণ রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির অন্যতম বিকল্প উপায়। বাংলাদেশে প্রায় বিভিন্ন ধরণের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে চলতি অর্থবছর হতে Electronic Fiscal Device (EFD)/Sales Data Controller (SDC) স্থাপন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন সেক্টরে প্রায় ৩,০৯৬ টি EFD/SDC মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। জুন, ২০২২ সময়ের মধ্যে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সর্বমোট ১০,০০০ টি EFD/SDC মেশিন স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, পর্যায়ক্রমে সারাদেশে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে EFD/SDC মেশিন স্থাপন করা হবে। ভ্যাট অনলাইন প্রকল্পের সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন ধরণের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে EFD/SDC স্থাপন সম্পন্ন করা হলে ভ্যাট খাতে রাজস্ব আদায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে বলে আমি আশা করি।

আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক

মাননীয় স্পিকার

২৭৩। বৈশ্বিক মহামারীর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠনের লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে স্থানীয় শিল্পের টেকসই বিকাশের মাধ্যমে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির অভিলক্ষ্যে এবং যথাযথ রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে আগামী ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে আমদানি পর্যায়ে বিদ্যমান শুল্ক-কর কাঠামোকে আরো উদার, শিল্পবান্ধব ও যৌক্তিক করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশীয় শিল্প, বাণিজ্য ও ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ করার জন্য বিভিন্ন মহল, ব্যবসায়ী সংগঠন ও স্টেকহোল্ডারগণ হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ বিস্তারিত পর্যালোচনা করে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেটে আমদানি শুল্ক-কর বিষয়ে প্রণীত প্রস্তাব আমি

এখন আপনার মাধ্যমে মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করছি।

২৭৪। আমদানি পর্যায়ের শুল্ক, রেগুলেটরি ডিউটি, সম্পূরক শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া হয়েছে:

- করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর ফলে সৃষ্ট বৈশ্বিক মহামারীতে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়;
- রপ্তানিমুখী শিল্প বহুমুখীকরণ এবং তার পশ্চাদ শিল্পে প্রণোদনা;
- স্বাস্থ্য, কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, অটোমোবাইল, ইলেকট্রনিক্স এবং আইসিটি খাতের বিকাশ ও উন্নয়ন;
- Ease of doing business সূচকে বাংলাদেশের অবস্থানের উন্নয়ন; এবং
- স্থানীয় শিল্পের বিকাশ ও প্রতিরক্ষণে শুল্কহার যৌক্তিকীকরণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব (মূল্য সংযোজন কর ও আয়কর) আহরণ বৃদ্ধি।

মাননীয় স্পিকার

২৭৫। চলতি ২০২০-২১ অর্থ বছরে বিদ্যমান ৬ (ছয়) স্তর বিশিষ্ট আমদানি শুল্ক (Customs Duty) কাঠামো (০%, ১%, ৫%, ১০%, ১৫% এবং ২৫%), সর্বোচ্চ আমদানি শুল্ক আরোপিত রয়েছে এমন পণ্যের উপর আবশ্যিকভাবে বিদ্যমান রেগুলেটরী ডিউটি ৩% এবং ১২ (বার) স্তর বিশিষ্ট সম্পূরক শুল্কহার (১০%, ২০%, ৩০%, ৪৫%, ৬০%, ১০০%, ১৫০%, ২০০%, ২৫০%, ৩০০%, ৩৫০% এবং ৫০০%) আগামী ২০২১-২০২২ অর্থবছরেও অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী, সার, বীজ, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ এবং আরো কতিপয় শিল্পের কাঁচামালের ক্ষেত্রে বিদ্যমান শুল্কহার অপরিবর্তিত রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।

২৭৬। উপর্যুক্ত মৌলিক বিষয়সমূহকে প্রাধান্য দিয়ে প্রস্তাবসমূহের খাতভিত্তিক বিবরণ আপনার সদয় সম্মতি নিয়ে মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করছি:

(ক) কৃষিখাত

মাননীয় স্পিকার

২৭৭। বাংলাদেশ এখনও কৃষি প্রধান দেশ এবং কৃষি আমাদের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত। কৃষিখাতের প্রধান উপকরণসমূহ, বিশেষ করে সার, বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি আমদানিতে শূন্য শুল্কহার অব্যাহত রাখা, দেশে নিত্য প্রয়োজনীয় প্রধান প্রধান খাদ্যদ্রব্যের উপর বিদ্যমান ০% শুল্কহার অপরিবর্তিত রাখা এবং অন্যান্য নিত্যসামগ্রী আমদানিতে প্রযোজ্য শুল্ক-করভার স্থিতাবস্থায় রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।

২৭৮। দেশীয় চাষীদের প্রতিরক্ষণে গাজর ও মাশরুম আমদানিতে শুল্কহার বৃদ্ধিকরণ এবং গাজর, মাশরুম, কাঁচামরিচ, টমেটো, কমলা ও ক্যাপসিকাম এর ন্যূণতম শুল্কায়নযোগ্য মূল্য নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

২৭৯। কৃষি আধুনিকায়নের লক্ষ্যে কৃষি উপকরণ আমদানিতে প্রযোজ্য আমদানি শুল্ক হ্রাস এবং কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদন সুসংহত করতে সুরক্ষা প্রদান করার প্রস্তাব করছি।

২৮০। দীর্ঘদিন যাবৎ দেশে খাবার লবন (সোডিয়াম ক্লোরাইড) আমদানি নিষিদ্ধ থাকলেও শিল্প লবন (সোডিয়াম সালফেট/ডাইসোডিয়াম সালফেট) আমদানির সুযোগ রয়েছে। খাবার লবনের সাথে শিল্প লবনের দামের তারতম্য অনেক বেশি হওয়ায় অপঘোষণার মাধ্যমে খাবার লবন আমদানির প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। তাছাড়া, খাবার লবনের সাথে শিল্প লবন মিশিয়ে বাজারজাত করার অভিযোগও শোনা যায় যা জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এতে দেশের প্রান্তিক পর্যায়ের লবন চাষী ও লবন মিলসমূহ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। লবন চাষীদের প্রতিরক্ষণ, আমদানিকৃত শিল্প লবনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় এর সুপারিশের প্রেক্ষিতে শিল্প লবণ (সোডিয়াম সালফেট/ডাইসোডিয়াম সালফেটের) আমদানিতে বিদ্যমান শুল্কহার বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি।

২৮১। মৎস্য, পোল্ট্রি ও ডেইরি খাতের টেকসই উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে বিদ্যমান সুবিধা সম্প্রসারণ, দেশীয় মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প এবং গবাদি পশু খামারিদের প্রতিরক্ষণে প্রক্রিয়াজাতকৃত মাংস আমদানিতে শুল্কহার বৃদ্ধি ও ন্যূণতম শুল্কায়নযোগ্য মূল্য নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি। এছাড়া, বৈশ্বিক মহামারীর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প রক্ষার্থে পোল্ট্রি, ডেইরি ও মৎস খাদ্য তৈরির অত্যাবশ্যকীয় কতিপয় উপকরণ/কাঁচামাল এবং ঔষধসমূহ বিদ্যমান রেয়াতি সুবিধায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করছি। কৃষি খাতের বিভিন্ন উপখাতের প্রণোদনা **(পরিশিষ্ট খ এর সারণী- ১)** তুলে ধরা হয়েছে।

(খ) স্বাস্থ্য খাত

মাননীয় স্পিকার

২৮২। করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় বিশেষ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে করোনা ভাইরাস টেস্টিং কিট, বিশেষ ধরনের মাস্ক এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক ও PPE উৎপাদনে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানির উপর প্রযোজ্য সমুদয় শুল্ককর ইতোমধ্যে মওকুফ করা হয়েছে। এছাড়াও, করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় উক্ত ভাইরাস সনাক্তকরণ RT-PCR কিট প্রস্তুতকরণে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানিতে নতুন করে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত মওকুফ সুবিধা ৩০ জুন ২০২১ হতে বৃদ্ধি করে ৩০ জুন ২০২২ সময় পর্যন্ত সম্প্রসারণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

২৮৩। হৃদযন্ত্রে ত্রুটি নিয়ে জন্ম গ্রহণকারী শিশুদের চিকিৎসায় ব্যবহৃত Implantable 'Occluder' আমদানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান করার প্রস্তাব করছি।

২৮৪। ঔষধ শিল্পের সুরক্ষায় স্থানীয়ভাবে Active Pharmaceutical Ingredient (API) উৎপাদনের কতিপয় কাঁচামাল বিদ্যমান রেয়াতি সুবিধায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করছি।

২৮৫। স্বাস্থ্য খাতকে সুসংহতকরণে চিকিৎসা সামগ্রী উৎপাদনে প্রয়োজনীয়

কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান রেয়াতি সুবিধা সম্প্রসারণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট খএর সারণী- ২)**।

(গ) শিল্প খাত

মাননীয় স্পিকার

২৮৬। বর্তমানে সৃষ্ট বৈশ্বিক মহামারীতে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান সৃজন ও দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে শিল্প খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। শিল্পখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, যথাযথ প্রতিরক্ষণের মাধ্যমে বিদ্যমান শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং রপ্তানিমুখি শিল্পের বহুমুখি প্রসারের কৌশল অবলম্বনে শিল্প খাতের বিভিন্ন উপখাতের জন্য শুল্ক-কর হ্রাস/বৃদ্ধির নিম্নরূপ প্রস্তাব করছি: **(পরিশিষ্ট খ এর সারণী- ৩)**।

১) ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প:

- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রতিরক্ষণে উক্ত শিল্প কর্তৃক তৈরীকৃত কয়েকটি পণ্য (Finished Product) আমদানিতে প্রযোজ্য শুল্ককর বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি।
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের যন্ত্রপাতি বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্বিশেষে ১% হারে আমদানির সুযোগ প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে।
- বহুল ব্যবহৃত পেপারকাপ প্রস্তুতকারী শিল্পের সুরক্ষায় উক্ত শিল্পের প্রধান দুটি কাঁচামাল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান ও তৈরী পণ্যের ন্যূণতম শুল্কায়নযোগ্য মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
- এছাড়াও, বিলুপ্তপ্রায় প্রাচীন শঙ্খ শিল্পের অস্তিত্ব রক্ষায় সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে উক্ত শিল্পের কতিপয় কাঁচামাল আমদানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে।

২) রপ্তানিমুখী শিল্প:

- টেক্সটাইল শিল্পকে সুরক্ষিতকরণে Photosensitive Rotary Screen,

Temperature sensor এবং Loaded PCB Board কে রেয়াতি সুবিধায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করছি। রপ্তানি বহুমুখীকরণে সম্ভাবনাময় পাদুকা শিল্পের প্রসারে উক্ত শিল্পের দুটি কাঁচামাল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৩) ইস্পাতজাত বিবিধ শিল্প খাত:

- দেশীয় এলপি গ্যাস সিলিন্ডার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য বিদ্যমান রেয়াতি সুবিধা সম্প্রসারণের প্রস্তাব করা হয়েছে।
- আয়রন ওয়্যার শিল্পের প্রতিরক্ষণে তৈরী পণ্য আমদানিতে ৩% হারে রেগুলেটরি ডিউটি (RD-3%) আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছে।
- Fire Resistant Door প্রস্তুতকারী শিল্পের সুরক্ষায় উক্ত শিল্পের প্রধান কাঁচামাল (Cold rolled of Iron/steel) আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে।
- এছাড়াও, ক্যাবল ও ইন্টারনেট ক্যাবল উৎপাদনকারী শিল্পের বিকাশে উক্ত শিল্পের কাঁচামাল যথাক্রমে Plastic framework ও Coated Calcium Carbonate আমদানিতে শুল্কহার হ্রাস করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৪) ইলেকট্রনিক্স শিল্প:

- ইলেকট্রনিক্স শিল্পের অনুষঙ্গ হিসেবে স্থানীয় রেফ্রিজারেটর ও এয়ার-কন্ডিশনারের কম্প্রেসার উৎপাদনকারী শিল্পের সুরক্ষায় উক্ত শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান রেয়াতি সুবিধা সম্প্রসারণ; ওয়াশিং মেশিন উৎপাদনকারী শিল্পের সুরক্ষায় উক্ত শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করে নতুন প্রজ্ঞাপন জারি এবং টেলিভিশন প্রস্তুতকারী শিল্পের বিকাশে উক্ত শিল্পে প্রয়োজনীয় কতিপয় কাঁচামালের উপর রেয়াতি সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৫) অ্যাব্রেসিভ পেপার শিল্প:

- শিরিষ কাগজ উৎপাদনকারী শিল্পের প্রতিরক্ষণে উক্ত শিল্পের ৪ (চার) টি

কাঁচামাল (Artificial Corundum, Aluminium Oxide, coated/ impregnated paper and paperboard, Coated textile fabrics) আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৬) এলইডি লাইট উৎপাদনকারী/সংযোজনকারী শিল্প:

- এলইডি লাইট উৎপাদনকারী/সংযোজনকারী শিল্পের বিকাশে উক্ত শিল্পের যন্ত্রাংশ আমদানিতে বিদ্যমান শুল্কহার হ্রাসের মাধ্যমে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৭) জিপসাম বোর্ড ও পার্টিক্যাল বোর্ড প্রস্তুতকারী শিল্প:

- আমদানি বিকল্প দেশীয় জিপসাম বোর্ড ও পার্টিক্যাল বোর্ড প্রস্তুতকারী শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ৩ (তিন) টি কাঁচামাল (Plates/ sheets/film/foil/strip of polymers of vinyl chloride, Self-Adhesive Tape, Fluting paper) আমদানিতে বিদ্যমান শুল্কহার হ্রাস করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৮) লুব ব্লেন্ডিং শিল্প:

- পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক রিসাইক্যালড্ লুব বেইজ অয়েল ও লুব্রিকেটিং অয়েল আমদানি নিরুৎসাহিত করতে শুল্কহার বৃদ্ধিকরণ, রাজস্ব ঝুঁকি এড়ানোর লক্ষ্যে Lubricating oil এর সাথে paraffin এর শুল্কহার যৌক্তিকীকরণ করা এবং লুব ব্লেন্ডিং শিল্পের সুরক্ষায় এর কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত Additives এর শুল্কহার হ্রাস করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

(ঘ) আইসিটি খাত

মাননীয় স্পিকার

২৮৭। দেশীয় কম্পিউটার/ল্যাপটপ ও আইসিটি পণ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিরক্ষণে কম্পিউটারের আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ও আইসিটি শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করছি।

২৮৮। সেলুলার ফোন উৎপাদন, সংযোজন ও পশ্চাদ সংযোগ শিল্পের প্রসারে উক্ত শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান রেয়াতি সুবিধা আরো বিনিয়োগ বান্ধব ও যৌক্তিকীকরণ এবং দেশীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণে ফিচার ফোন আমদানিতে শুল্কহার বৃদ্ধিকরণের প্রস্তাব করছি।

(ঙ) অটোমোবাইল খাত

মাননীয় স্পিকার

২৮৯। নসিমন, লেগুনার মতো দূর্ঘটনাপ্রবণ যানবাহন ব্যবহার নিরুৎসাহিত করে বিকল্প গণপরিবহন হিসেবে মাইক্রোবাস ব্যবহার উৎসাহিত করার লক্ষ্যে মাইক্রোবাস আমদানিতে শুল্কহার হ্রাস করার প্রস্তাব করছি। পরিবেশ বান্ধব হাইব্রিড গাড়ির ব্যবহার উৎসাহিত করার লক্ষ্যে হাইব্রিড গাড়ি আমদানিতে শুল্কহারের পুনর্বিন্যাস করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

২৯০। ডাম্পার/টিপার সংযোজনকারী শিল্পের সুরক্ষায় সিকেডি অবস্থায় ডাম্পার/ টিপার আমদানির ক্ষেত্রে শুল্কহার হ্রাস করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

২৯১। মোটরসাইকেল উৎপাদনকারী/সংযোজনকারী শিল্পের জন্য বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনে নতুন কয়েকটি কাঁচামাল অন্তর্ভুক্ত করে পশ্চাদ সংযোগ শিল্পের প্রসারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে।

২৯২। Moped একটি জ্বালানি সাশ্রয়ী মোটর সাইকেল। এটি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বিধায় সাশ্রয়ী মূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Moped এর শুল্কহার হ্রাস করার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

Customs Act, 1969 এর সংশোধন:

২৯৩। বাণিজ্য সহজীকরণ, জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং কার্যকর কাস্টমস নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতি বছর বিদ্যমান Customs Act, 1969 এ কিছু প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয়। সে লক্ষ্যে সমুদ্র বিজয়ের সাথে সামঞ্জস্য

বিধানের উদ্দেশ্যে Bangladesh customs-waters এর পরিধি বিদ্যমান ১২ নটিক্যাল মাইল থেকে ২৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বর্ধিতকরণ, কাস্টমস সম্পর্কিত মানিলন্ডারিং সংশ্লিষ্ট অপরাধকে চোরাচালানের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্তকরণ, কাস্টমস বিষয়ক সাধারণ অপরাধের ক্ষেত্রে দন্ডের পরিমাণ বর্তমান প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণকরণ, কাস্টমস কর্মকর্তাদের বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে Adjudication এর আর্থিক সীমা বর্তমান প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণকরণ এবং বাংলাদেশ সিঙ্গেল উইন্ডো এর কার্যপরিধি সুনির্দিষ্টকরণ এর লক্ষ্যে বিদ্যমান Customs Act, 1969 এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করছি।

কাস্টমস আইনের প্রথম তফসিলে সংশোধন:

২৯৪। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সহজীকরণের উদ্দেশ্যে পণ্যের নামকরণ এবং শ্রেণিবিন্যাসজনিত জটিলতা দূর করার লক্ষ্যে আমদানি-রপ্তানি পণ্যে বিদ্যমান এইচ.এস কোড, বর্ণনা, আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর ইত্যাদিতে যেসব করণিক ত্রুটি, অসঙ্গতি ও বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়েছে-তা যথাযথভাবে পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে সংশোধন, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পৃথক এইচ.এস কোড সৃজন ও যৌক্তিকীকরণের প্রস্তাব করছি **(পরিশিষ্ট 'খ' এর সারণী ৪)।**

২৯৫। আমদানিকৃত পণ্যের সঠিক মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে যথাযথ রাজস্ব আদায় এবং দেশীয় উৎপাদনকারীদের প্রতিরক্ষণের লক্ষ্যে কতিপয় পণ্যের বিদ্যমান ন্যূণতম মূল্য যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

২৯৬। বর্ণিত প্রস্তাব সমূহ বাস্তবায়ন করা হলে অর্থনৈতিক কার্যক্রম গতিশীল হবে, উচ্চ প্রযুক্তি সম্পন্ন শিল্পের বিকাশ সাধিত হবে, উদ্যোক্তা তৈরী ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্র তৈরী হবে, দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি হবে এবং বিনিয়োগ ও ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত হবে বলে আশা করা যায়। বাংলাদেশ কাস্টমসকে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ইতোমধ্যে অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড

এর আপগ্রেডেশন, ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো প্রকল্প বাস্তবায়ন, স্বয়ংক্রিয় কাস্টমস ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা চালুকরণ, বন্ড ব্যবস্থাপনা স্বয়ংক্রিয়করণ, অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর ব্যবস্থা প্রবর্তন ইত্যাদি বেশ কিছু কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ সকল কার্যক্রম যথাসময়ে বাস্তবায়িত হলে Ease of doing business এর সূচকে বাংলাদেশের উন্নতি ঘটবে, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের পথ সুগম হবে এবং দেশের অর্থনীতির চাকা অধিকতর সচল হবে। এর ফলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পথ নকশা অনুযায়ী ২০৩০ এবং ২০৪১ এর অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন ত্বরান্বিত হবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেটে জাতিকে দেয়া কিছু মৌলিক প্রতিশ্রুতি ও তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি

মাননীয় স্পিকার

২৯৭। এখন আমি চলতি অর্থবছরের বাজেটে জাতিকে প্রদত্ত কিছু মৌলিক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতি আলোকপাত করছি:

- কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনায় সারা দেশে ৫ হাজার ৫০০ কোটি টাকার বিশেষ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- করোনা পরীক্ষা সংক্রান্ত কিট, PPE এবং কোভিড-১৯ নিরোধক সকল প্রকার সামগ্রীর উপর শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।
- বিভাগীয় শহরে সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ ক্যান্সার চিকিৎসা ইউনিট স্থাপন; বিদ্যমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে কিডনি ডায়ালাইসিস সেন্টার সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ; সকল জেলা সদর হাসপাতালে নেফ্রোলজি ইউনিট ও কিডনি ডায়ালাইসিস সেন্টার স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- স্বাস্থ্য-শিক্ষা ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি খাতের গবেষণার উন্নয়নে ১০০ কোটি টাকার একটি 'সমন্বিত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান গবেষণা ও উন্নয়ন তহবিল' গঠন করা হয়েছে, যা বর্তমানে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।
- কৃষি খামার যান্ত্রিকীকরণে ৩ হাজার ১৯৮ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, এবং কৃষি ভতূর্কি বাবদ ৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
- কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ও সেবা, ক্ষুদ্র ব্যবসা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, ইত্যাদি খাতে গ্রামের দরিদ্র কৃষক, বিদেশফেরত প্রবাসী শ্রমিক এবং প্রশিক্ষিত তরুণ ও বেকার যুবাদের গ্রামীণ এলাকায় ব্যবসা ও

আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে ৩ হাজার ২০০ কোটি টাকার স্বল্প সুদে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- বৈধ পথে প্রেরিত রেমিট্যান্সের উপর ২ শতাংশ হারে প্রণোদনা প্রদানের ফলে চলতি অর্থবছরের মে ২০২১ পর্যন্ত সময়ে প্রবাস আয়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪০.১ শতাংশ।
- করোনা মহামারির কারণে সর্বাধিক দারিদ্র্যপ্রবণ ১১২টি উপজেলায় সকল উপযুক্ত ব্যক্তিকে বয়স্ক ভাতা এবং সকল বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা নারীকে বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা ভাতার আওতায় আনা হয়েছে।
- কোভিড-১৯ মোকাবিলার জন্য ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত ৬৮.২ শতাংশ।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'আমার গ্রাম আমার শহর' কর্মসূচির আওতায় ১৫টি মডেল গ্রাম চিহ্নিত করে কার্যক্রম আরম্ভ হয়েছে।
- তৈরি পোষাক রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১ শতাংশ হারে অতিরিক্ত রপ্তানি প্রণোদনা অব্যাহত রয়েছে; ফলে পোষাক রপ্তানি আশানুরূপ পর্যায়ে রয়েছে।
- মেগা প্রকল্পসমূহের সার্বিক অগ্রগতি ৫৭.৫৬ শতাংশ। পদ্মা সেতুর সার্বিক অগ্রগতি ৮৫ শতাংশ। আগামী অর্থবছরের শেষে এটি যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হবে।
- এমআরটি লাইন-৬ এর নির্মাণকাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। এমআরটি লাইন-১ ও লাইন-৫ এর নকশা প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। শিঘ্রই নির্মাণ কাজ শুরু হবে।
- পল্লী সেক্টরে জলবায়ু সহনশীল মধ্য আয়ের অর্থনীতি ধারণের উপযোগী কোর রোড নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণসহ মোট ৫ হাজার ৫৫০ কিলোমিটার নতুন সড়ক নির্মাণ এবং এ সকল সড়কে ৩১ হাজার মিটার ব্রিজ/কালভার্ট সম্প্রসারণ/ নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক উভয় পাশে সার্ভিস লেনসহ ৬ লেনে উন্নীতকরণ,

রংপুর-বুড়িমারী জাতীয় মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ, মংলা চ্যানেলের উপর সেতু নির্মাণ, ময়মনসিংহে ব্রম্মপুত্র নদীর উপর কেওয়াটখালী সেতু নির্মাণ এবং সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

- দেশের অধস্তন আদালতসমূহকে আইসিটি নেটওয়ার্কের আওতায় আনার লক্ষ্যে ২টি ই-জুডিসিয়ারি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
- কোম্পানি আইন-এ প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়নকরত: ব্যবসা-বাণিজ্য সহজীকরণ এবং উক্ত আইনে এক ব্যক্তি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত করে কোম্পানী (সংশোধন) আইন ২০২০ সংসদে পাশ হয়েছে।
- দেশীয় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা তৈরি আইবাস++ সফটওয়্যার-এর মাধ্যমে সরকারের বাজেট প্রণয়ন ও হিসাব প্রক্রিয়াকরণের কাজকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে তাদের মধ্যে কনসলিডেশন এবং ইন্টিগ্রেশন এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিলের জন্য কর অঞ্চল-৬, ঢাকাতে ই-রিটার্ন ফাইলিং সফটওয়্যার এর পাইলটিং কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এছাড়া সকল করদাতারে আয়কর রিটার্ন অনলাইনে দাখিলের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে একটি সফটওয়্যার প্রস্তুতের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- উৎসে আয়কর কর্তন সংক্রান্ত কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে E-TDS System ডিজাইন করা হয়েছে, এবং ঢাকাস্থ কয়েকটি কর অঞ্চলে উক্ত সিস্টেমের পাইলটিং কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়েছে।
- অপ্রদর্শিত আয় রিটার্নে প্রদর্শনের সুযোগের আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত ৯ হাজার ৬২৩ জন করদাতা অপ্রদর্শিত সম্পদ রিটার্ন প্রদর্শনপূবর্ক ১৩৮৬ কোটি ১০ লক্ষ ২ হাজার ৭৯৫ টাকা আয়কর প্রদান করেছেন। যার ফলে করোনাকালীন সময়ে দেশের অর্থনীতিতে পুঁজি প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- পুঁজিবাজারকে গতিশীল করার লক্ষ্যে এক বছর লক-ইনসহ কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে ব্যক্তিশ্রেণির করদাতাগণ পুঁজিবাজারে অপ্রদর্শিত অর্থ বিনিয়োগের আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত ৩১১ জন করদাতা

পুঁজিবাজারে অর্থ বিনিয়োগপূর্বক ৪৩ কোটি ৫৪ লক্ষ ৫২ হাজার ৯৮ টাকা আয়কর পরিশোধ করেছেন। যার ফলে দেশের পুঁজিবাজারে অর্থের প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পুঁজিবাজার শক্তিশালী হয়েছে।

- The Income Tax Ordinance, 1984 পরিমার্জন করে আয়কর আইন ২০২১ এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।
- যৌক্তিক কয়েকটি ক্ষেত্র ব্যতীত সকল টিআইএন গ্রহণকারীর জন্য আয়কর রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামুলক করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত মোট রিটার্ন দাখিলের সংখ্যা দাড়িয়েছে ২৫ লাখ ৪৩ হাজার ৩৩৭টি যা গত বছরের তুলনায় ১৯.৮২ শতাংশ বেশি।
- ভ্যাট আদায়কে সহজ করতে ও ভ্যাট ফাঁকি রোধে মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত প্রায় ৩,০০০ প্রতিষ্ঠানে EFD/SDC স্থাপিত হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সারাদেশে সকল নিবন্ধিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে EFD/SDC স্থাপিত হবে।
- দেশের শিল্প ও ব্যবসা খাতকে প্রতিযোগিতা সক্ষম করার লক্ষ্যে ঋণ/বিনিয়োগের উপর সুদ/মুনাফা হার সর্বোচ্চ ৯% নির্ধারণ করার ফলে ব্যাংকিং খাতের মোট ঋণ ও আগাম স্থিতি মার্চ ২০২০ এর ১০ লক্ষ ৪৬ হাজার ৬৬৬ কোটি টাকা থেকে বেড়ে জানুয়ারি ২০২১ এ দাড়িয়েছে ১১ লক্ষ ২১ হাজার ১২২ কোটি টাকায়। ঋণের ভারিত গড় সুদহারের ব্যবধান কমে দাঁড়িয়েছে ৩ শতাংশ।
- উৎপাদনশীল খাতসহ অন্যান্য খাতে স্বাভাবিক ঋণপ্রবাহ বজায় রাখাসহ ব্যাংকিং খাতের বিরূপভাবে শ্রেণিকৃত ঋণ নিয়মিতভাবে আদায়ের লক্ষ্যে ন্যূণতম ২% হারে ডাউন পেমেন্ট নগদে গ্রহণ সাপেক্ষে পুনঃতফসিল ও এককালীন এক্সিট এর আওতায় মোট ১৩ হাজার ৩০৭ জন ব্যবসায়ী ঋন নিয়মিত করে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখার সুযোগ পেয়েছেন।
- ব্যাংক কোম্পানী আইন, পেমেন্ট সিস্টেম আইন, অস্থাবর সম্পত্তি জামানত আইনসহ আর্থিক খাত সংশ্লিষ্ট ১৫টি আইন নিয়ে সরকার কাজ করছে। এর মধ্যে কিছু হচ্ছে নতুন আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত এবং কিছু বিদ্যমান আইন সংশোধনের মাধ্যমে হালনাগাদ করা সংক্রান্ত।

উপসংহার

মাননীয় স্পিকার

২৯৮। আপনি জানেন, জাতীয় বাজেটে সাধারণত আমরা সুসংহতভাবে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী বিভিন্ন কর্ম পরিকল্পনার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার উন্নয়ন রূপরেখা প্রণয়ন করে থাকি। কিন্তু কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে এবছরও সকল তথ্য-উপাত্ত পরিপূর্ণভাবে আমাদের সামনে নাই। মহান আল্লাহর কৃপায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে কোভিড-১৯ এর প্রাথমিক অভিঘাত মোকাবেলা করে বাংলাদেশ যখন অন্যান্য দেশের তুলনায় দ্রুত গতিতে অর্থনৈতিক উত্তরণের পথে এগিয়ে চলছিল। তখনই সারাবিশ্বে দ্বিতীয়, কোথাও কোথাও তৃতীয় অভিঘাত শুরু হয় এবং যার প্রভাব সর্বত্রই প্রবল। তাই আমাদের এবারের বাজেটেও দেশ ও জাতির উন্নয়নের পাশাপাশি প্রাধিকার পাচ্ছে দেশের পিছিয়ে পড়া মানুষ- প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও তাদের জীবন জীবিকা।

মাননীয় স্পিকার

২৯৯। আপনি জানেন, গত পাঁচ দশকে অনেক দিক থেকে বাংলাদেশ বদলে গেছে। কেবল বদলায়নি বঙ্গবন্ধুর চিরঞ্জীব আদর্শ এবং জাতির জীবনে সর্বক্ষেত্রে তার সজীব উপস্থিতি। তাঁর নির্দেশিত পথেই এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। এ বছরেই স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীর দুই বরিষ্ঠ প্রবাহের মিলনমেলায় যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ। এর হাত ধরেই বিশ্বসভায় বাংলাদেশ স্থান পেয়েছে এক অনন্য উচ্চতায়। এমনিভাবে ইনশাআল্লাহ অর্জিত হবে আমাদের ২০৩০,২০৩১, ২০৪১, ২১০০ সালসহ সকল স্বপ্নের বাস্তবায়ন।

৩০০। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি জাতির পিতার তুলিতে আঁকা স্বপ্ন সোনার বাংলাদেশ বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যাবে, এগিয়ে যাবে অনেক দূর—বহুদূর, বহুদূর----নিরন্তর।

মাননীয় স্পিকার

৩০১। আমি এখন আমার বাজেট উপস্থাপনার শেষ প্রান্তে উপনীত। শেষ করার আগে পরম করুণাময় মহান আল্লাহতায়ালার কাছে দেশ ও বিশ্ববাসীর পক্ষে আমার কায়মনে প্রার্থনা:

‘আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল বারসি

ওয়াল জুনুনি ওয়াল জুজামি

ওয়া মিন ছাইয়্যি ইল আসক্বম’

“হে আমাদের প্রভূ আপনি আমাদের উপর শান্তি বর্ষণ করুন।”

“সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়াল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।”

মাননীয় স্পিকার আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

জয় বাংলা

জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবি হোক

পরিশিষ্ট-ক

সারণিসমূহের তালিকা

সারণি	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১	কোভিড-১৯ এর ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক ঘোষিত ২৩টি প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা	১৬১
২	আর্থ-সামাজিক খাতে অগ্রগতির চিত্র	১৬৩
৩	এক দশকের অর্জন	১৬৩
৪	২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ	১৬৪
৫	২০২১-২২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত আয় ও ব্যয় প্রাক্কলন	১৬৫
৬	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বরাদ্দ	১৬৬
৭	সমগ্র বাজেটের খাতওয়ারি বরাদ্দ	১৬৭
৮	মন্ত্রণালয়/বিভাগওয়ারী বাজেট বরাদ্দ	১৬৯

সারণি ১: কোভিড-১৯ এর ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক ঘোষিত ২৩টি প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা

ক্রমিক	প্যাকেজের নাম	বরাদ্দ (কোটি টাকা)	উপকারভোগী		মন্তব্য
			ব্যক্তি	প্রতিষ্ঠান	
১	রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বিশেষ তহবিল	৫,০০০	৩৮,০০,০০০		রপ্তানিমুখী শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারি (৫৩% নারী শ্রমিক-কর্মচারি)
২	ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান	৪০,০০০		৩,১৬৬	শিল্প ও সেবা খাতের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান (কার্যক্রম চলমান)
৩	ক্ষুদ্র (কুটির শিল্প সহ) ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান	২০,০০০		৯৫,৪০৭	৫,২১২ জন নারী উদ্যোক্তাসহ (কার্যক্রম চলমান)
৪	বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবর্তিত ইডিএফ (Export Development Fund)-এর সুবিধা বাড়ানো	১৭,০০০		৬,৩৫২	কার্যক্রম চলমান
৫	Pre-shipment Credit Refinance Scheme	৫,০০০		৭১	কার্যক্রম চলমান
৬	চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের বিশেষ সম্মানি	১০০	৯,৫৭৯		কার্যক্রম চলমান
৭	স্বাস্থ্যবীমা এবং জীবন বীমা	৭৫০	১৩২		মৃত্যুবরণকারী কর্মচারীর পরিবার
৮	বিনামূল্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ	২,৫০০	১,২৯,০০,০০০		খাদ্য সহায়তাপ্রাপ্ত দরিদ্র পরিবার
৯	১০ টাকা কেজি দরে চাউল বিক্রয়	৭৭০	৪৯,০০,০০০		খাদ্য-বান্ধব কর্মসুচির আওতায়
			২১,০০,০০০		শহর এলাকায় কার্ডের মাধ্যমে বিতরণ
১০	লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ	১,৩২৬	৩৫,০০,০০০		নির্বাচিত দুঃস্থ নাগরিক
			৪,০৭,০০০		ডেইরি ও পোল্ট্রি খামারি
			৭৮,০০০		মৎস্য খামারি
১১	ভাতা কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধি	৮১৫	৫,০০,০০০		বয়স্ক ভাতাভোগী (নতুন অন্তর্ভুক্তি)
			৩,৫০,০০০		বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতাভোগী (নতুন অন্তর্ভুক্তি)
১২	গৃহহীন মানুষদের জন্য গৃহ নির্মাণ	২,১৩০	৬৬,০০০		গৃহহীন পরিবার
১৩	কৃষি কাজ যান্ত্রিকীকরণ	৩,২২০	৪,৫০,০০০		সুবিধাভোগী কৃষক
১৪	কৃষি ভর্তুকি	৯,৫০০	১,৬৫,০০,০০০		দেশের সকল কৃষক পরিবার
১৫	কৃষি পুনঃঅর্থায়ন স্কীম	৫,০০০	১,৭৬,০০০		কৃষি ফার্ম
১৬	নিম্ন আয়ের পেশাজীবী কৃষক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কীম	৩,০০০	২,৬৩,০০০		নিম্ন আয়ের পেশাজীবী কৃষক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী (কার্যক্রম চলমান)

ক্রমিক	প্যাকেজের নাম	বরাদ্দ (কোটি টাকা)	উপকারভোগী		মন্তব্য
			ব্যক্তি	প্রতিষ্ঠান	
১৭	কর্মসৃজন কার্যক্রম (পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, আনসার ও ভিডিপি ব্যাংক এবং PKSF-এর মাধ্যমে)	৩,২০০			বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্প্রতি শুরু হয়েছে
১৮	বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের এপ্রিল-মে/২০২০ মাসে স্থগিতকৃত ঋণের আংশিক সুদ মওকুফ বাবদ সরকারের ভর্তুকি	২,০০০	৭২,৮০,০০০		কার্যক্রম চলমান
১৯	এসএমই খাতের জন্য ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম	২,০০০			বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্প্রতি শুরু হয়েছে
২০	তৈরি পোষাক ও চামড়া খাতের শ্রমিকদের সহায়তা	১,৫০০	৬,০০০		বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্প্রতি শুরু হয়েছে
২১	৮ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন	১,৫০০			বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্প্রতি শুরু হয়েছে
২২	বয়স্ক ভাতা ও বিধবা ভাতা ১৫০টি উপজেলায় সম্প্রসারণ	১,২০০	৮,০০,০০০		বয়স্ক ভাতাভোগী (নতুন অন্তর্ভুক্তি)
			৪,২৫,০০০		বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতাভোগী (নতুন অন্তর্ভুক্তি)
২৩	২য় পর্যায়ে লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ	৯৩০	৩৫,০০,০০০		নির্বাচিত দুঃস্থ নাগরিক
			৯৭,০০০		ক্ষতিগ্রস্ত বোরো চাষী
			৭,৫০০		নন-এমপিও শিক্ষক-কর্মচাররি
	সর্বমোট	১,২৮,৪৪১	৫,৮১,১৫,২১১	১,০৪,৯৯৬	

তথ্যসূত্র: অর্থ বিভাগ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক

নোট:

১. কয়েকটি প্যাকেজের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্প্রতি শুরু হয়েছে বিধায় প্রকৃত উপকারভোগীর সংখ্যা এখনো পাওয়া যায়নি।

২. বেশ কিছু প্যাকেজের বাস্তবায়ন এখনো চলমান। ফলে প্রকৃত উপকারভোগীর সংখ্যা সামনের মাসগুলোতে আরো বৃদ্ধি পাবে।

৩. ২ ও ৪ নং ক্রমিকে বর্ণিত প্যাকেজের ক্ষেত্রে অনেক বৃহৎ শিল্প/ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেখানে কর্মরত শ্রমিক/কর্মীর সংখ্যা সুনির্দিষ্ট জানা না গেলেও প্রকৃত উপকারভোগী ব্যক্তির সংখ্যা অনেক বেশি হবে মর্মে অনুমান করা যায়।

৪. ২২ নং ক্রমিকে বর্ণিত ভাতা কর্মসূচি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে নতুন অন্তর্ভুক্ত উপকারভোগীগণ ২০২১-২২ অর্থবছর হতে ভাতা পাবেন।

সারণি ২: আর্থ-সামাজিক খাতে অগ্রগতির চিত্র

বছর	প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল (বছর)	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (%)	দরিদ্র জনসংখ্যা (%)	অতিদরিদ্র জনসংখ্যা (%)	সাক্ষরতার হার (%)	শিশু (১ বছরের নীচে) মৃত্যু হার (প্রতি হাজার)
২০০৬	৬৫.৪	১.৪৯	৩৮.৪	২৪.২	৫২.৩	৪৫.০
২০০৭	৬৬.৬	১.৪৭	৩৬.৮	২২.৬	৫৩.৩	৪৩.০
২০০৮	৬৬.৮	১.৪৫	৩৫.১	২১.০	৫৪.৪	৪১.০
২০০৯	৬৭.২	১.৩৬	৩৩.৪	১৯.৩	৫৫.৫	৩৯.০
২০১০	৬৭.৭	১.৩৬	৩১.৫	১৭.৬	৫৬.৮	৩৬.০
২০১১	৬৯.০	১.৩৭	২৯.৯	১৬.৫	৫৫.৮	৩৫.০
২০১২	৬৯.৪	১.৩৬	২৮.৫	১৫.৪	৫৬.৩	৩৩.০
২০১৩	৭০.৪	১.৩৭	২৭.২	১৪.৬	৫৭.২	৩১.০
২০১৪	৭০.৭	১.৩৭	২৬.০	১৩.৮	৫৮.৬	৩০.০
২০১৫	৭০.৯	১.৩৭	২৪.৮	১২.৯	৬৪.৬	২৯.০
২০১৬	৭১.৬	১.৩৭*	২৪.৩	১২.৯	৭২.৩	২৮.০
২০১৭	৭২.০	১.৩৭*	২৩.১*	১২.১*	৭২.৯	২৪.০
২০১৮	৭২.৩	১.৩৭*	২১.৮*	১১.৩*	৭৩.৯	২২.০
২০১৯	৭২.৬	১.৩৭*	২০.৫*	১০.৫*	৭৪.৭	২১.০

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; *প্রাক্কলিত।

সারণি ৩: এক দশকের অর্জন

অর্থবছর	জিডিপি প্রবৃদ্ধি	বিনিয়োগ (% জিডিপি)			মাথাপিছু জাতীয় আয় (মা.ড.)	বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মে.ওয়াট)	খাদ্যশস্য উৎপাদন (লক্ষ মে.ট.)	মূল্যস্ফীতি (বার্ষিক গড়)
		সরকারি	ব্যক্তিখাত	মোট				
২০১০-১১	৬.৪৬	৫.২৬	২২.১৬	২৭.৪২	৯২৮	৭,২৬৪	৩৬০.৭	১০.৯
২০১১-১২	৬.৫২	৫.৭৬	২২.৫০	২৮.২৬	৯৫৫	৮,৭১৬	৩৬৮.৮	৮.৭
২০১২-১৩	৬.০১	৬.৬৪	২১.৭৫	২৮.৩৯	১,০৫৪	৯,১৫১	৩৭২.৭	৬.৮
২০১৩-১৪	৬.০৬	৬.৫৫	২২.০৩	২৮.৫৮	১,১৮৪	১০,৪১৬	৩৮১.৭	৭.৪
২০১৪-১৫	৬.৫৫	৬.৮২	২২.০৭	২৮.৮৯	১,৩১৬	১১,৫৩৪	৩৮৪.২	৬.৪
২০১৫-১৬	৭.১১	৬.৬৬	২২.৯৯	২৯.৬৫	১,৪৬৫	১৪,৪২৯	৩৮৮.২	৫.৯
২০১৬-১৭	৭.২৮	৭.৪১	২৩.১০	৩০.৫১	১,৬১০	১৫,৩৭৯	৩৮৬.৩	৫.৪
২০১৭-১৮	৭.৮৬	৭.৯৭	২৩.২৬	৩১.২৩	১,৭৫১	১৮,৭৫৩	৪০৬.৬৪	৫.৮
২০১৮-১৯	৮.১৫	৮.০৩	২৩.৫৪	৩১.৫৭	১,৯০৯	২২,০৫১	৪০৯.৯৬	৫.৫
২০১৯-২০	৫.২[সা]	৮.১[সা]	২৩.৬[সা]	৩১.৮[সা]	২০৬৪[সা]	২৩,৫৪৮	৪১৬.৪৭	৫.৭
২০২০-২১	৬.১[স]	৮.২[স]	২৪.২[স]	৩২.৩[স]	২২২৭[স]	২৫,২২৭	৪৫২.৯৫*	৫.৪[স]
২০২১-২২ (প্রক্ষেপণ)	৭.২	৮.১	২৫.০	৩৩.১	২৪৬২	--	--	৫.৩

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বিদ্যুৎ বিভাগ, সা = সাময়িক, স = সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা *কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রাক্কলন।

সারণি ৪: ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

খাত	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত ২০২০-২১	২০২০-২১ মার্চ পর্যন্ত প্রকৃত
মোট রাজস্ব আয়	**৩,৭৮,০০০**	**৩,৫১,৫৩২**	**২,২২,২০২**
	(১১.৯)	**(১১.৪)**	**(৭.২)**
এনবিআর রাজস্ব	৩,৩০,০০০	৩,০১,০০০	১,৮০,৮৫৪
এনবিআর বহির্ভূত রাজস্ব	১৫,০০০	১৫,০০০	৪,৬২৮
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	৩৩,০০০	৩৫,৫৩২	৩৬,৭২০
মোট ব্যয়	**৫,৬৮,০০০**	**৫,৩৮,৯৮৩**	**২,২৫,৫৮৮**
	(১৭.৯)	**(১৭.৫)**	**(৭.৩)**
পরিচালন আবর্তক ব্যয়	৩,১১,৬৯০	৩,০২,৫৪৭	১,৫৮,৬২৪
	(৯.৮)	(৯.৮)	(৫.১)
উন্নয়ন ব্যয়	২,১৫,০৪৩	২,০৮,০২৫	৫৮,০৮৮
	(৬.৮)	(৬.৭)	(১.৯)
তন্মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	২,০৫,১৪৫	১,৯৭,৬৪৩	৫৪,৭৯৬
	(৬.৫)	(৬.৪)	(১.৮)
অন্যান্য ব্যয়	৪১,২৬৭	২৮,৪১১	৮,৮৭৬
	(১.৩)	(০.৯)	(০.৩)
বাজেট ঘাটতি	**-১,৯০,০০০**	**-১,৮৭,৪৫১**	**-৩,৩৮৬**
	(-৬.০)	**(-৬.১)**	**(-০.১)**
অর্থায়ন			
বৈদেশিক উৎস	৮০,০১৭	৭২,৩৯৯	৮,৪৯৮
	(২.৫)	(২.৪)	(০.৩)
অভ্যন্তরীণ উৎস	১,০৯,৯৮৩	১,১৫,০৫২	-৮৬১৪
	(৩.৫)	(৩.৭)	(-০.৩)
তন্মধ্যে ব্যাংক উৎস	৮৪,৯৮০	৭৯,৭৪৯	১৩,৭৩৩
	(২.৭)	(২.৬)	(০.৪)
জিডিপি	**৩১,৭১,৮০০[ক]**	**৩০,৮৭,৩০০[খ]**	**৩০,৮৭,৩০০[খ]**

উৎস: অর্থ বিভাগ; বন্ধনিতে জিডিপি'র শতাংশ; ক= বাজেট প্রণয়নকালীন প্রাক্কলিত নামিক জিডিপি; খ= নামিক জিডিপির সংশোধিত প্রাক্কলন।

সারণি ৫: ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে প্রস্তাবিত আয় ও ব্যয়ের প্রাক্কলন

(কোটি টাকায়)

খাত	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত ২০২০-২১	বাজেট ২০২০-২১	হিসাব ২০১৯-২০
১	২	৩	৪	৫
মোট রাজস্ব আয়	৩,৮৯,০০০	৩,৫১,৫৩২	৩,৭৮,০০০	২,৬৫,৯০৮
	(১১.৩)	**(১১.৪)**	**(১১.৯)**	**(৯.৫)**
এনবিআর কর	৩,৩০,০০০	৩,০১,০০০	৩,৩০,০০০	২,১৬,০৩৭
এনবিআর বহির্ভূত কর	১৬,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০	৫,৯৪৪
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	৪৩,০০০	৩৫৫৩২	৩৩০০০	৪৩৯২৭
মোট ব্যয়	৬,০৩,৬৮১	৫,৩৮,৯৮৩	৫,৬৮,০০০	৪,২০,১৬০
	(১৭.৫)	**(১৭.৫)**	**(১৭.৯)**	**(১৫.০)**
পরিচালন আবর্তক ব্যয়	৩,২৮,৮৪০	৩,০২,৫৪৭	৩,১১,৬৯০	২,৩৬,১২৪
	(৯.৫)	(৯.৮)	(৯.৮)	(৮.৪)
উন্নয়ন ব্যয়	২,৩৭,০৭৮	২,০৮,০২৫	২,১৫,০৪৩	১,৬১,৭৯৭
	(৬.৯)	(৬.৭)	(৬.৮)	(৫.৮)
তন্মধ্যে,				
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	২,২৫,৩২৪	১,৯৭,৬৪৩	২,০৫,১৪৫	১,৫৫,৩৮০
	(৬.৫)	(৬.৪)	(৬.৫)	(৫.৬)
অন্যান্য ব্যয়	৩৭,৭৬৩	২৮,৪১১	৪১,২৬৭	২২,২৩৯
	(১.১)	(০.৯)	(১.৩)	(০.৮)
বাজেট ঘাটতি	-২১৪৬৮১	-১৮৭৪৫১	-১৯০০০০	-১৫৪২৫২
	(-৬.২)	**(-৬.১)**	**(-৬.০)**	**(-৫.৫)**
অর্থায়ন				
বৈদেশিক উৎস (অনুদান সহ)	১,০১,২২৮	৭২,৩৯৯	৮০,০১৭	৪৪,১৩০
	(২.৯)	(২.৪)	(২.৫)	(১.৬)
অভ্যন্তরীণ উৎস	১,১৩,৪৫৩	১,১৫,০৫২	১,০৯,৯৮৩	১,০৮,০৪৯
	(৩.৩)	(৩.৭)	(৩.৫)	(৩.৯)
তন্মধ্যে ব্যাংক উৎস	৭৬,৪৫২	৭৯,৭৪৯	৮৪,৯৮০	৭৯,২৬৮
	(২.২)	(২.৬)	(২.৭)	(২.৮)
জিডিপি	**৩৪,৫৬,০৪০[ক]**	**৩০,৮৭,৩০০[খ]**	**৩১,৭১,৮০০[ক]**	**২৭,৯৬,৩৭৮[সা]**

উৎস: অর্থ বিভাগ; বন্ধনিতে জিডিপি'র শতাংশ দেখানো হয়েছে; ক= বাজেট প্রণয়নকালীন প্রাক্কলিত নামিক জিডিপি; খ= নামিক জিডিপির সংশোধিত প্রাক্কলন; সা= সাময়িক।

সারণি ৬: ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত ২০২০-২১	বাজেট ২০২০-২১	হিসাব ২০১৯-২০	হিসাব ২০১৮-১৯	হিসাব ২০১৭-১৮	হিসাব ২০১৬-১৭
(ক) মানবসম্পদ							
১ .প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৮০২২	১০৬৮৬	৯৪০৪	৬২৯৯	৬৩৩৭	৬৫৪৭	৫৪৫০
	(৩.৬)	(৫.৪)	(৪.৬)	(৪.১)	(৪.২)	(৪.৯)	(৫.৭)
২. স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ	১৩০০০	১১৯৭৯	১০০৫৪	৫৩৩১	৬২৬৫	৬৪৩১	৩৩৯৪
	(৫.৮)	(৬.১)	(৪.৯)	(৩.৪)	(৪.২)	(৪.৮)	(৩.৫)
৩. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	১১৯২০	৯৬৮৫	৯৮৬৫	৬০৫০	৫৭১৪	৩৩৭৬	৫০০৩
	(৫.৩)	(৪.৯)	(৪.৮)	(৩.৯)	(৩.৮)	(২.৫)	(৫.২)
৪. অন্যান্য	৩৩২২২	২০৩৭২	২৯১১১	১৮০২৩	১৮৮২৭	১২২৯০	৮২৪৫
	(১৪.৭)	(১০.৩)	(১৪.২)	(১১.৬)	(১২.৬)	(৯.২)	(৮.৬)
উপ-মোট:	**৬৬,১৬৪**	**৫২,৭২২**	**৫৮,৪৩৪**	**৩৫,৭০৩**	**৩৭,১৪৩**	**২৮,৬৪৪**	**২২,০৯২**
	(২৯.৪)	**(২৬.৭)**	**(২৮.৫)**	**(২৩.০)**	**(২৪.৯)**	**(২১.৪)**	**(২৩.১)**
(খ) কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন							
৫. স্থানীয় সরকার বিভাগ	৩৩৮৯৬	৩৪১৭০	৩১১৩১	২৫৫১২	২৩৭১৭	২০৫১৮	১৭৯৯৫
	(১৫.০)	(১৭.৩)	(১৫.২)	(১৬.৪)	(১৫.৯)	(১৫.৪)	(১৮.৮)
৬. পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৬৮৭১	৭৩৬৫	৬২৬৯	৪৯৪২	৫৯০০	৪৫৫৮	৩৬৭১
	(৩.০)	(৩.৭)	(৩.১)	(৩.২)	(৪.০)	(৩.৪)	(৩.৮)
৭. কৃষি মন্ত্রণালয়	২৯৫৯	২৩১৩	২৪৫২	১৬২০	১৬৭৭	১৪০০	১৬৩৭
	(১.৩)	(১.২)	(১.২)	(১.০)	(১.১)	(১.০)	(১.৭)
৮. অন্যান্য	৫০৮২	৫৩৭৫	৫৩১৯	৩৪২৬	৪০০৯	৪১৫২	৩০৯৪
	(২.৩)	(২.৭)	(২.৬)	(২.২)	(২.৭)	(৩.১)	(৩.২)
উপ-মোট:	**৪৮৮০৮**	**৪৯২২৩**	**৪৫১৭১**	**৩৫৫০০**	**৩৫৩০৩**	**৩০৬২৮**	**২৬৩৯৭**
	(২১.৭)	**(২৪.৯)**	**(২২.০)**	**(২২.৮)**	**(২৩.৭)**	**(২২.৯)**	**(২৭.৫)**
(গ) জ্বালানি অবকাঠামো							
৯. বিদ্যুৎ বিভাগ	২৫৩৪৯	২১৯৩৫	২৪৮০৪	২৩১৪৭	২১৫৭০	২৬৬৭৭	১৩৪৪৭
	(১১.৩)	(১১.১)	(১২.১)	(১৪.৯)	(১৪.৫)	(২০.০)	(১৪.০)
১০. জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ	২০১৮	১৭৪৯	১৮৩৬	২১২৪	২১৬৩	১৩৩৪	১০৯৯
	(০.৯)	(০.৯)	(০.৯)	(১.৪)	(১.৪)	(১.০)	(১.১)
উপ-মোট:	**২৭৩৬৭**	**২৩৬৮৪**	**২৬৬৪০**	**২৫২৭১**	**২৩৭৩৩**	**২৮০১১**	**১৪৫৪৬**
	(১২.১)	**(১২.০)**	**(১৩.০)**	**(১৬.৩)**	**(১৫.৯)**	**(২১.০)**	**(১৫.২)**
(ঘ) যোগাযোগ অবকাঠামো							
১১. রেলপথ মন্ত্রণালয়	১৩৫৫৮	১১৯৮৮	১২৪৯১	১১৬৩৭	৬৬৩৫	১০৫২২	৭৭৫৫
	(৬.০)	(৬.১)	(৬.১)	(৭.৫)	(৪.৪)	(৭.৯)	(৮.১)
১২ .সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	২৮০৪২	২৫৭৬১	২৪৮২৫	২০১৯৬	১৮৫২৫	১৬১৬১	৭৯৫৪
	(১২.৪)	(১৩.০)	(১২.১)	(১৩.০)	(১২.৪)	(১২.১)	(৮.৩)
১৩ .সেতু বিভাগ	৯৮১৩	৪৬০৩	৭৯৭৩	৬৬৮২	৬২৬৬	৩২২০	৩৭৩৮
	(৪.৪)	(২.৩)	(৩.৯)	(৪.৩)	(৪.২)	(২.৪)	(৩.৯)
১৪. অন্যান্য	৮০৮৬	৬৮৬০	৬৮৯৪	৫৮৩৭	৪,৪৮৯	২,৭৫৬	২,২৯৯
	(৩.৬)	(৩.৫)	(৩.৪)	(৩.৮)	(৩.০)	(২.১)	(২.৪)
উপ-মোট:	**৫৯৪৯৯**	**৪৯২১২**	**৫২১৮৩**	**৪৪৩৫২**	**৩৫৯১৫**	**৩২৬৫৯**	**২১৭৪৬**
	(২৬.৪)	**(২৪.৯)**	**(২৫.৪)**	**(২৮.৫)**	**(২৪.১)**	**(২৪.৪)**	**(২২.৭)**
মোট:	**২০১৮৩৮**	**১৭৪৮৪১**	**১৮২৪২৮**	**১৪০৮২৬**	**১৩২০৯৪**	**১১৯৯৪২**	**৮৪৭৮১**
	(৮৯.৬)	**(৮৮.৫)**	**(৮৮.৯)**	**(৯০.৬)**	**(৮৮.৫)**	**(৮৯.৭)**	**(৮৮.৫)**
১৫. অন্যান্য	**২৩৪৮৬**	**২২৮০২**	**২২৭১৭**	**১৪৫৫৪**	**১৭১৩৭**	**১৩৭১৫**	**১১০৫২**
	(১০.৪)	**(১১.৫)**	**(১১.১)**	**(৯.৪)**	**(১১.৫)**	**(১০.৩)**	**(১১.৫)**
মোট এডিপি	**২২৫৩২৪**	**১৯৭৬৪৩**	**২০৫১৪৫**	**১৫৫৩৮০**	**১৪৯২৩১**	**১৩৩৬৫৭**	**৯৫,৮৩৩**

উৎস: অর্থ বিভাগ; বন্ধনিতে মোট এডিপি বরাদ্দের শতকরা হার দেখানো হয়েছে।

সারণি ৭: সমগ্র বাজেটের খাতভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত ২০২০-২১	বাজেট ২০২০-২১	হিসাব ২০১৯-২০	হিসাব ২০১৮-১৯	হিসাব ২০১৭-১৮	হিসাব ২০১৬-১৭
(ক) সামাজিক অবকাঠামো	১৭০৫১০	১৪৭৬৪৮	১৫৫৫৩৫	১১৪০৫৩	১১২৬১০	৯২৪১০	৮৬৩৭৯
	(২৮.২৫)	(২৭.৩৯)	(২৭.৩৮)	(২৭.১৫)	(২৮.১৬)	(২৭.০৪)	(৩০.৩৭)
মানব সম্পদ							
১. শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৩৬৪৮৫	৩২৬৮৫	৩৩১১৮	২৫৮৭০	২৪৪৬০	২০০৮২	২১০৮২
	(৬.০৪)	(৬.০৬)	(৫.৮৩)	(৬.১৬)	(৬.১২)	(৫.৮৮)	(৭.৪১)
২. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	২৬৩১৪	২৫৯৪৪	২৪৯৩৮	২০৪৬১	১৯৯১৪	১৮০৯৯	১৭২৯৫
	(৪.৩৬)	(৪.৮১)	(৪.৩৯)	(৪.৮৭)	(৪.৯৮)	(৫.৩০)	(৬.০৮)
৩. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	২৫৯১৪	২৫৭৩৪	২২৮৮৪	১৩৮১২	১৪২৪৯	১৪১০৯	১০১৯৪
	(৪.২৯)	(৪.৭৭)	(৪.০৩)	(৩.২৯)	(৩.৫৬)	(৪.১৩)	(৩.৫৮)
৪. অন্যান্য	৬৭১৩৪	৪৯৬৭১	৫৯২৮১	৪২০৩৩	৪২৩৫২	৩২৬৩৫	২৭২৪৬
	(১১.১২)	(৯.২২)	(১০.৪৪)	(১০.০০)	(১০.৫৯)	(৯.৫৫)	(৯.৫৮)
উপ-মোট:	**১৫৫৮৪৭**	**১৩৪০৩৪**	**১৪০২২১**	**১০২১৭৬**	**১০০৯৭৫**	**৮৪৯২৫**	**৭৫৮১৭**
	(২৫.৮২)	**(২৪.৮৭)**	**(২৪.৬৯)**	**(২৪.৩২)**	**(২৫.২৫)**	**(২৪.৮৫)**	**(২৬.৬৬)**
খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা							
৫. খাদ্য মন্ত্রণালয়	৪৭১২	৪৩০১	৫৪৭৮	৪১২০	৩৭১০	১৭৩৭	২,৮৪৮
	(০.৭৮)	(০.৮০)	(০.৯৬)	(০.৯৮)	(০.৯৩)	(০.৫১)	(১.০০)
৬. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৯৯৫১	৯৩১৩	৯৮৩৬	৭৭৫৭	৭৯২৫	৫৭৪৮	৭,৭১৪
	(১.৬৫)	(১.৭৩)	(১.৭৩)	(১.৮৫)	(১.৯৮)	(১.৬৮)	(২.৭১)
উপ-মোট:	**১৪৬৬৩**	**১৩৬১৪**	**১৫৩১৪**	**১১৮৭৭**	**১১৬৩৫**	**৭৪৮৫**	**১০৫৬২**
	(২.৪৩)	**(২.৫৩)**	**(২.৭০)**	**(২.৮৩)**	**(২.৯১)**	**(২.১৯)**	**(৩.৭১)**
(খ) ভৌত অবকাঠামো	১৭৯৬৮১	১৬৪০২৮	১৬৭০০৮	১৪৬৮০৮	১৪০৫৬২	১১৯৮৫৭	৮৯৬৪৫
	(২৯.৭৬)	(৩০.৪৩)	(২৯.৪০)	(৩৪.৯৪)	(৩৫.১৪)	(৩৫.০৭)	(৩১.৫২)
কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন							
৭. কৃষি মন্ত্রণালয়	১৬১৯৭	১৪২১১	১৫৪৩৭	১১৫৩৩	১২১৭৪	৯১৫৮	৭৬২৬
	(২.৬৮)	(২.৬৪)	(২.৭২)	(২.৭৪)	(৩.০৪)	(২.৬৮)	(২.৬৮)
৮. পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৮৮২৭	৯১২৯	৮০৮৮	৬৬০৩	৭৫৫৩	৫৯২৫	৪৬৩৬
	(১.৪৬)	(১.৬৯)	(১.৪২)	(১.৫৭)	(১.৮৯)	(১.৭৩)	(১.৬৩)
৯. স্থানীয় সরকার বিভাগ	৩৯২১৮	৩৮৯৯৩	৩৬১০২	২৯৩৬০	২৭৮৪২	২৪০৭০	২০৭৩১
	(৬.৫০)	(৭.২৩)	(৬.৩৬)	(৬.৯৯)	(৬.৯৬)	(৭.০৪)	(৭.২৯)
১০. অন্যান্য	৯৮৬০	৯৮১৮	৯৯২৫	৬৮৭০	৭৭০৫	৭৪৭১	৭১৪৯
	(১.৬৩)	(১.৮২)	(১.৭৫)	(১.৬৪)	(১.৯৩)	(২.১৯)	(২.৫১)
উপ-মোট:	**৭৪১০২**	**৭২১৫১**	**৬৯৫৫২**	**৫৪৩৬৬**	**৫৫২৭৪**	**৪৬৬২৪**	**৪০১৪২**
	(১২.২৮)	**(১৩.৩৯)**	**(১২.২৫)**	**(১২.৯৪)**	**(১৩.৮২)**	**(১৩.৬৪)**	**(১৪.১২)**
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	২৭৪৮৪	২৩৭৭৭	২৬৭৫৭	৩৩১৩২	৩৪৪০৪	২৮২০৩	১৪৬২০
	(৪.৫৫)	(৪.৪১)	(৪.৭১)	(৭.৮৯)	(৮.৬০)	(৮.২৫)	(৫.১৪)
যোগাযোগ অবকাঠামো							
১১. সড়ক বিভাগ	৩২৯৪২	৩০১১৮	২৯৪৪১	২৩৫৮০	২১৮৩৩	১৯৫৭৪	১০৪৯৭
	(৫.৪৬)	(৫.৫৯)	(৫.১৮)	(৫.৬১)	(৫.৪৬)	(৫.৭৩)	(৩.৬৯)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত ২০২০-২১	বাজেট ২০২০-২১	হিসাব ২০১৯-২০	হিসাব ২০১৮-১৯	হিসাব ২০১৭-১৮	হিসাব ২০১৬-১৭
১২. রেলপথ মন্ত্রণালয়	১৭৫৪৩	১৫৪৯৭	১৬৩২৬	১৪৯১৬	৯৬৪৩	১৩৪৪৯	১১৩৩২
	(২.৯১)	(২.৮৮)	(২.৮৭)	(৩.৫৫)	(২.৪১)	(৩.৯৩)	(৩.৯৮)
১৩. সেতু বিভাগ	৯৮২০	৪৬০৭	৭৯৭৯	৬৬৮৪	৬৩১৭	৩২৪২	৩৭৬৯
	(১.৬৩)	(.৮৫)	(১.৪০)	(১.৫৯)	(১.৫৮)	(.৯৫)	(১.৩৩)
১৪. অন্যান্য	৯১৬৯	৭৬৬০	৭৬৮৯	৬৫৮৪	৫১৫৬	৩৩৪০	২৮৪৯
	(১.৫২)	(১.৪২)	(১.৩৫)	(১.৫৭)	(১.২৯)	(.৯৮)	(১.০০)
উপ-মোট:	**৬৯৪৭৪**	**৫৭৮৮২**	**৬১৪৩৫**	**৫১৭৬৪**	**৪২৯৪৯**	**৩৯৬০৫**	**২৮৪৪৭**
	(১১.৫১)	**(১০.৭৪)**	**(১০.৮২)**	**(১২.৩২)**	**(১০.৭৪)**	**(১১.৫৯)**	**(১০.০০)**
১৫. অন্যান্য সেক্টর	৮৬২১	১০২১৮	৯২৬৪	৭৫৪৬	৭৯৩৫	৫৪২৫	৬৪৩৬
	(১.৪৩)	(১.৯০)	(১.৬৩)	(১.৮০)	(১.৯৮)	(১.৫৯)	(২.২৬)
(গ) সাধারণ সেবা	১৪৫১৫০	১১৯৮৭৫	১৪০২৬৯	৭৯০২৬	৭৯৩২৭	৭৬৪৭৩	৬৭৯৮১
	২৪.০৪	২২.২৪	২৪.৭০	১৮.৮১	১৯.৮৩	২২.৩৭	২৩.৯০
জনশৃংখলা ও নিরাপত্তা	২৯১২৩	২৬৯৪৬	২৮৬৭০	২৩৪২৯	২৬৯৪২	২২৪৫৬	১৯৮৩০
	(৪.৮২)	(৫.০০)	(৫.০৫)	(৫.৫৮)	(৬.৭৪)	(৬.৫৭)	(৬.৯৭)
১৬. অন্যান্য	১১৬০২৭	৯২৯২৯	১১১৫৯৯	৫৫৫৯৭	৫২৩৮৫	৫৪০১৭	৪৮১৫১
	(১৯.২২)	(১৭.২৪)	(১৯.৬৫)	(১৩.২৩)	(১৩.১০)	(১৫.৮০)	(১৬.৯৩)
মোট:	**৪৯৫,৩৪১**	**৪৩১,৫৫১**	**৪৬২,৮১২**	**৩৩৯,৮৮৭**	**৩৩২,৪৯৯**	**২৮৮,৭৪০**	**২৪৪,০০৫**
	(৮২.১)	**(৮০.১)**	**(৮১.৫)**	**(৮০.৯)**	**(৮৩.১)**	**(৮৪.৫)**	**(৮৫.৮)**
(ঘ) সুদ পরিশোধ	৬৮৫৮৯	৬৩৮২৩	৬৩৮০১	৫৮৩১৩	৫০০০৮	৪২২৭৯	৩৫৬৯১
	(১১.৩৬)	(১১.৮৪)	(১১.২৩)	(১৩.৮৮)	(১২.৫০)	(১২.৩৭)	(১২.৫৫)
(ঙ) পিপিপি ভর্তুকি ও দায়	৩৪৬৪৮	৩৬৩৩৯	৩৬৬১০	১৮৪৭৭	১৩১৬৭	৩৫০৪	২৪৩৪
	(৫.৭৪)	(৬.৭৪)	(৬.৪৫)	(৪.৪০)	(৩.২৯)	(১.০৩)	(.৮৬)
(চ) নীট ঋণ দান ও অন্যান্য	৫১০৩	৭২৭০	৪৭৭৭	৩৪৮৩	৪২৫৩	৭২৭০	২২৫২
	(০.৮৫)	(১.৩৫)	(০.৮৪)	(০.৮৩)	(১.০৬)	(২.১৩)	(.৭৯)
মোট বাজেট:	**৬০৩৬৮১**	**৫৩৮৯৮৩**	**৫৬৮০০০**	**৪২০১৬০**	**৩৯৯৯৫৬**	**৩৪১৭৯৩**	**২৮৪৩৮২**

উৎস: অর্থ বিভাগ; বন্ধনিতে মোট বাজেটের শতকরা হার দেখানো হয়েছে।

সারণি ৮: মন্ত্রণালয়/বিভাগওয়ারি বাজেট বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত ২০২০-২১	বাজেট ২০২০-২১
রাষ্ট্রপতির কার্যালয়	৩০	২৬	২৭
জাতীয় সংসদ	৩৩৬	৩১৩	৩৩৫
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	৩৯০৭	৪৩২১	৩৮৩৯
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	২৩৯	২৬৮	২৫৮
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট	২২৫	১৮৭	২২২
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	১৭২৯	১৭৯৬	১৭১৭
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	৩৭৫৮	২৯৮২	৩৩৩০
বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন	১১৫	৯৬	১০৪
অর্থ বিভাগ	১৫৭৬৪২	১৩৬৭৬৮	১৫৬০৭৯
বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	২৮৩	২৪৬	২৬৫
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	৩১২৪	২৬৯৬	৩০৯৪
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	২৫৫৯	২৫৮৫	২৩৭৯
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	৬৯৮১	৫৬২৭	৫৮৭৬
পরিকল্পনা বিভাগ	১১৩৩	১৪৯১	১২৪৮
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	২৫৭	১৫৫	১৪৮
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	১৬৭৩	৫২৭	৩৮৩
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৬৮৩	৪২৬	৬১৯
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১৬৫৬	১৫২৩	১৬৩৩
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	৩৭৬৯১	৩৩৯১৬	৩৪৮৪২
সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ	৪৪	৩৯	৪১
আইন ও বিচার বিভাগ	১৮১৫	১৭১৬	১৭৩৯
জননিরাপত্তা বিভাগ	২৩০৮০	২১৬৫৯	২২৬৫৮
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	৩৬	৩৮	৪০
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	২৬৩১১	২৫৯৪৩	২৪৯৩৭
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	৩৬৪৮৬	৩২৬৮৪	৩৩১১৮
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	২১২০৪	১১৪৪৬	১৭৯৪৬
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	২৫৯১৪	২৫৭৩৪	২২৮৮৩
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	১৭২১	১০৩১	১৪১৫
সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৯১২৪	৭৯১৯	৭৯১৯
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৪১৯১	৩৭৮৫	৩৮৬০
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৩৬৫	৩৪৮	৩৫০
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৬৩৪৫	৭৪২৫	৬৯৩৬
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	১০০৮	৯৯৩	১০৩৯
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৫৮৭	৫২২	৫৭৯

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত ২০২০-২১	বাজেট ২০২০-২১
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২২৪০	২০৭৮	১৬৯৩
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	১১১৫	১১২২	১৪৭৪
স্থানীয় সরকার বিভাগ	৩৯২১৯	৩৮৯৯৩	৩৬১০৩
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	১৭৯১	২২৩৭	২২৩৫
শিল্প মন্ত্রণালয়	১৫৮৫	২১৮০	১৬১৪
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৭০২	৬৩৯	৬৪২
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	৬৯২	২৬২০	৭১৪
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	২০৮৬	১৮০৬	১৯০৫
কৃষি মন্ত্রণালয়	১৬২০১	১৪২১৫	১৫৪৪২
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৩৪৩৭	৩৫২৫	৩১৯৩
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	১২২১	১০৩৬	১২৪৬
ভূমি মন্ত্রণালয়	২২২৫	১৮২২	২০১৪
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৮৮২৭	৯১২৯	৮০৮৯
খাদ্য মন্ত্রণালয়	৫৩১০	৬৮৫৪	৬০৪৭
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৯৯৫১	৯৩১৩	৯৮৩৬
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	৩২৯৪২	৩০১১৯	২৯৪৪২
রেলপথ মন্ত্রণালয়	১৭৪৮৬	১৫৫১৩	১৬৩৩৮
নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়	৫১৩৭	৪৬৭৬	৪০০০
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	৪০৩২	২৯৮৪	৩৬৮৮
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	২৫৪৯	২২২২	৩১৪০
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১১৮২	১১৯৫	১২৩৫
বিদ্যুৎ বিভাগ	২৫৩৯৮	২১৯৭১	২৪৮৫৩
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৬৩৪৩	৪২৩৮	৪৫০৫
দুর্নীতি দমন কমিশন	১৫৯	১২১	১৫০
সেতু বিভাগ	৯৮২০	৪৬০৭	৭৯৭৯
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	৯১৫৪	৭৫৭৭	৮৩৪৫
সুরক্ষা সেবা বিভাগ	৩৮০৮	৩২২২	৩৮৫৮
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	৬৮১৭	৫৭৩৮	৬৩৬২
মোট	**৬০৩৬৮১**	**৫৩৮৯৮৩**	**৫৬৮০০০**

উৎস: অর্থ বিভাগ।

পরিশিষ্ট-খ

আমদানি-রপ্তানি শুল্ক সংক্রান্ত সারণিসমূহের তালিকা

সারণি-১	কৃষিখাত		১৭৩
সারণি-২	স্বাস্থ্যখাত		১৭৫
সারণি-৩	শিল্পখাত		১৭৬
সারণি-৪	ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণ		১৮৩
	i.	শুল্ক-করের হ্রাস/বৃদ্ধি সংক্রান্ত	
		ক) যে সকল পণ্যের আমদানি শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে	১৮৩
		খ) যে সকল পণ্যের আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়েছে	১৮৪
		গ) যে সকল পণ্যে স্পেসিফিক ডিউটি হ্রাস/ বৃদ্ধি করা হয়েছে	১৮৪
		ঘ) যে সকল পণ্যে রেগুলেটরি ডিউটি (Regulatory Duty) আরোপ অথবা হ্রাস/ বৃদ্ধি করা হয়েছে	১৮৫
		ঙ) যে সকল পণ্যের সম্পূরক শুল্ক আরোপ/ হ্রাস/ বৃদ্ধি/ প্রত্যাহার করা হয়েছে	১৮৫
	ii.	যে সকল H.S. Code এর বর্ণনায় পরিবর্তন, সংশোধন, বিভাজন, একীভূতকরণ এবং নতুন H.S. Code সৃজন করা হয়েছে	
		ক) যে সকল H.S. Code এর বর্ণনা পরিবর্তন/ সংশোধন করা হয়েছে	১৮৬
		খ) যে সকল H.S.Code বিভাজন (Split) করা হয়েছে	১৮৭
		গ) যে সকল H.S.Code একীভূত (Merge) করা হয়েছে	১৮৯
		ঘ) যে সকল H.S. Code নতুন সৃষ্টি করা হয়েছে	১৯০
		ঙ) Heading 87.04 এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী	১৯০
		(চ) Heading 87.11 এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী	১৯১
		(ছ) যে সকল H.S. Code বিলুপ্ত করা হয়েছে	১৯২

সারণি-১: কৃষিখাতে প্রণোদনা

- যে সকল পণ্যের আমদানি শুল্ক (CD) বৃদ্ধি করা হয়েছে

Sl. No.	H.S. Codes	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	0602.90.10	Mushroom	5	15
2	2501.00.10	Pure sodium chloride BP/USP pyrogen free	10	25
3	2501.00.91	Denatured salt (coloured)	10	25

- যে সকল পণ্যে স্পেসিফিক ডিউটি হ্রাস/ বৃদ্ধি করা হয়েছে

Sl. No.	Heading	H.S. Codes	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	72.04	7204.21.00	Of stainless steel	BDT 1500 per MT	BDT 500 per MT

- যে সকল পণ্যে রেগুলেটরি ডিউটি (Regulatory Duty) আরোপ অথবা হ্রাস/ বৃদ্ধি করা হয়েছে

Sl. No.	Heading	H.S. Codes	Description	RD Rate	RD Rate
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	12.05	1205.10.10	Low erucic acid rape or colza seeds, Wrapped/canned upto 2.5 kg	0%	5%
2		1205.10.90	Low erucic acid rape or colza seeds in bulk	0%	5%
3	25.01	2501.00.10	Pure sodium chloride BP/USP pyrogen free	0%	3%
4		2501.00.91	Denatured salt (coloured)	0%	3%
5	28.33	2833.11.00	Disodium sulphate	0%	3%
6		2833.19.00	Sodium sulphates	0%	3%

- যে সকল পণ্যের সম্পূরক শুল্ক আরোপ/ হ্রাস/ বৃদ্ধি/ প্রত্যাহার করা হয়েছে

Sl. No.	H.S.Codes	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1	02.01, 02.02, 02.04, 02.06, 02.07 (All H.S. Codes)	Meat and edible offal of bovine animals, sheeps or goats	0	20
2	0706.10.10	Carrots And Turnips, Fresh Or Chilled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg	0	20

Sl. No.	H.S.Codes	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	0706.10.90	Carrots And Turnips, Fresh Or Chilled, Wrapped/Canned in bulk	0	20
5	0802.80.10	Areca Nut Wrapped/canned upto 2.5 kg	20	30
6	0802.80.90	Areca Nut in bulk	0	30
7	1704.10.90	Other Chewing gum, whether or not sugar-coated	20	45
8	1704.90.90	Other Sugar confectionery	20	45
9	2501.00.10	Pure sodium chloride BP/USP pyrogen free	0	20
10	2501.00.91	Denatured salt (coloured)	0	20
11	2833.11.00	Disodium sulphate	0	20
12	2833.19.00	Sodium sulphates	0	20

- যে সকল পণ্যের আমদানি পর্যায়ে VAT আরোপ করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Codes	Description	Existing Rate	Proposed Rate
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	0207.11.90 0207.12.90	Fresh/chilled/Frozen Meat&Edible Offal Of Fowls Not Cut Inpieces, nes	0%	15%
2	0706.10.90	Carrots And Turnips, Fresh Or Chilled, Wrapped/Canned in bulk	0%	15%

- পোল্ট্রি/ ডেইরি/ ফিস ফিড উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণ আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Codes	Description
(1)	(2)	(3)
1	2306.90.00	De-oil rice bran (DORM) (Feed grade)
2	2306.49.00	Rapeseed extraction (Feed grade)
3	2302.40.10	Rice Bran (Feed grade)
4	2302.30.00	Wheat Bran (Feed grade)
5	2306.30.00	Sun flower meal/ extraction (Feed grade)
6	2306.60.00	Palm kernel extraction (Feed grade)
7	2306.90.00	Canola Meal/ Extraction (Feed grade)
8	2306.10.00	Cotton seed extraction (Feed grade)
9	1516.10.00	Animal oil (Feed grade)
10	2836.99.90	Sodium per carbonate (Feed grade)
11	2922.49.00	L-Valine (Feed grade)
12	2309.90.11	Cre-amino (Feed grade)
13	2309.90.11	L-Isoleucine (Feed grade)
14	3004.10.00	Veterinary Medicine (Antibiotic)

Sl. No.	H.S. Codes	Description
(1)	(2)	(3)
15	3004.20.00	Veterinary Medicine (Cefquinome Sulphate)
16	3004.32.00	Veterinary Medicine (Anti-Mastitis)
17	3004.39.00	Veterinary Medicine (Hormone)
18	3004.50.00	Diluents (Dilavia) for Vaccine Use
19	3004.90.00	Diluents, Solvents for Vaccine Use
20	2309.90.90	-High Protein Granular-Vegetal
21	2832.30.00	Vaccine Stabilizer (Thiosulphates)

সারণী-২: স্বাস্থ্য খাত

১) মেডিকেল ডিভাইস উৎপাদনের ব্যবহৃত উপকরণ আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে:

Sl	H.S. Codes	Description
(1)	(2)	(3)
1	3917.23.90	FEP/Teflon tube
2	3917.40.00	Silicone tube
3	3919.90.10	Self adhesive tape in rolls exceeding 20cm
4	3920.49.30	PVC film and PVDC Film
5	3920.92.90	Unprinted nylon film in roll
6	3926.90.99	Polytetrafluoroethylene (PTFE) Membrane for Mask
7	4009.11.00	Tubes and pipes
8	4802.57.00	Other paper or paperboard weighing 40 g/m2 or more but not more than 150 g/m2
10	8481.40.19	Auto safety valve
11	8481.80.29	Solenoid valve
12	8516.90.00	Heater coil
13	9018.32.00	Tubular Metal Needles & Needles for Sutures
14	9018.39.90	Hubs & Caps for Needle Cannula

২) এন্টি-ক্যান্সার ঔষধ প্রস্তুতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে:

ক্রম নং	SRO-তে উল্লেখিত অশুদ্ধ নাম	শুদ্ধ নাম
01	Atatinib Dimalate	Afatinib Dimalate
02	Bleomycin Sulfat	Bleomycin Sulfate
03	Cabozantinib	Cabozantinib Malate
04	Daunorubicin	Daunorubicin HCl
05	Erlotinib	Erlotinib HCl
06	Imatinib	Imatinib Mesylate
07	Irinotecan	Irinotecan HCl
08	Lapatinib	Lapatinib Ditosylate
09	Linalidomide	Lenalidomide
10	Nintedanib Tosylate	Nintedanib Tosylate Monohydrate

ক্রম নং	SRO-তে উল্লেখিত অশুদ্ধ নাম	শুদ্ধ নাম
11	Osimertinib	Osimertinib Mesylate
12	Regorafenib	Regorafenib Monohydrate
13	Sorafenib	Sorafenib Tosylate
14	Tofacitinib	Tofacitinib Citrate
15	Trametibib Dimethyl Sulfoxide	Trametinib Dimethyl Sulfoxide

৩) ঔষধ শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে:

H.S. Codes	Name of the Intermediate
2710.19.39	Petroleum Ether
2810.00.10	Boric acid
2825.90.00	Calcium Hydroxide
2827.20.00	Calcium chloride Dihydrate
2836.50.00	Calcium Carbonate
2915.39.00	Tert-Butyl bromoacetate
2918.99.00	3-Chloro-2,2-dimethylpropyl ester of Ibuprofen
2918.99.00	Chenodeoxycholic acid
2922.49.00	o-(2,6 dichloroanilino) phenyl) acetic acid sodium salt (Dicloenac Sodium)
2933.31.00	[S,S]-2-8-diazabicyclo-[4,3,0]nonane
2933.49.00	1-cyclopropyl-6,7-difiuoro-8-methoxy-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinoline carboxylic acid
2933.59.90	Orotic Acid

সারণী-৩: শিল্প খাত

ক) শিল্পের কাঁচামাল সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এসআরও নং ১২২/২০২০ এ যে সকল পণ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Codes	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2818.10.10	Artificial Corundum Imported by industrial IRC holder VAT compliant sand paper manufacturing industry	5	0
2	2818.20.10	Aluminium Oxide Imported by industrial IRC holder VAT compliant sand paper manufacturing industry	5	0
3	4811.60.20	Paraffin wax or stearin covered paper and paperboard Imported by Industrial IRC holder VAT compliant sand paper manufacturing industry	25	5
4	5901.10.10	Textile fabrics coated with gum or amylaceous Imported by Industrial IRC holder VAT compliant sand paper manufacturing industry	25	5

Sl. No.	H.S. Codes	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	3215.11.20	Black ink Imported by industrial IRC holder VAT compliant SIM card and scratch card manufacturing industry	25	5
6	3215.90.30	Inkjet Refill in injectable form Imported by industry IRC holder VAT compliand SIM card and scratch card manufacturing industry	25	5
7	3811.21.10	Additives for Lubricating oils Containing Pteroleum oils or oils obtained from Bituminous Minerals imported by Industrial IRC holder VAT compliant lub-blending industry	10	5
8	3811.29.10	Additives for Lubricating oils obtained from other sources imported by Industrial IRC holder VAT compliant lub-blending industry	10	5
9	3824.99.50	Coated calcium carbonate imported by Industrial IRC holder VAT compliant plastic goods or calcium carbonate filler or Cable manufacturing industry	25	5
10	3926.90.93	Plast`ics frame works imported by Industrial IRC holder VAT compliant cable manufacturing industry	25	15
11	3919.10.10	Self adhesive tape Imported by Industrial IRC holder VAT compliant SIM card or Smart card or Gipsum board manufacturing industry	25	15
12	3920.49.50	PVC film imported by Industrial IRC holder VAT compliant Gipsum board manufacturing industry	25	15
13	4805.91.10	Uncoated paper board imported by Industrial IRC holder VAT compliant Gipsum board manufacturing industry	10	5
14	4805.92.10	Uncoated paper board imported by Industrial IRC holder VAT compliant Gipsum board manufacturing industry	10	5
15	4805.93.10	Uncoated paper board imported by Industrial IRC holder VAT compliant Gipsum board manufacturing industry	10	5
16	4402.90.10	Charcoal and Wood Powder based Coil Compound imported by Industrial IRC holder VAT compliant repellent Coil manufacturing industry	5	10
17	4823.69.10	Other paper and paperboard Imported by Industrial IRC Holder VAT compliant paper cup, bowl, plate manufacturng industry	25	15

Sl. No.	H.S. Codes	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18	7016.10.10	Glass cube Imported by industrail IRC holder VAT compliant glass mozaic manufactuing industry	25	15
19	7209.16.10	Cold rolled steel sheet Imported by Industrial IRC holder VAT compliant fire resistant door manufacturing industry	10	5
20	7209.17.10	Cold rolled steel sheet imported by Industrial IRC holder VAT compliant fire resistant door manufacturing industrys	10	5
21	7318.14.10	Threaded self tapping screw imported by Industrial IRC holder VAT compliant pre-fabricated building industry	25	15
22	9405.91.10	Parts of Heading No-94.05 Of Glass Imported by Industrial IRC holder VAT compliant lamp manufacturing industry	25	0
23	9405.92.10	Parts of Heading No.94.05 Of Plastic Imported by Industrial IRC holder VAT compliant LED lamp manufacturing industry	25	0
24	9405.99.10	Other Parts of Heading No.94.05 Imported by Industrial IRC holder VAT compliant LED lamp manufacturing industry	25	0
25	7606.11.10	Non-Alloyed Aluminum plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0.2 mm. Imported by Industrial IRC holder VAT compliant LED Lamp or Electrical Fan Manufacturing Industries	10	0
26	6006.42.10	Dyed knitted or crocheted fabrics imported by Industrial IRC holder VAT complaint footwear manufacturing industry	25	15
27	6006.43.10	Yarns of different colors knitted or crocheted fabrics imported by industrial IRC holder VAT complaint footwear manufacturing industry	25	15
28	8529.90.22	Open Cell for use in manufacturing of LCD,LED panel imported by industrial IRC holder VAT compliant television manufacturing Industry	25	0
29	8529.90.21	LED bulb with bar imported by industrial IRC holder VAT compliant television manufacturing Industry	5	0
30	3921.19.11	Microcellular PET light sheet having a power saving capacity of 20% or more imported by industrial IRC holder VAT compliant television manufacturing Industry	10	5

Sl. No.	H.S. Codes	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31	7212.20.10	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel Electrolytically plated or coated with zinc imported by industrial IRC holder VAT compliant refrigerator or air conditioner or television manufacturing Industries	10	5
32	7210.30.10	Flat-Rolled Iron or Steel, Width >=600mm, Electro-Plated or Coated with Zinc imported by industrial IRC holder VAT compliant TV manufacturing Industry	25	5

খ) শিল্পের কাঁচামাল সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এসআরও নং ১২২/২০২০ এ যে সকল পণ্যের সম্পূরক শুল্ক (SD) হ্রাস করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S.Codes	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	6802.10.10	Tiles cube Imported by industrail IRC holder VAT compliant tiles mozaic manufactuing industry	60	0

গ) মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এসআরও নং ১২১/২০২০ এ যে সকল পণ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

Sl.	H.S. Codes	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	8424.20.30	Sprinkler system and equipments	5	1
2	8537.10.10	Busbar trunking system	10	1
3	8537.10.90	Electric panel	10	1

ঘ) মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এসআরও নং ১২১/২০২০ এ যে সকল পণ্য প্রত্যাহার করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Codes	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	8501.20.99	Motor exceeding 750 W	1	10
2	8504.40.90	Static converters	1	10

চ) মোটরসাইকেল উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণ আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে:

H.S. Codes	Description of Goods
(1)	(2)
7209.16.00	Cold rolled flat-rolled products of iron or non-alloy steel in coils of a thickness exceeding 1mm but less than 3mm
7209.17.00	Cold rolled flat-rolled products of iron or non-alloy steel in coils of a thickness exceeding 0.5mm or more but not exceeding 1mm
7209.18.00	Cold rolled flat-rolled products of iron or non-alloy steel in coils of a thickness of less than 0.5 mm
7306.90.00	Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, open seam or welded riveted or similarly closed of iron or steel. Other

ছ) স্থানীয়ভাবে ওয়াশিং মেশিন উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণ আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে:

TABLE-I

H.S. Codes	Description	CD
7220.20.90	Stainless Steel Sheet; Not further work than cold rolled; width less than 600mm; Thickness of more than 0.125 mm	5
7212.30.00	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, plated or coated with Zinc, width less than 600mm	5
8501.20.91	Universal AC/DC Motors of an output not exceeding 37.5 W but not exceeding 750 W	5
8532.29.90	Fixed electrical capacitors	5

TABLE-2

H.S. Codes	Description	CD
7210.70.99	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, painted, varnished or coated with plastic; width more than 600mm; thickness of less than 1.0 mm	10
7320.90.90	Clip Springs; Suspension Springs	10
8544.42.00	Electric conductors for a voltage not exceeding 1,000 V, Fitted with Connector	10
7326.90.90	Spider Angel	10
8538.90.90	Panel	10
3921.13.00	plates, sheets, film, foil and strip of polyurethanes	10
3917.23.90	Tubes, Pipes and Hoses of Polymers of Vinyl Chloride	10

জ) স্থানীয়ভাবে কম্পিউটার উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল/উপকরণ আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে:

১) যে সকল উপকরণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

H.S. Codes	Description
(2)	(3)
7408.19.90	Copper Wire; Jumper wire
7607.11.90	Aluminum Foil; Thickness: 0.18 mm
8003.00.00	Solder Tin Bar
8311.30.00	Soldering Wire
8311.30.00	Solder lead bar
2841.61.00	Potassium Permanganate
3702.42.00	Unexposed photo Sensitive emulsion film.
3810.90.90	HASL Flux
3810.10.00	Solder paste
3810.90.90	Soldering Flux
3810.90.90	Soldering Cleaner
3814.00.90	Reducer (Printing Ink Reducer)
8532.23.00	Ceramic Dielectric, Single layer Capacitor
8532.24.00	Ceramic Dielectric, Multi-layer Capacitor
8532.22.90	Aluminum Electrolytic Capacitor

২) যে সকল পণ্যের বর্ণনা ও এইচএসকোড সংশোধন করা হয়েছে:

এস.আর.ও তে বিদ্যমান (বিবরণ)	প্রস্তাবিত প্রথম তফসিল এ উল্লেখিত পণ্য সামগ্রীর বিবরণ	এস.আর.ও তে বিদ্যমান (এইচএস কোড)	প্রস্তাবিত (এইচ.এস. কোড)
Antifoam	Defoaming agent	3402.19.90	3402.19.10
Pet optical film (coated/ non-coated) in roll form	Pet optical film (coated/ non-coated) in roll form	3921.19.90	3921.19.90
Processed plain metal-alloy sheet for mobile housing; Decoration steel sheet for making computer body casing	Processed Plain Metal-Alloy for Housing; Decoration Steel sheet for making Computer Body Casing	7226.99.90	7226.99.90
Screw	Screw	7318.15.90	7318.14.90
Washer	Washer	7318.22.00	7318.22.90
DC Motors	DC Motors	8401.31.90	8501.31.90
Internal solid-state drive (SSD)	Internal solid-state drive (SSD)	8471.70.00	8523.51.10
CPU Chips	CPU Chips	8473.30.00	8542.39.90
Capacitor	Capacitor	8532.29.00	8532.29.90
2 pin connector plugs; Connectors; Sockets	2 pin connector plugs; Connectors; Sockets	8536.69.00	8536.90.90

ঞ) স্থানীয় এলপিজি সিলিন্ডার শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল/উপকরণ আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Codes	Description
(1)	(2)	(3)
1	7208.27.10	Pickled HR Coil
2	7214.99.00	Carbon Steel S20C/ SAE 1020 (42mmRD)

ট) স্থানীয় কম্প্রেসর উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় উপকরণে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Codes	Description
(1)	(2)	(3)
1	7208.26.90	Hot Rolled Steel Pickled and oiled (Thickness from 3mm to less than 4.75 mm, width more than 600mm or more) in coil
2	8544.19.90	Aluminum Winding Wire

ঠ) অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্রপাতি সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনে যে সকল যে সকল পণ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Codes	Description
(1)	(2)	(3)
1	7306.19.10	Exceeding 8 inch inner dia
2	7306.19.20	8 inch inner dia or less
3	7306.29.10	Exceeding 8 inch inner dia
4	7306.29.20	8 inch inner dia or less
5	7306.30.00	Other, welded, of circular cross-section of iron or non-alloy steel
6	7306.90.00	Other black steel pipe
7	7307.19.00	Coupling, tee, reducer
8	7307.29.00	Elbows, tee, reducer
9	7307.93.00	Tee, reducer
10	7307.99.90	Flexible Joint, tee, reducer

ড) স্থানীয়ভাবে খেলনা প্রস্তুতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে:

SI	H.S. Codes	Parts & Components Name
1	8467.19.00	Prenumatic tools lelith soft-Contained electric or Non-Electric-Motor
2	8543.90.00	Remote Control parts/Mini Loaded circuit
3	8512.30.00	Horn
4	4821.90.90	Sticker Paper (Non-Printed)
5	4821.10.00	Sticker Paper (Printed)
6	3926.90.99	PVC Washer
7	8544.42.00	Battery Connector Cable

ঢ) টেক্সাইল শিল্পকে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে

টেবিল-১

Sl. No.	H.S. Codes	Description
(1)	(2)	(3)
1	3701.30.90	Photosensitive Rotary Screen
2	9025.80.00	Temperature Sensor

টেবিল-২

Sl. No.	H.S. Codes	Description
(1)	(2)	(3)
1	8538.90.99	Loaded PCB

সারণী ৪: ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণ

i. শুল্ক-করের হ্রাস/বৃদ্ধি সংক্রান্ত

ক) যে সকল পণ্যের আমদানি শুল্ক (CD) হ্রাস করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Codes	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	0508.00.00	Coral; Shells Of Molluscs, Crustaceans, Unworked	5	0
2	1703.10.00	Cane molasses	25	15
3	2526.20.10	Other Natural Steatite	15	10
4	3926.90.40	Mulch film	10	5
5	9021.90.10	Occluder	1	0
6	9018.39.18	Blood tubing set for hemodialysis	25	5
7	8711.20.93	Moped four-stroke engine in CKD	25	5
8	8704.21.22	Dumper/tipper in CKD condition	25	5
9	8704.22.19	Dumper/tipper in CKD condition	25	5
10	8704.23.17	Dumper/tipper in CKD condition	25	5
11	8704.31.23	Dumper/tipper in CKD condition	25	5
12	8704.32.23	Dumper/tipper in CKD condition	25	5
13	8704.90.22	Dumper/tipper in CKD condition	25	5
14	8424.20.30	Sprinkler system and equipments	5	1

খ) যে সকল পণ্যের আমদানি শুল্ক (CD) বৃদ্ধি করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Codes	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2710.19.41	Heavy normal paraffin In drum	10	15
2	2710.19.49	Heavy normal paraffin, Other	10	15
3	2710.19.51	Liquid paraffin In drum	10	15
4	2710.19.59	Liquid paraffin, Other	10	15
5	2710.19.61	Other paraffin In drum	10	15
6	2710.19.69	Other paraffin, Other	10	15
7	2710.19.91	Mineral oil	10	15
8	2833.11.00	Disodium sulphate	15	25
9	2833.19.00	Sodium sulphates	15	25
10	7007.11.00	safety glass Of size and shape suitable for incorporation in vehicles, aircraft, spacecraft or vessels	5	10
11	7007.21.00	Laminated safety glass Of size and shape suitable for incorporation in vehicles, aircraft, spacecraft or vessels	5	10
12	7222.11.00	Of circular cross-section	10	15
13	7222.19.00	Other	10	15
14	7222.20.00	Bars and rods, not further worked than cold-formed or cold-finished	10	15
15	7222.30.00	Other bars and rods	10	15
16	7222.40.00	Angles, shapes and sections	10	15
17	8309.10.00	Crown corks	15	25
18	8309.90.10	Lug caps	15	25
19	8309.90.30	Combination seal for vials	15	25
20	8437.80.10	Rice huller and wheat crusher	10	15
21	8504.40.90	Static converters	1	10
22	8517.12.19	Cellular phone	10	25
23	8501.20.99	Motor exceeding 750 W	1	10

গ) যে সকল পণ্যে স্পেসিফিক ডিউটি হ্রাস/ বৃদ্ধি করা হয়েছে:

Sl. No.	Heading	H.S. Codes	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	72.04	7204.21.00	Of stainless steel	BDT 1500 per MT	BDT 500 per MT

ঘ) যে সকল পণ্যে রেগুলেটরি ডিউটি (Regulatory Duty) আরোপ অথবা হ্রাস/ বৃদ্ধি করা হয়েছে:

Sl. No.	Heading	H.S. Codes	Description	RD Rate	RD Rate
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	72.17	7217.30.00	Plated or coated with other base metals	0%	3%
2	73.18	7318.11.00	Coach screws	0%	3%
		7318.12.00	Other wood screws	0%	3%
		7318.13.00	Screw hooks and screw rings	0%	3%
		7318.15.90	Other Screw	0%	3%
		7318.16.00	Nuts	0%	3%
3	83.09	8309.10.00	Crown corks	0%	3%
		8309.90.10	Lug caps	0%	3%
		8309.90.30	Combination seal for vials	0%	3%
4	83.11	8311.30.00	Coated rods and cored wire, of base metal, for soldering, brazing or welding by flame	0%	3%
		8311.90.00	Other	0%	3%

ঙ) যে সকল পণ্যের সম্পূরক শুল্ক আরোপ/ হ্রাস/ বৃদ্ধি/ প্রত্যাহার করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S.Codes	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2710.19.22	Recycled lube base oil	0	20
2	2710.19.32	Recycled lubricating oil	0	20
3	34.01 (All H.S.Codes)	Soap; organic surface-active products and preparations	20	45
4	3402.20.00	Preparations put up for retail sale	0	20
5	7318.15.90	Other Screw	0	20
6	7318.19.00	Other Screw	0	20
7	8711.20.93	Moped four-stroke engine in CKD	20	0
8	8309.90.90	Stoppers	0	45
9	9505.90.00	carnival or other entertainment articles	0	20

ii. যে সকল H.S. Codes এর বর্ণনায় পরিবর্তন, সংশোধন, বিভাজন, একীভূতকরণ এবং নতুন H.S. Code সৃজন করা হয়েছে:

ক) যে সকল H.S. Codes এর বর্ণনা পরিবর্তন/ সংশোধন করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Existing Description	Changed Description
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2905.31.20	--- Imported by Industrial IRC holder VAT compliant PVC/PET resin manufacturing industry in economic zone	--- Imported by Industrial IRC holder VAT compliant PVC/PET resin manufacturing industry
2	2917.36.20	--- Terephthalic acid imported by Industrial IRC holder VAT compliant PVC/PET resin manufacturing industry in economic zone	--- Terephthalic acid imported by Industrial IRC holder VAT compliant PVC/PET resin manufacturing industry
3	3824.99.50	--- Coated calcium carbonate imported by Industrial IRC holder VAT compliant plastic goods or calcium carbonate filler manufacturing industry	--- Coated calcium carbonate imported by Industrial IRC holder VAT compliant plastic goods or calcium carbonate filler or cable manufacturing industry
4	3919.90.30	--- Scratch off label imported by Industrial IRC holder VAT compliant SIM card or Smart card manufacturing industry	--- Scratch off label imported by Industrial IRC holder VAT compliant SIM card or Smart card or Gipsum board manufacturing industry
5	3920.49.30	--- PVC film imported by Industrial IRC holder VAT compliant medicine packaging industries	--- PVC film imported by Industrial IRC holder VAT compliant medicine packaging industries
6	3920.92.30	--- Unprinted nylon film in roll form imported by Industrial IRC holder VAT compliant medicine packaging industries	--- Unprinted nylon film in roll form imported by Industrial IRC holder VAT compliant medicine packaging industries
7	3926.90.40	--- Mulch imported by agricultural or horticultural products manufacturers	--- Mulch film
8	7212.20.10	--- Imported by Industrial IRC holder VAT compliant refrigerator or air conditioner manufacturing industries	--- Imported by Industrial IRC holder VAT compliant refrigerator or air conditioner or television manufacturing industries

Sl. No.	H.S. Code	Existing Description	Changed Description
(1)	(2)	(3)	(4)
9	7318.14.10	Imported by pre-fabricated building industry	--- Threaded self tapping screw imported by Industrial IRC holder VAT compliant pre-fabricated building industry
10	7606.11.10	--- Imported by Industrial IRC holder VAT compliant electric fan manufacturing industry	--- Imported by Industrial IRC holder VAT compliant LED Lamp or electric fan manufacturing industry
11	8450.20.10	--- Household type washing machine capacity not exceeding 12 kg	--- Household type washing machine capacity not exceeding 18 kg
12	8529.90.22	---- Open cell (18.5 inch or above of diagonal length) for use in manufacture of Liquid Crystal Device (LCD)/Light Emitting Diode (LED) panel, imported by Industrial IRC holder VAT compliant television manufacturing industry	---- Open Cell for use in manufacturing of LCD,LED panel imported by industrial IRC holder VAT compliant television manufacturing Industry
13	9021.90.10	--- Heart valve	--- Heart valve or Occluder
14	9406.90.10	--- Sandwich panel with or without cold room facility imported by agro-processing or pharmaceuticals industry	--- Sandwich panel with or without cold room facility

খ) যে সকল H.S.Codes বিভাজন (Split) করা হয়েছে:

Sl. No.	Existing H.S. Codes	Splited H.S. Codes	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
1	0602.90.00	0602.90.10	--- Mushroom
		0602.90.90	--- Other
2	2818.10.00	2818.10.10	--- Imported by industrial IRC holder VAT compliant sand paper manufacturing industry
		2818.10.90	--- Other
3	2818.20.00	2818.20.10	--- Imported by industrial IRC holder VAT compliant sand paper manufacturing industry
		2818.20.90	--- Other
4	3811.21.00	3811.21.10	--- Imported by Industrial IRC holder VAT compliant lub-blending industry
		3811.21.90	--- Other

Sl. No.	Existing H.S. Codes	Splited H.S. Codes	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
5	3811.29.00	3811.29.10	--- Additives for Lubricating oils obtained from other sources imported by Industrial IRC holder VAT compliant lub-blending industry
		3811.29.90	--- Other
6	3921.19.10	3921.19.11	---- Imported by industrial IRC holder VAT compliant television manufacturing Industry
		3921.19.19	---- Other
7	4402.90.00	4402.90.10	--- Charcoal and Wood Powder based Coil Compound imported by Industrial IRC holder VAT compliant repellent Coil manufacturing industry
		4402.90.90	--- Other
8	4805.91.00	4805.91.10	--- Uncoated paper board imported by Industrial IRC holder VAT compliant Gipsum board manufacturing industry
		4805.91.90	--- Other
9	4805.92.00	4805.92.10	--- Uncoated paper board imported by Industrial IRC holder VAT compliant Gipsum board manufacturing industry
		4805.92.90	--- Other
10	4805.93.00	4805.93.10	--- Uncoated paper board imported by Industrial IRC holder VAT compliant Gipsum board manufacturing industry
		4805.93.90	--- Other
11	4823.69.00	4823.69.10	--- Other paper and paperboard Imported by Industrial IRC Holder VAT compliant paper cup, bowl, plate manufacturng industry
		4823.69.90	--- Other
12	5901.10.00	5901.10.10	--- Imported by Industrial IRC holder VAT compliant sand paper manufacturing industry
		5901.10.90	--- Other
13	6006.42.00	6006.42.10	--- Imported by Industrial IRC holder VAT complaint footwear manufacturing industry
		6006.42.90	--- Other
14	6006.43.00	6006.43.10	--- Imported by industrial IRC holder VAT complaint footwear manufacturing industry
		6006.43.90	--- Other
15	6802.10.00	6802.10.10	--- Tiles cube Imported by industrail IRC holder VAT compliant tiles mozaic manufactuing industry
		6802.10.90	--- Other
16	7016.10.00	7016.10.10	--- Glass cube Imported by industrail IRC holder VAT compliant glass mozaic manufactuing industry

Sl. No.	Existing H.S. Codes	Splited H.S. Codes	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
		7016.10.90	--- Other
17	7209.16.00	7209.16.10	--- Cold rolled steel sheet Imported by Industrial IRC holder VAT compliant fire resistant door manufacturing industry
		7209.16.90	--- Other
18	7209.17.00	7209.17.10	--- Cold rolled steel sheet imported by Industrial IRC holder VAT compliant fire resistant door manufacturing industrys
		7209.17.90	--- Other
19	7210.30.00	7210.30.10	--- Imported by industrial IRC holder VAT compliant TV manufacturing Industry
		7210.30.90	--- Other
20	9405.91.00	9405.91.10	--- Imported by Industrial IRC holder VAT compliant lamp manufacturing industry
		9405.91.90	--- Other
21	9405.92.00	9405.92.10	--- Imported by Industrial IRC holder VAT compliant LED lamp manufacturing industry
		9405.92.90	--- Other
22	9405.99.00	9405.99.10	--- Imported by Industrial IRC holder VAT compliant LED lamp manufacturing industry
		9405.99.90	--- Other

গ) যে সকল H.S.Code একীভূত (Marge) করা হয়েছে:

Sl. No.	Existing H.S. Codes	Marge H.S. Codes
(1)	(2)	(3)
1	3917.40.10	3917.40.00
	3917.40.90	
2	4009.11.10	4009.11.00
	4009.11.90	
3	4802.57.10	4802.57.00
	4802.57.90	
4	8516.90.10	8516.90.00
	8516.90.90	
5	8537.10.11	8537.10.10
	8537.10.19	
6	8537.10.91	8537.10.90
	8537.10.99	

ঘ) যে সকল H.S. Codes নতুন সৃষ্টি করা হয়েছে:

Sl. No.	New H.S. Codes	Description
(1)	(2)	(3)
1	3215.11.20	--- Black ink Imported by industrial IRC holder VAT compliant SIM card and scratch card manufacturing industry
2	3215.90.30	--- Inkjet Refill in injectable form Imported by industry IRC holder VAT compliand SIM card and scratch card manufacturing industry
3	3920.49.50	--- PVC film imported by Industrial IRC holder VAT compliant Gipsum board manufacturing industry
4	3926.90.93	---- Plastics frame works imported by Industrial IRC holder VAT compliant cable manufacturing industry
5	4811.60.20	--- Paraffin wax or stearin covered paper and paperboard Imported by Industrial IRC holder VAT compliant sand paper manufacturing industry
6	8705.90.20	--- Road Sweeper
7	8711.20.93	---- Moped four-stroke engine in CKD
8	9018.39.18	---- Blood tubing set for hemodialysis

ঙ) Heading 87.04 এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী:

ক্রম নং	বিদ্যমান		প্রস্তাবিত		মন্তব্য
	এইচএসকোড	বর্ণনা	এইচএসকোড	বর্ণনা	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
			8704.21.22	---- Dumper/tipper in CKD condition	নূতন
	8704.22.16	---- Other, CBU	8704.22.19	---- Other, CBU	পরিবর্তন
	8704.22.17	---- Truck in CKD condition	8704.22.21	---- Truck in CKD condition	পরিবর্তন
			8704.22.22	---- Dumper/tipper in CKD condition	নূতন
	8704.22.18	---- Other CKD condition	8704.22.29	---- Other CKD condition	পরিবর্তন
	8704.23.14	---- Other, CBU	8704.23.19	---- Other, CBU	পরিবর্তন
	8704.23.15	---- Truck in CKD condition	8704.23.21	---- Truck in CKD condition	পরিবর্তন
			8704.23.22	---- Dumper/tipper in CKD condition	নূতন
	8704.23.16	---- Other CKD condition	8704.23.29	---- Other CKD condition	পরিবর্তন

ক্রম নং	বিদ্যমান		প্রস্তাবিত		মন্তব্য
	এইচএসকোড	বর্ণনা	এইচএসকোড	বর্ণনা	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
	8704.31.18	---- Other, CBU	8704.31.19	---- Other, CBU	পরিবর্তন
	8704.31.19	---- Truck in CKD condition	8704.31.21	---- Truck in CKD condition	পরিবর্তন
	8704.31.21	---- Pickup in CKD condition	8704.31.22	---- Pickup in CKD condition	পরিবর্তন
			8704.31.23	---- Dumper/tipper in CKD condition	নূতন
	8704.31.22	---- Other In CKD condition	8704.31.29	---- Other In CKD condition	পরিবর্তন
			8704.32.22	---- Dumper/tipper in CKD condition	নূতন
	8704.32.22	---- Other in CKD condition (excl. truck)	8704.32.29	---- Other in CKD condition (excl. truck)	পরিবর্তন
	8704.90.15	---- Other, CBU	8704.90.19	---- Other, CBU	পরিবর্তন
			8704.32.22	---- Dumper/tipper in CKD condition	নূতন
	8704.90.23	---- Other in CKD condition (excl. truck/pickup)	8704.90.29	---- Other in CKD condition (excl. truck/pickup)	পরিবর্তন

চ) Heading 87.11 এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী:

ক্রম নং	বিদ্যমান		প্রস্তাবিত		মন্তব্য
	এইচএসকোড	বর্ণনা	এইচএসকোড	বর্ণনা	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
1	8711.20.91	---- Four-stroke engine in CBU	8711.20.31	---- Four-stroke engine in CBU	
			8711.20.32	---- Moped four-stroke engine in CBU	
			8711.20.39	---- Other CBU	
2	8711.20.92	---- Four-stroke engine in CKD	8711.20.41	---- Four-stroke engine in CKD	
			8711.20.42	---- Moped four-stroke engine in CKD	
			8711.20.49	---- Other CKD	
3	8711.20.99	---- Two-stroke engine in CBU/CKD	8711.20.51	---- Two-stroke engine in CBU	
			8711.20.52	---- Two-stroke engine in CKD	
			8711.20.59	---- Other	

ছ) যে সকল H.S. Codes বিলুপ্ত করা হয়েছে:

Sl. No.	New H.S. Codes	Description
(1)	(2)	(3)
1	3808.91.22	---- Charcoal frame of mosquito coil
2	3917.23.20	--- FEP/Teflon tube imported by Industrial IRC holder VAT compliant medical equipment manufacturing industry
3	8481.40.12	---- Auto safety valve imported by Industrial IRC holder VAT compliant medical equipment manufacturing industries
4	8481.80.22	---- Solenoid valve imported by Industrial IRC holder VAT compliant medical equipment manufacturing industries